করণ কুলীনে দেখিতে নাই, কুলীনগণের এরূপ নিয়ম ছিল। তাহার প্রমাণ—কুলজ্ঞ পরশুরাম পঞ্চানন আপন কুলপাত হওয়ায় কাপ হইয়াছিলেন। তিনি কুলীনের করণ ও বিবাহে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রোত্রিয়ের পদ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে কুলজ্ঞ ভিন্ন কাহারও করণের মন্ত্র পড়াইবার অধিকার ছিল না। এখন কুলীনের কুলজ্ঞ পুরোহিত উপস্থিত থাকিলেও ভিন্ন শ্রেণী কুশাদি লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কাপদিগের সংশ্রবে অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত ভোজন, স্নান ও শয়ন ইত্যাদিতে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কুলজ্ঞরা তৎকালীন বারেন্দ্র-সমাজের যূপ সদৃশ তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের নিকট গিয়া কহিলেন "মহারাজ! কাপ সৃষ্টি হইয়া তাহাদের সহবাসে এবং স্নান ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইতেছে। অতএব আপনি তাহার প্রতিকার করুন।" তচ্ছ্রবণে রাজা কহিলেন, "কি উপায় অবলম্বন করিলে কুলীনের কুলরক্ষা হয়, আপনারা তাহার ব্যবস্থা করুন।" কুলজ্ঞেরা হিলেন, "মহারাজ! আপনি হিন্দু শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্র কুলের যূপ, আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। অতএব আমরা ব্যবস্থা করিলাম, আপনি কাপে কন্যা দান করিয়া, কাপে কুলীনে এক পংক্তিতে ভোজন দিয়া কুলীনের কুলরক্ষা করুন। যেহেতু আপনি সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয় আর নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়।" রাজা কংসনারায়ণ কুলজ্ঞদিগের ব্যবস্থা মত কাপে কন্যাদান দিতে স্বীকৃত হইয়া কাপ জীবাইধাবড় সংহের পুত্রে এবং ডাউর মাঝির পুত্র সদানন্দ মাঝিকে কন্যা দেন। রাজা দুই কন্যা দুই কাপে দান করিয়া কাপে কুলীনে এক পংক্তিতে ভোজন দিয়া কহিলেন, কাপে ও কুলীনে কুশবারি সংযুক্ত অর্থাৎ কাপে কুলীনে করণ হইলে কুলীনের কুলপাত হইবে। স্নান, ভোজন, ও শয়নে কুলীনের কুলপাত হইবে না। যে ১২ ঘর কুলীন বদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের কুল রক্ষা হইল। রাজা কংসনারায়ণের সভায় সেই সময় বহু সংখ্যক কুলজ্ঞ, কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ সমুপস্থিত ছিলেন। রাজা সকলের সাক্ষাতে ঐরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন কুলজ্ঞেরা কহিলেন, কাল সহকারে কাপের আদর হইবে।

অন্যান্য কুলীনের সম্মতি অনুসারে রাজা কংসনারায়ণ মুকুন্দ ভাদুড়ী ও তদীয় পুত্র চতুষ্টয়কে উপরোক্ত দোষ হইতে অব্যাহতি দিয়া বারেন্দ্র সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মরক্ষার্থ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যথা—

১ম। কুলীনের সহিত কাপের কুশবারিযুক্ত করণ হইয়া কুলীন কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে কি কাপে কন্যা দান করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে।

২য়। যখন কোন শ্রোত্রিয় নীচ পটী হইতে উচ্চ পটীতে যাইবেন অর্থাৎ কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তিনি তৎপূর্ব্বে একটী কন্যা কাপে দান করিবেন। কারণ অধম পটীতে যে দোষ থাকে, তাহা কাপের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া উচ্চ পটীতে যাইতে পারিবেন, অন্যথা পারিবেন না।

(বার্ব্বাকাবাদ সমাজের মধ্যে হরিপুর কাপের মধ্যে গণনীয়। হরিপুর ভাবাপন্ন দনাই ব্রহ্মচারী গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরের মধ্যে সীতানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরিপুরের ন্যায় তাঁহার কাপত্ব মর্য্যাদা আদান প্রদানে ঠিক বজায় রাখিয়াছেন। জটীয়া বাহুর বংশধর তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি এবং পাঁচু চৌধুরীর বংশধরেরাও ঐরূপ ভাবাপন্ন আছেন। ভাদুড়ী বংশের বংশধরগণ ও তেঘরি নিবাসী গঙ্গাধর মৈত্রের পুত্র ও বেণীমাধব মৈত্র ইহারাও নবদ্বীপ মধ্যে কাপ শ্রেণীর গণনীয়। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলায় সৈদাবাদ, বেলডাঙ্গা, জগন্নাথপুর, চুমুরিগাছা, মোহনা, বালুচর, মীরপুর, বাহাদুরপুর, কাশিমবাজার, সন্ন্যাসীডাঙ্গা প্রভৃতি এবং বাগড়ি ও দক্ষিণ দেশ মধ্যে ঝাউডাঙ্গা, নারায়ণপুর, পাটুলি প্রভৃতি স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কাপ আছেন। এই সকল স্থানের মধ্যে চিনাখালির ভাদুড়ী বংশ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (রসসাগর) মহাশয়ের বংশাবলীও যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।)

৩য়। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কৃত পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা অনুসারে কন্যা কি ভগিনীর অভাবে পরিবর্ত্ত হইতে পারিত না, সেই কাঠিন্য নিবারণ করণ জন্য রাজা কংসনারায়ণ কুশময় বর ও কন্যার ব্যবস্থা করিলেন।

৪র্থ। শ্রোত্রিয় বরে কন্যা দান করিলে কাপও শ্রোত্রিয় হইবে।

৫ম। শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে ৪ ভাগ করিলেন। যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং কষ্ট। যাঁহারা শুদ্ধ বংশজ ও ক্রমাগত কুলকার্য্য করিবেন, তাঁহারা সিদ্ধ, যাঁহারা কুলার্চ্চনায় সমাজে পরিচিত তাঁহারা সাধ্য, কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিয়া শ্রোত্রিয় হইয়া যদি কুলকার্য্য করিতে থাকেন, তবে তাঁহারা সুসিদ্ধ এবং যে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণে কুলীন কষ্ট পান, তাঁহারা কষ্ট নামে অভিহিত হইবে।

৬ষ্ঠ। কাপেরা উত্তম কাপের সহিত করণ করিয়া কন্যা দিলে তাহাদের কুলগৌরব বৃদ্ধি হইবে। কুলীনের কন্যা গ্রহণ এবং করণ করিয়া কুলীনে কন্যা দান করা কাপের পক্ষে সমধিক গৌরবের বিষয় হইবে।

৭ম। কুলীনে কন্যা দানে, কুলক্রিয়া করিয়া এবং সৎশ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করিলে শ্রোত্রিয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

৮ম। কুলীন এবং কাপ ভঙ্গ হইলে আর কখন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। কাপের সহিত করণ দ্বারা কুলীন কাপ হইয়া যাইবে এবং শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিলে কুলীন শ্রোত্রিয় হইবে।

৯ম। কুলক্রিয়া দ্বারা কষ্টশ্রোত্রিয় সিদ্ধ এবং সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইবেন এবং উপযুক্ত কুলক্রিয়া না করিলে সিদ্ধ, সাধ্য, ও সুসাধ্য শ্রোত্রিয়ও কষ্ট ভাবাপন্ন হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত উদয়নাচার্য্যের উপেক্ষিত ছয় পুত্র, মধু মৈত্রের দুই পুত্র এবং ১৩ তের আঘাতে

সমুৎপন্ন ১৮ অষ্টাদশ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া, কাপ শ্রেণীতে করণ কারণ করিয়া দ্বিতীয় পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা কাপের ছ'ঘরিয়া হইলেন।

এই সকল কাপের মধ্যে মুড়াইতকাপ ১৪ চৌদ্দঘর গণনা করা যায়। যথা—আগমবাগীশ, সহস্রাক্ষ, গাঙ্গনের বিপ্রদাস, হরিণার জনার্দ্দন সরকার, দেবিদাস, মৈসামুড়ার শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, হাড়োর রতিনাথ চক্রবর্ত্তী, কাশী পণ্ডিত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথের গন্নী, রঘুরাম মজুমদার, বৃহস্পতি বিশ্বাস, ও শিবরাম চৌধুরী।

এই সকল কাপেরা কুলীনে কন্যা দান পূর্ব্বক কুলীনের সঙ্গে করণ করিয়া কুলভঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাহার নাম 'কুলীন টুটান'। কাপেরা কুলীনদিগকে টুটাইতে পারিলে শ্লাঘা বিবেচনা করিতেন। কুলীন করণ করিয়া কাপের কন্যা গ্রহণ অথবা কাপে কন্যাদান করিলে তাহাকে 'টুটে যাওয়া' বলে। এবং পিতা বর্ত্তমানে কাপের সহিত করণ করিলে সকল ভ্রাতাদিগের কুল নষ্ট হইয়া, তাহারা 'পোকরা' নামে অভিহিত হইয়া কাপ শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিন্তু তাঁহারা কাপের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত থাকিবেন। পিতা অবর্ত্তমানে কোন ভ্রাতা কাপের সহিত করণ করিলে সেই ভ্রাতা কাপ হইবেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণের 'ভাই করা দোষ' হইবে। তাঁহারা কুলীনের সহিত করণ করিলে তাঁহাদের কুল নষ্ট হইবে না। কাপেরা কুলীনে কন্যাদান করিয়া কুলীনদিগের কুলভঙ্গে এবং 'পোকরা' কুলীন হইয়া ক্রমশঃ কাপের দল পুষ্ট হইতে থাকায় কাপেরা আপনাপন সুবিধা মত স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুলজ্ঞরা কাপের তিনটী সমাজ নির্দ্দেশ করিলেন। যথা—বার্ব্বকাবাদ সুলতানপ্রতাপ ও গঙ্গাতীর। বার্ব্বকাবাদে লাবৈর, কাশিমপুর, হরিপুর, সুলতান প্রতাপে—বার্কা, বারিকোণা, নওয়াবাড়ী, খেতুপাড়া। গঙ্গাতীরে—খাগড়া, অমরকুণ্ড ও ব্যাসপুর। তৎপরে মুড়াইত কাপের মধ্যে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে, ও দেবিদাস ভট্টাচার্য্য লামুরিয়া বর্ত্তমানে হরিনাথপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ স্থানে আসিয়া আদান প্রদান করিতে থাকেন। পরে ঘূর্ণী, মেড়তলা, কৃষ্ণনগর, অম্বিকা, ভাতুড়িয়া, শান্তিপুর, কলিকাতা, মহৎপুর ও বুঁইচা প্রভৃতি স্থানে মুড়াইত বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। খাগড়াদি স্থানের কাপের সংস্রবে বগড়ি দেশে ঘোড়াদহ ও জংলাপুর এবং দক্ষিণ দেশে চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর চাতরা, বরাহনগর এবং রাঢ়দেশে নিশিড়াগোর, বীরশীবন, কুলীন গাঁ, রাঢ়দেশে বনবিষ্ণুপুর, চাতলা প্রভৃতি নানা স্থানে কাপদিগের বসতি হইয়াছে। খাগড়ার মধ্যে আরপপুর, খাজুরতলা, জুগীন্দে, নতিডাঙ্গা, গোড়ডাঙ্গা, পেয়ারপুর প্রভৃতি স্থান, নবদ্বীপে জটীয়া বাহুর সন্তান ৺তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ও রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য-বংশীয় কবিভূষণ মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং পাঁচু চৌধুরীর বংশজ বাদক ও গায়ক শ্রেষ্ঠ বিশ্ব ভট্টাচার্য্য, ঘূর্ণীর চৌধুরী, সরকার ও মৈত্র বংশ এবং কৃষ্ণনগরের ও ভাজাঙ্গানার রায় ও মেড়তলার রাজারাম তর্কবাগীশের বংশ এবং নবদ্বীপ, শ্রীপুর, পালপাড়া, বরাহনগর ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ঢোলবংশ ও বুঁইচার জটীয়া বাহুর বংশ এবং বাগড়ির বাঘবংশ কাপ মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বার্ব্বকাবাদে—লাউর কাশিমপুর, ও হরিপুর। কাশিমপুর ভাবের বাণীনাথের পুত্র শতানন্দ, শিবানন্দ ও গঙ্গানন্দ। শতানন্দের পৌত্র প্রভুরাম বিদ্যাবাগীশ বনবিষ্ণুপুরের রাজার সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া রাজদত্ত নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রভুরামের বংশধরগণের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া, বাঙ্গলা দেশের মধ্যে বনবিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রামশঙ্করের পুত্র মাধবচন্দ্র, ও কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক কুলোদ্ভব বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও কেশবচন্দ্রের অন্যতম ছাত্র। উক্ত গোস্বামী মহাশয় কলিকাতাস্থ স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বংশাবলী এই গ্রন্থের যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা কাপ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয়। উক্ত বংশসম্ভূত নবদ্বীপের রামতনু ন্যায়পঞ্চানন কাপ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

কাশ্যপগোত্র-পরিচয়

তাহিরপুরের রাজবংশ

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে তাহিরপুরের রাজবংশ জ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি ও দেশহিতৈষণা গুণে বিশেষ সম্মানিত। বরাহী নদীর পূর্ব্বতীরে রামরামা গ্রামে তাহিরপুরের বিখ্যাত ভৌমিকবংশের রাজধানী ছিল। তাহিরপুরের বর্ত্তমান রাজবাটী বরাহীর অপর পার্শ্বে রামরামার পশ্চিমে অবস্থিত।

দিল্লীর বাদশাহ সুসঙ্গের বুদ্ধিমন্ত হাজরাকে সাম্রাজ্যের পূর্ব্বদ্বার ও বিজয় লস্করকে পশ্চিম দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করেন ও বহু সম্পত্তি দান করেন। এই জন্য সুসঙ্গ রাজ্য উদয়াচল ও তাহিরপুর রাজ্য অস্তাচল নামে অভিহিত হইত। বিজয়সিংহের রাজধানী রামরামায় ছিল। তাঁহার নিজের গড় ও বহু সৈন্য সামন্ত ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম উদয়নারায়ণ।

বিজয় লস্কর

বাদসাহ উদয়নারায়ণের নিকট হইতে তাহিরপুর ব্যতীত অন্যান্য পরগণা কাড়িয়া লয়েন। এই উদয়নারায়ণই বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিরাবিল পটীর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহার পৌত্র নন্দনবাসী সিদ্ধশ্রোত্রিয় রাজা কংসনারায়ণ কুলীনগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া বারেন্দ্র-সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ

লক্ষ উদয়ণাচার্য্যের নিয়ম অনুসারে কুলীন-কন্যার শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারিত না এবং কুলীনদিগের বিবাহে কুশবারি সংযুক্ত প্রতিজ্ঞা করিতে হইত, কেবল বাগ্‌দানে কার্য্য হইত না। এই নিয়মের জন্য বহু কুলীনের কুল নষ্ট হইল এবং তাঁহারা কাপ হইতে লাগিলেন। রাজা কংসনারায়ণ দেখিলেন যে এরূপ প্রথা চলিলে কুলীনের বংশ একেবারে লুপ্ত হইবে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাপ ও কুলীন-দিগকে একত্র করিয়া দিলেন। তিনি কাপ ও কুলীনের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান ও কুলীনে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ বিধিবদ্ধ করিলেন। কংসনারায়ণ স্বীয় বংশের কন্যা কাপে প্রদান করিলেন। নাটোরের মহারাজ রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ কংসনারায়ণের প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন।

কংসনারায়ণ

রাজা কংসনারায়ণের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পত্তির দশ আনার উত্তরাধিকারী হয়েন। নরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা উমাদেবীর সহিত আনন্দীরাম রায়ের বিবাহ হয়। নরেন্দ্রের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় আনন্দীরাম ঐ দশ আনা সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় তাঁহার ভ্রাতা বিনোদরামরায় তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। বিনোদরাম বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান তাহিরপুর-রাজবংশের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

তাহিরপুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিনোদরাম

বিনোদরামের পুত্র বীরেশ্বর রায়। বীরেশ্বরের দুই পুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বর ও মহেশ্বর। বীরেশ্বর অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া অনেক টাকা ধার রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রশেখর বিশেষ চেষ্টা করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে পিতৃঋণ পরিশোধ করেন। ইনি নৈষ্ঠিক সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি রামপুর-বোয়ালালিয়াতে "সদাব্রত" স্থাপন করেন। এই সদাব্রত হইতে বহুলোকের দৈনিক আহার, মাসিকবৃত্তি ও পৌষ সংক্রান্তির অনেক টাকা দান করা হয়। চন্দ্রশেখর প্রজারঞ্জক ছিলেন। চন্দ্রশেখর ও মহেশ্বরের মধ্যে সৌভ্রাত্র ছিল। তাঁহাদের রাজা উপাধি না থাকিলেও প্রজারা তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া ডাকিত।

চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখরের পুত্রের নাম শশীশেখরেশ্বর। মহেশ্বরের চারিপুত্র—জগদীশেশ্বর, তারকেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর। তারকেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর এখনও জীবিত আছেন। চন্দ্রশেখর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানসংখ্যা অধিক দেখিয়া সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ ব্যতীত আরও পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি মহেশ্বরের পুত্রদিগকে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বহু সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন।

মহেশ্বরের পুত্রগণ

শশীশেখরেশ্বর বিশেষ বুদ্ধিমান্ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তিনি বহুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কাশীধামে বাস করিতেছেন।

শশীশেখরেশ্বর

তাঁহার যোগ্যপুত্র কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ও অনেক দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। তিনি দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

তাহেরপুরের রাজ বংশাবলী

নিরাবলি পটীর কুলীন।

(৬৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষের নাম দ্রষ্টব্য)

৮ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি

- ১ম পক্ষে: ভূপতি প্রভৃতি ৬ পুত্র
- ২য় পক্ষে: ৯ পশুপতি (কুলীন)
  - ৬ পুত্র
  - ১০ থগাই
    - ১১ বলাই
      - ৫ অংশুমান
        - ৬ মুকুন্দ (দর্পনারায়ণী আঘাত)
          - গোপীনাথ
          - কান্ত
          - ৭ শ্রীকৃষ্ণ (ইনি তাহেরপুরের রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্যা রাজা কংসনারায়ণের ভগিনীকে বিবাহ করেন)
            - সুবুদ্ধি খাঁ
            - কেশব খাঁ
            - ৮ জগদানন্দ রায় (নবাবের দেওয়ান ছিলেন)
              - রাজবল্লভ রায়
              - দেববল্লভ রায়
              - ৯ জানকীবল্লভ রায়
                - ১০ রামকৃষ্ণ রায়
                  - ১১ শ্যামরায়
                  - কেদার রায়
                  - দ্বিঃ পঃ রামরায়
                - জয়কৃষ্ণ রায়
                - হরেকৃষ্ণ রায়
              - দ্বিঃ পঃ ভবানীবল্লভ রায়
              - প্রাণবল্লভ রায়
              - ভুবনবল্লভ রায়
        - রমানাথ
        - দ্বিঃ পঃ রাম
        - পাঁচু

- ১১ শ্যামরায়
  - ১২ পাঁচু রায়
    - ১৩ রসিক রায়
      - ১৪ রামকান্ত (নাটোরের ২য় রাজা রামজীবনের দত্তক পুত্র)
      - ১৪ কৃষ্ণকান্ত
        - ১৫ রুদ্রকান্ত
          - ১৬ রোহিণীকান্ত (চৌগাঁর রাজা)
            - ১৭ রমণীকান্ত রায় বি.এ
  - ১২ ভুবন রায়
    - বাঁশী রায়
    - ১৩ হরগোবিন্দ
      - আনন্দিরাম রায় (নিঃসন্তান)
      - ১৪ রাজা বিনোদরাম রায়
        - ১৫ বীরেশ্বর রায়
          - চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়
            - রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর
              - শিবশেখরেশ্বর M.L.C.
          - ১৬ মহেশ্বর রায়
            - ১৭ জগদীশ্বর
            - তারকেশ্বর
            - বিশ্বেশ্বর
            - কাশীশ্বর
    - রামলোচন
    - বলরাম
    - কেবলরাম
  - লক্ষ্মণ রায়

মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশ।

মুক্তাগাছার আচার্য্যপরিবারের বর্ত্তমান বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা। ইঁহাদিগের আদিবাস বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী চম্পাপুর গ্রামে ছিল। ইঁহারা উদয়নাচার্য্যের অধস্তন শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের বংশধর। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারে কোন এক সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ময়মনসিংহ জেলার আলাপসিংহ পরগণা তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় পূর্ব্ব-বাসস্থান চম্পাপুর পরিত্যাগ করিয়া আলাপসিংহ পরগণায় আপন জমিদারির অন্তর্গত মুক্তাগাছায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি ইঁহারা আলাপসিংহ পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত। উক্ত চারিপুত্র হইতে মুক্তাগাছার আচার্য্যবংশের চারি সরিকের উৎপত্তি।

গৌরীকান্ত আচার্য্যের পত্নী বিমলা দেবী ৺কাশীধামে বহু দেবালয় নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবাদির সংস্থান করেন এবং অতিথিসৎকারের জন্য সত্রাদি স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া কাশীধামেই প্রাণত্যাগ করেন। এই বংশের অন্যতম সরিক জগৎকিশোর আচার্য্যের ঊর্দ্ধতন পুরুষের পত্নী ছোট বিমলা দেবীও কাশীধামে নানা দানধর্ম্মাদি এবং অবশিষ্ট জীবন বারাণসীতে অতিবাহিত হইয়া কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশীকান্ত আচার্য্যের পত্নী লক্ষ্মী দেবী নদীয়া জেলার বিল্বপুষ্করিণীর রোহেলা-পটীর কুলীন বৈষ্ণব মিশ্র সান্যালের সন্তান রাজকিশোর সান্যালের কন্যা। ইনিও ৺কাশীধামে দানাদি করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

মুক্তাগাছার আচার্য্য-চৌধুরী বংশ।

- ১ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী (১ম পক্ষে … ২য় পক্ষে)
  - ভূপতি
  - ২ ভবানীপতি (ঝাকৈড় গোপালপুর)
    - ৩ গজপতি
      - ৪ অশ্বপতি
        - ৫ মহীপতি
          - ৬ পাণ্ডব ভট্টাচার্য্য
            - জয়ধর আচার্য্য
            - ৭ চূড়ামণি আচার্য্য
              - ৮ কামদেব
                - গোপাল আচার্য্য
                - ৯ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী
                  - রাম আচার্য্য
                  - প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য
                  - ১০ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য
                    - রামরাম আচার্য্য (মুক্তাগাছা)
                      - শ্যামরাম
                      - রুদ্ররাম
                      - বিজয়
                        - গৌরীশঙ্কর
                          - আনন্দচন্দ্র
                            - রাজর্ষি গোপালদাস*
                              - সুধীর
                          - রামচন্দ্র
                            - কেশব
                              - রমেশ
                      - বলরাম
                    - ১১ হরিরাম আচার্য্য (মুক্তাগাছা)
                      - ১২ রাম-কান্ত
                      - কৃষ্ণ-কান্ত
                        - গৌরীকিশোর
                          - রামকিশোর
                            - রাজা জগৎকিশোর†
                              - হেমেন্দ্র
                              - জিতেন্দ্র
                      - রুদ্রকান্ত (পোষ্যপুত্র)
                    - বিষ্ণুরাম আচার্য্য (মুক্তাগাছা)
                      - কৃষ্ণকিশোর
                        - রাম আচার্য্য
                    - ১১ শিবরাম আচার্য্য (মুক্তাগাছা)
                      - ১২ রঘুনন্দন
                        - ১৩ গৌরীকান্ত
                          - ১৪ কমলাকান্ত
                            - ১৫ কাশীকান্ত
                              - ১৬ মহারাজ সূর্য্যকান্ত‡
                                - ১৭ মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
            - হরিহর আচার্য্য
              - চক্রপাণি
              - মহানন্দ
                - দৈবকীনন্দন
                  - রঘুনন্দন
                  - মধুসূদন
                  - বংশী
              - রত্ন
              - গঙ্গানন্দ
                - মাধবানন্দ
                  - গোপীবল্লভ
                  - ভবানীবল্লভ
                    - অভিরাম
                  - কৃষ্ণ
                    - রাজবল্লভ
                  - হরিবল্লভ
                    - রামবল্লভ
                    - প্রাণবল্লভ
                  - রামেশ্বর
                    - রত্নেশ্বর আচার্য্য
                - জগদানন্দ
  - রুদ্রাণীপতি
  - চণ্ডীপতি
  - লক্ষ্মীপতি
  - শচীপতি
  - পশুপতি

* প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক মহাত্মা। † প্রসিদ্ধ দাতা। ‡ প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ও শীকারী।

১১ শ্যামরায়

১২ পাঁচু রায় ১২ ভুবন রায় লক্ষ্মণ রায়

১৩ রসিক রায়

বাঁশী রায় ১৩ হরগোবিন্দ রামলোচন বলরাম কেবলরাম

১৪ রামকান্ত ১৪ কৃষ্ণকান্ত আনন্দিরাম রায় ১৪ রাজা বিনোদরাম রায়

(নাটোরের ২য় রাজা রামজীবনের দত্তক পুত্র) (নিঃসন্তান)

১৫ রুদ্রকান্ত ১৫ বীরেশ্বর রায়

১৬ রোহিণীকান্ত (চৌগাঁর রাজা) চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় ১৬ মহেশ্বর রায়

১৭ রমণীকান্ত রায় বি,এ রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর

শিবশেখরেশ্বর M.L.C.

১৭ জগদীশ্বর তারকেশ্বর বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর

মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশ।

মুক্তাগাছার আচার্য্যপরিবারের বর্ত্তমান বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা। ইহাদিগের আদিবাস বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী চম্পাপুর গ্রামে ছিল। ইঁহারা উদয়নাচার্য্যের অধস্তন শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের বংশধর। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারে কোন এক সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ময়মনসিংহ জেলার আলাপসিংহ পরগণা তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় পূর্ব্ব-বাসস্থান চম্পাপুর পরিত্যাগ করিয়া আলাপসিংহ পরগণায় আপন জমিদারির অন্তর্গত মুক্তাগাছায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি ইঁহারা আলাপসিংহ পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত। উক্ত চারিপুত্র হইতে মুক্তাগাছার আচার্য্যবংশের চারি সরিকের উৎপত্তি।

গৌরীকান্ত আচার্য্যের পত্নী বিমলা দেবী ৺কাশীধামে বহু দেবালয় নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবাদির সংস্থান করেন এবং অতিথিসৎকারের জন্য সত্রাদি স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া কাশীধামেই প্রাণত্যাগ করেন। এই বংশের অন্যতম সরিক জগৎকিশোর আচার্য্যের উর্দ্ধতন পুরুষের পত্নী ছোট বিমলা দেবীও কাশীধামে নানা দানধর্ম্মাদি এবং অবশিষ্ট জীবন বারাণসীতে অতিবাহিত হইয়া কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশীকান্ত আচার্য্যের পত্নী লক্ষ্মী দেবী নদীয়া জেলার বিল্বপুষ্করিণীর রোহেলা-পটীর কুলীন বৈষ্ণব মিশ্র সান্যালের সন্তান রাজকিশোর সান্যালের কন্যা। ইনিও ৺কাশীধামে দানাদি করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

মুক্তাগাছার আচার্য্য-চৌধুরী বংশ।

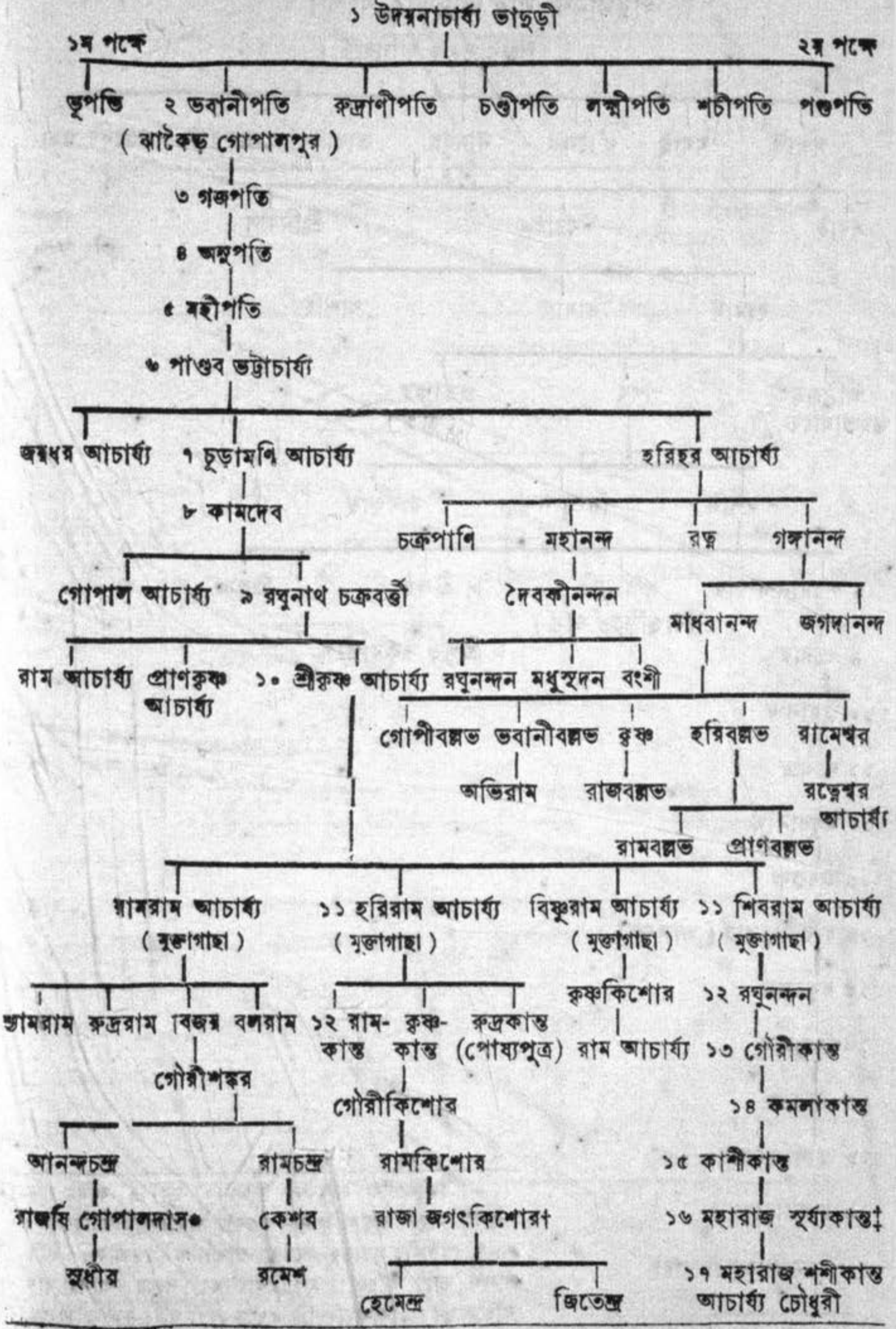

* প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক মহাত্মা। + প্রসিদ্ধ দাতা। ‡ প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ও শীকারী।

পরমানন্দ রায় ভাদুড়ীর বংশ।

- পশুপতি* (বালিয়াটি)
  - গঙ্গাই
    - সরাই
    - বরাই
      - দামাই
        - অনিরুদ্ধ (ভরতাঘাতে টুট)
        - শিব
          - ৭ দশাই
            - ৮ পরমানন্দ রায়
              - ৯ যদুরায়
                - ১০ সুরানন্দ
                  - ১১ গজেন্দ্র
                    - ১২ মথুরানাথ
                      - ১৩ জয়কৃষ্ণ
                        - ১৪ হরিরাম রায় (তালন্দ)
                          - ১৫ রঘুনন্দন
                            - ১৬ বিষ্ণুরাম
                              - ১৭ রামচন্দ্র
                                - ১৮ শ্যামকিশোর
                                  - ১৯ রামনারায়ণ
                                    - ২০ বিনোদবিহারী রায়†
                                      - ২১ গোপালচন্দ্র
                                      - হরিধন
            - সর্ব্বানন্দ (বাগুড়িতে বাস)
            - ৮ শ্রীকণ্ঠ
              - ৯ শ্রীগর্ভ তর্কবাগীশ
            - শ্রীকৃষ্ণ
          - নিত্যানন্দ
          - রামকানু
        - প্রভাকর (ফৌত)
      - রামাই
      - বাশাই
    - শ্রীনিবাস
  - ঘঘাই
  - খাঁকৈর
  - বাথইর
  - ভাদাই
  - তরুণাই
  - বাসুদেব ওঝা

* উদয়নাচার্য্য যজুর্ব্বেদী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পশুপতি মাতুল কর্ত্তৃক উপনীত হওয়ায় সামবেদী হইয়াছিলেন।

† পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব-প্রণেতা সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। ইনি তালন্দ ত্যাগ করিয়া রামপুর-বোয়ালিয়া সহরে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিনোদবিহারী প্রথমে বেণী পঠীর কুলীন ছিলেন, পিতা বর্ত্তমানে জোনালী পঠীতে কন্যার বিবাহ দেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয়া কন্যার বিবাহে কাপ হইয়াছেন

শ্রীগর্ভ তর্কবাগীশের বংশক্রম।

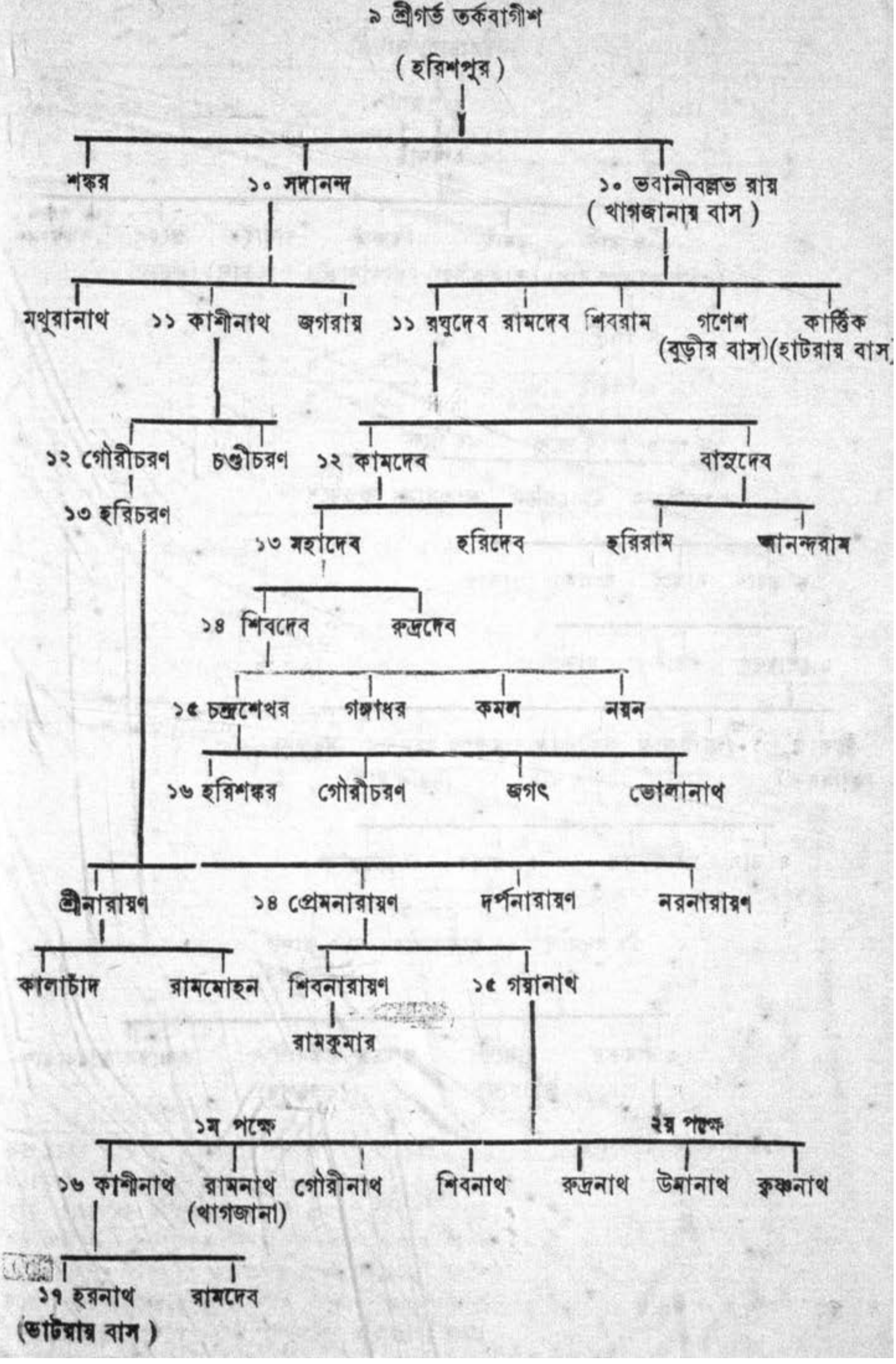

শিবরাম বাচস্পতি ও কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশের ঊর্দ্ধতন বংশ।

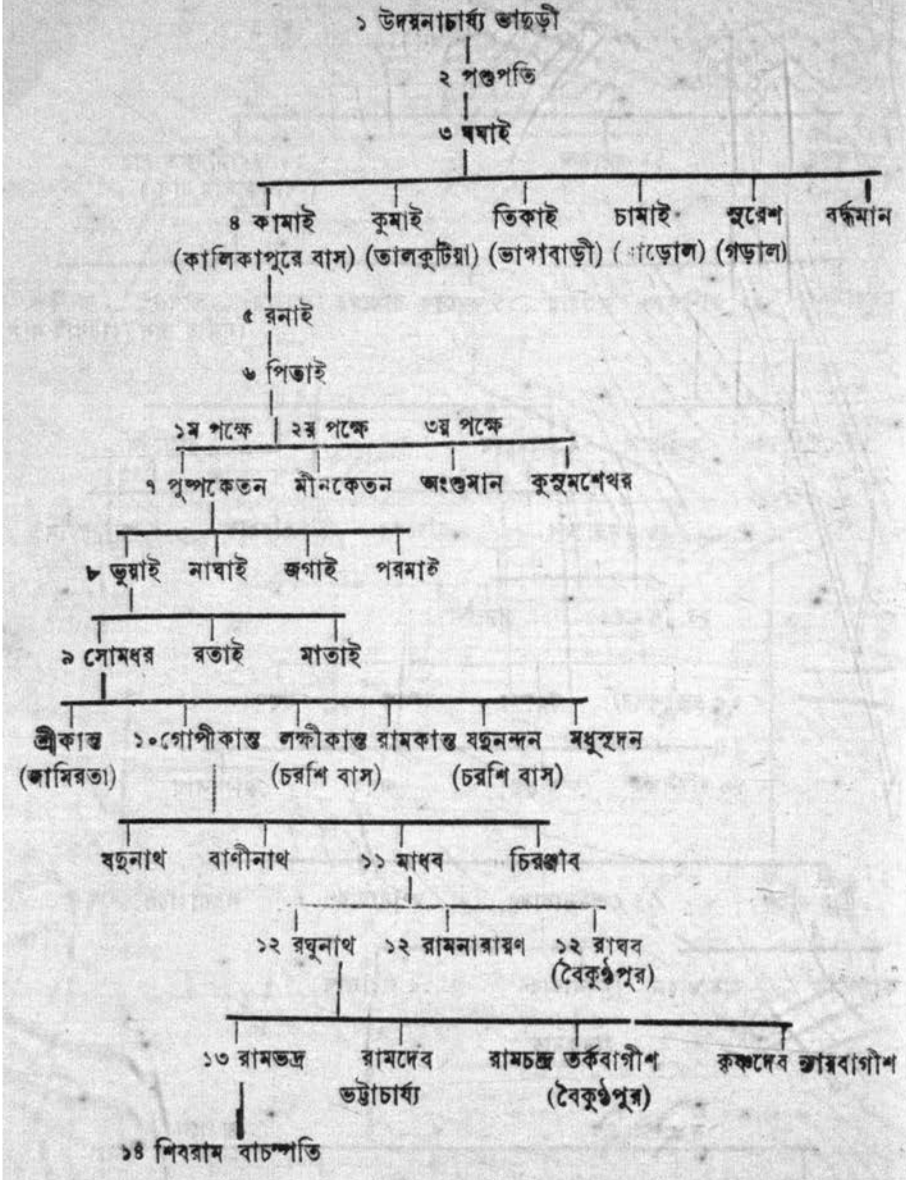

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণির বংশ।

কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ (১৪৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব বংশ)

রমাপতি তর্কালঙ্কার

রামগোবিন্দ তর্কবাগীশ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কমললোচন সার্ব্বভৌম রামলোচন ভাহড়ী

রামজয় ভট্টাচার্য্য

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রামসুন্দর ভট্টাচার্য্য

চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য (নির্ব্বংশ)

২৪ মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

রামতারণ শরৎচন্দ্র

প্রসন্নকুমার

কুলদাকান্ত হেমচন্দ্র কালিপদ পশুপতি দক্ষিণাপদ চারুপদ হংসপদ

লালু

দেবীপদ উমাপদ হিরণ্ময় রমাপদ

নীলমণি ভবাণীচরণ তারাপদ শ্যামাপদ

রমেন্দ্রকুমার মোহিতকুমার

জ্ঞানশঙ্কর করুণাশঙ্কর

সুসঙ্গের ।৴০ আনী রাজবংশ।

১৫ মুকুন্দ ভাদুড়ী

১৬ গোপীনাথ প্রভৃতি (৯৩ ও ৬৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব বংশ)

১৭ যদুনাথ

১৮ লক্ষ্মীনাথ

১৯ রামবল্লভ (বেণী অবসাদ) হরিবল্লভ (রোহিলা প্রাণবল্লভ পটী) গৌরবল্লভ (ভূষণাপটী)

২০ রামগোবিন্দ ভাদুড়ী (সাঁতৈলপতি রামকৃষ্ণের ভয়ে খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষে সুসঙ্গে পাপিয়াখালি গ্রামে বাস ও রাজকন্যা-বিবাহে সুসঙ্গের ৵০ আনা অংশ লাভ)

২১ হরিরাম সিংহ

২২ রুদ্রচন্দ্র সিংহ

২৩ গোপীনাথ সিংহ (দত্তক)

হিমাইতপুরের [ভাদুড়ী] চৌধুরী বংশ।

হিমাইতপুর চৌধুরী বংশের খ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজে বর্ত্তমান আছে। ইহারা বারেন্দ্র কাপ ব্রাহ্মণ। ইহাদের বংশে বহু লোক শিক্ষিত ও বহুস্থানে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন ও ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেই ইহাদের পুত্র কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে এই বংশের কুল মর্য্যাদা ৫১৲ টাকা ছিল। এক্ষণে তিন হাজারে উঠিয়াছে। বহুসরিক হওয়ায় পূর্ব্ব সম্পত্তি বিভাগ হইয়া অবস্থা নিঃস্ব হইয়াছে। কিন্তু হিমাইতপুরের চৌধুরী বংশের খ্যাতি বারেন্দ্র সমাজে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সমান আছে।

ঐ বংশে মোহনবল্লভ ভাহড়ীর ঢাকা জেলায় বালিয়াটী গ্রামে বাস ছিল। তীর্থযাত্রা-কালে পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে উমানন্দ নিয়োগীর বাড়ীতে অতিথি হইলে কাপ উমানন্দের কন্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় কুলীন টুটিয়া কাপ হন। পরে তিনি সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত হন এবং উক্ত রাজা হইতে হিমাইতপুর গ্রামে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন।

হিমাইতপুরের [ভাদুড়ী] চৌধুরী বংশ।

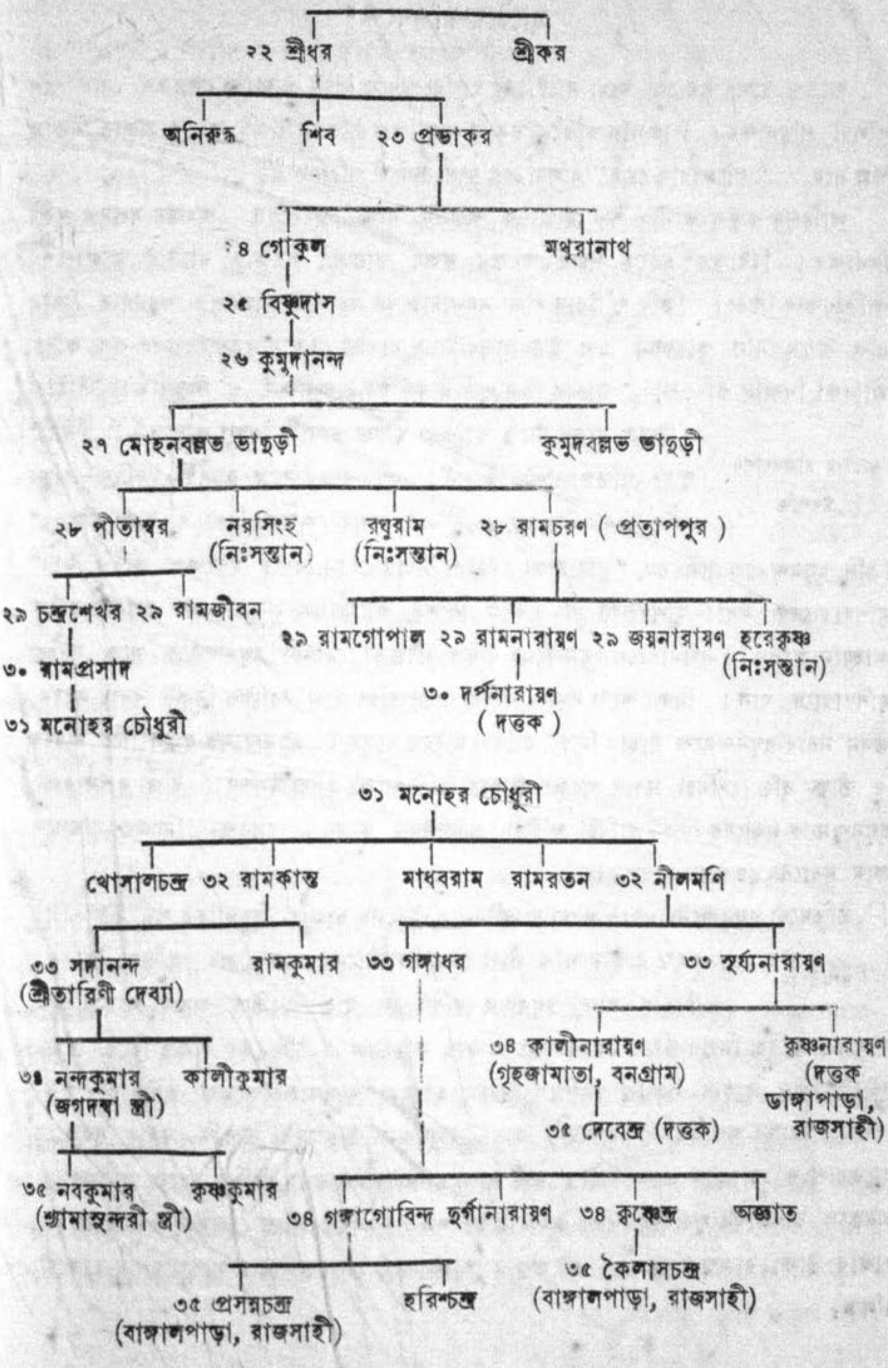

মৈত্রকুল-পরিচয়

নাটোর-রাজবংশ।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে নাটোরের রাজবংশ ধনে মানে ও জ্ঞানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া পরিগণিত। বাঙ্গলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এই বংশের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। "আঙ্গোরার মৈত্র" বলিয়া এই বংশ সমাজে পরিচিত।

আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ব্রাহ্মণ সুষেণের অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ দিবাকর। দিবাকর হইতে পঞ্চম অধস্তন পুরুষ কামদেব সরকার নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার পিতা। তিনি পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণের জমীদারী লস্করপুর পরগণার কোন এক গ্রামে বাস করিতেন এবং উক্ত রাজবাটীতে সামান্য বেতনে তহশীলদারের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। তাঁহারা পুঁটিয়ার রাজবাটীতে থাকিয়া পারস্য ভাষাদি শিক্ষা করিতেন। তিনটী পুত্রই প্রতিভাশালী ছিলেন। রঘুনন্দনের অঙ্গে রাজশ্রী দেখিয়া রাজা দর্পনারায়ণ বলিয়াছিলেন, "এই বালক কালে বিখ্যাত রাজা হইবে।" তিনি রঘুনন্দনকে বলিতেন, "তুমি রাজা হইয়া পুঁটীয়ার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিও না।" মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে একবার দর্পনারায়ণকে আহ্বান করেন। দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া রঘুনন্দনকে সঙ্গে করিয়া মুর্শিদাবাদে যান। নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া দর্পনারায়ণ যখন নবাবের নিকট বিদায় লয়েন, তখন নবাব রঘুনন্দনকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে বলেন। রঘুনন্দনের রাজোচিত অবয়ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া নবাব পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনকে নবাবের নিকট রাখিয়া পুঁটিয়া প্রত্যাগমন করেন। রঘুনন্দন নিজের বুদ্ধিবলে ক্রমে নবাবের দেওয়ান হইলেন।

নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি

ইতিমধ্যে রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন সাঁতৈলের রাজার বিদ্রোহের পর সাঁতৈলের সমস্ত রাজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নাটোরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবর্তিত রাজস্ব আদায় প্রথা অবলম্বন করিয়া নিপুণ ভাবে নবাবের কর আদায় করিতেন। যদি কেহ রাজস্ব দিতে অক্ষম হইত, তখন তাহার সম্পত্তি নিলামে উঠান হইত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জমীদারই বাকী খাজনা দিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হন। রঘুনন্দন তাঁহাদের সম্পত্তি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া একে একে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে লিখিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে রামজীবন পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমীদার হইলেন। কথিত আছে যে তিনি ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন। এই জন্য নাটোররাজকে লোকে বায়ান্ন লাখ তেপান্ন হাজারী বলিত।

রামজীবন

রঘুনন্দন নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাজা রামজীবনের পুত্র কুমার কালীপ্রসাদের মৃত্যুর পর রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। রাজা রামকান্ত নিরাবিল পটীর কুলীন রসিক রায়ের ঔরস পুত্র। রসিক রায় ভাদুড়ী বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর তৃতীয় পুত্র। জগদানন্দ রায় হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। তৎকালে দত্তক পুত্র দান বা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলপাত হইত। রাজা রামকান্তকে নাটোরের রাজার দত্তক পুত্র দেওয়ায় কুলীনেরা রসিক রায়কে কুলীন সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা রামজীবন কুলজ্ঞ ও কুলীনদিগকে নাটোরে আনাইয়া অধ্যাপক-দিগের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ও কুলজ্ঞ মধ্যস্থ রাখিয়া রসিক রায়ের সহিত নিরাবিলের পটীর কুলীনগণের পাল্‌টা পাল্‌টি করণ করাইয়া রসিক রায়ের কুলরক্ষা করেন। এই সময় হইতে নিরাবিল পটীর দুই থাক হয়। এক্ষণে দত্তক পুত্র গ্রহণে আর কুলপাত হয় না এবং কুলীন-দিগেরও দুই থাকে কোন বাঁধাবাঁধি নাই। রাজা রামকান্তের পত্নীই সুপ্রসিদ্ধা ও প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী।

রামকান্ত

বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতানী গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর ঔরসে ও জয়দুর্গার গর্ভে রাণী ভবানীর জন্ম হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার সহিত রাজা রামকান্তের বিবাহ হয়। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। বিষয় বুদ্ধি তাঁহার অত্যন্ত প্রখর ছিল। রাজা রামকান্ত স্বীয় বুদ্ধিদোষে বৃদ্ধমন্ত্রী দয়ারামের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বিষয় হারান ও অবশেষে জগৎ শেঠের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দয়ারাম রামকান্তের অনুতাপ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া নবাব সরকার হইতে নানা কৌশলে রামকান্তের নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করেন।

রাণী ভবানী

রাণী ভবানীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কিন্তু পুত্র দুইটী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাঙ্গলা ১১৫৩ সালে (ইংরাজী ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) রামকান্ত রাণী ভবানীকে দত্তক পুত্র লইবার অনুমতি দিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার পর রাণী ভবানীই রাজসাহী জেলার একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন। রাজসাহী জেলার খাজুরা গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত রাণী ভবানীর কন্যা তারার বিবাহ হয়। বিবাহের পর রাণী ভবানী জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন, কিন্তু বাঙ্গলা ১১৫৮ সালে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। তখন রাণী ভবানী আবার স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানীর রাজ্য এত বিশাল ছিল যে তাহা হইতে দেড় কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। ইহার মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে কর স্বরূপ প্রদত্ত হইত। এত বড় বিশাল রাজত্ব পরিচালনা করিতেন বলিয়াই তিনি "অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী" নামে খ্যাত হন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি সমগ্র বঙ্গের রাজনৈতিকগণের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন।

রাজনৈতিক জীবন

জীবন যাপন প্রণালী

অল্প বয়সে বিধবা হইয়া রাণী ভবানী কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গাত্রোত্থান করিতেন। জপ সাঙ্গ করিয়া অর্দ্ধ দণ্ড রাত্রি থাকিতে তিনি স্বহস্তে পূজার ফুল তুলিবার জন্ত পুষ্পোত্থানে যাইতেন। ভৃত্যেরা মশাল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইত। ফুল তুলিয়া তিনি গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বেলা দুই দণ্ড পর্য্যন্ত তিনি জপ, গঙ্গা পূজা ও শিবপূজা করিতেন। তারপর অনেকগুলি দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গৃহে আসিতেন। গৃহে আসিয়া পুরাণপাঠ শ্রবণ ও ইষ্ট পূজা করিতে বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। আহ্নিকাদি করার পর তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া দশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। পরে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বেলা আড়াই প্রহরের সময় নিজে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। আহারের পর দেওয়ান দপ্তরে আসিয়া কুশাসনে বসিয়া তিনি কর্ম্মচারীদিগকে বিষয় কর্ম্মের আজ্ঞা দিতেন। তখন তাঁহারা রাণীর আদেশ লিখিয়া লইতেন। অপরাহ্নে রাণী আবার পুরাণ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পাঠশ্রবণ শেষ হইলে কর্ম্মচারীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া আজ্ঞাপত্রে তাঁহার সহি লইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে তিনি গঙ্গায় যাইয়া ঘৃতপ্রদীপ ভাসাইতেন। সন্ধ্যার পর চারি দণ্ড মালা জপ করিতেন। তৎপরে কিছু জলযোগ করিয়া আবার দেওয়ান দপ্তরে আসিয়া বসিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় তিনি প্রজাদের আবেদন নিবেদন শ্রবণ করিতেন। অবশেষে পরিবারস্থ সকলের খোঁজ খবর লইয়া তিনি রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিশ্রাম করিতে যাইতেন। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া রাণী ভবানী তাঁহার বিশাল রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন।

রাণী ভবানীর দান

রাণী ভবানীর দানের কথা বাঙ্গলা দেশে প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত। তিনি অসংখ্য দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করাইয়া ও সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্ন দান করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার মাতা জয়দুর্গার স্মৃতিরক্ষার্থ ছাতানী গ্রামে তিনি এক স্বর্ণময়ী জয়দুর্গা মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। "মাতৃভক্তির সঙ্গে দেবভক্তির এইরূপ অনন্যসাধারণ সুমধুর সমাবেশ যে দেবমন্দিরকে জগদ্ব্যাপী বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল, তাহা এখন ধূলিবিলুণ্ঠিত। কিন্তু জয়দুর্গা এখনও রাণী ভবানীর প্রশংসনীয় ব্যবস্থায় সেবাপূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন।" কাশীতে তাঁহার কীর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ১৩০৪ সালের "সাহিত্য" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌবাচ্চাতে আট মন ছোলা ভিজান যাইত, তাহা অনাহূত যে সকল লোক আগত হইত তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য ২৫ মণ তণ্ডুল বিতরণ হইত। কাশীধামে তিনি প্রায় শত দেবমন্দির, অতিথিশালা ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানী এই সকল সেবাপূজার জন্য যে অর্থ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি নাটোরে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামরায়ের সেবা এখনও মুর্শিদাবাদ প্রদেশে সর্ব্বজনপরিচিত।"

বিদ্যাশিক্ষায়ও তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। রাজসাহীর অনেক চতুষ্পাঠী মহারাণীর সাহায্যে স্থাপিত হয়।

রাণী ভবানী তাঁহার বাল-বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে পুনরায় বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে বিফলমনোরথ হয়েন বলিয়া কথিত আছে। সাতাত্তরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজাদের দুঃখ নিবারণ করিয়াছিলেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আটগ্রামের রায়বংশসম্ভূত রামকৃষ্ণকে রাণী ভবানী দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করেন।

তাঁহার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের সাধনার কথা ইতিহাসবিখ্যাত। দশশালা বন্দোবস্তের কবুলিয়তে মহারাজ রামকৃষ্ণ "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর" নামে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি যে এইরূপ উপাধির অধিকারী ছিলেন ইংরাজ দপ্তরে এইরূপে তাহার প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ বিরাট ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও মাতৃসাধনা করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। ইহাদের সময় হইতেই রাজবংশ ছোট তরফ ও বড় তরফে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মহারাজ বিশ্বনাথ পুর্ব্বে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী মহারাণী জয়মণি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন অপেক্ষা স্বামিত্যাগ বরণীয় মনে করিয়া তিনি শ্বশুরদত্ত সম্পত্তি মাত্র লইয়া সমস্ত রাজসম্পদ তুচ্ছ করিয়া মুর্শিদাবাদ জিলায় বড়নগরে গঙ্গাবাসে চলিয়া যান। তখন বিশ্বনাথ কৃষ্ণমণিকে বিবাহ করেন। বিশ্বনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণমণিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। মহারাণী কৃষ্ণমণি গোবিন্দচন্দ্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রেরও কোন পুত্র সন্তান্ হয় নাই। তাঁহার পত্নী রাণী শিবেশ্বরীর পোষ্যপুত্র গ্রহণ লইয়া নাটোর ছোট তরফ ও বড় তরফের মধ্যে মহাবিরোধ বাধে। ক্রমে এমন হয় যে পোষ্য পুত্র অসিদ্ধ হইবার আশঙ্কা ঘটে। কিন্তু অবশেষে পোষ্য পুত্র গোবিন্দনাথের দাবী ইংরাজ আদালতে গ্রাহ্য হয়। গোবিন্দনাথের দুইটী কন্যা হয়, সুতরাং তিনি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের অকালে ইহলোক-পরিত্যাগে বাঙ্গলার আপামরসাধারণ সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অমায়িক, পরোপকারী, বিদ্বান, ও সুলেখক ছিলেন। ক্রিকেট খেলায় ও সঙ্গীতেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঔরস পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে বড় তরফের মহারাজ। ছোট তরফের রাজা শিবনাথ রাজা আনন্দনাথকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজা আনন্দনাথের চারি পুত্র—রাজা তারকনাথ, রাজা কুমুদনাথ, রাজা নগেন্দ্রনাথ ও রাজা যোগেন্দ্রনাথ। রাজা যোগেন্দ্রনাথ পরোপকারী সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতীন্দ্রনাথ এখন ছোট তরফের রাজা।

ছোট তরফ ও বড় তরফ

আঙ্গোরার মৈত্রকুল

নাটোর-রাজবংশাবলী

- ৬ শূলপাণি মৈত্র (সাতটা)*
  - ৭ কেশব (আঙ্গোরা)
    - ৮ উদ্ধব বা উধাই
      - ৯ শঙ্কর পাইন
        - ১০ বাসুদেব
        - জীবধর বা জীবড় ওঝা
          - ১১ শ্রীনিবাস
            - ১ম পক্ষে
              - ১২ রামশরণ
              - ধূর্জটী
              - শিব
              - দিবাকর
                - ১৩ ভবানন্দ
                  - ১৪ কৃষ্ণানন্দ
                    - ১৫ মধুসূদন মিশ্র
                    - নয়নানন্দ আচার্য্য
                      - ১৬ মথুরানাথ ভৌমিক
                      - রাতনাথ
                      - কামদেব সরকার
                        - ১৭ রাজা রামজীবন
                          - ১৮ কালিকাপ্রসাদ (কালু কোঙর)
                          - রাজা রামকান্ত (পোষ্য পুত্র) (পত্নী রাণী ভবানী কন্যা তারাদেবী)
                            - ১৯ রাজা রামকৃষ্ণ (পোষ্যপুত্র) (মহারাণী ভবানী কর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণ)
                        - রাজা রঘুনন্দন
                          - ভবানীপ্রসাদ
                        - বিষ্ণুরাম রায়
                      - ভোলানাথ
                      - অভিরাম
                        - ১ম পক্ষে রামনারায়ণ রায় চৌধুরী
                        - ২য় পক্ষে মহাদেব
                          - শিবদেব
                          - হরিদেব
                            - ভবানীপ্রসাদ
                            - রামপ্রসাদ
                            - রামকৃষ্ণ
                  - গোপাল
            - ২য় পক্ষে
              - শ্রীক্ষেত্র
              - পুরন্দর

---

* ইঁহার ঊর্দ্ধতন বংশলতা এই পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

রাজা রামকৃষ্ণ

২০ রাজা বিশ্বনাথ
৩ স্ত্রী
১ম পত্নী রাণী কৃষ্ণমণি (বড়তরফ)
২১ রাজাগোবিন্দচন্দ্র (পোষ্যপুত্র)
পত্নী রাণী শিবেশ্বরী
২২ রাজা গোবিন্দনাথ (পোষ্যপুত্র)
২৩ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ (পোষ্যপুত্র)
২৪ মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ

২০ রাজ শিবনাথ (ছোট তরফ)
২১ রাজা আনন্দনাথ (পোষ্যপুত্র)

২২ রাজা তারকনাথ নিঃসন্তান
রাজা কুমুদনাথ নিঃসন্তান
রাজা নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান
রাজা যোগেন্দ্রনাথ
২৩ রাজা জ্যোতীন্দ্রনাথ

আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের বংশ-বিবরণ

এই বংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কাশ্যপ গোত্রীয় মণ্ডলজানীর মৈত্র নামে খ্যাত। ইহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমেশ্বরী-তলাতে ছিল। পরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। এক বংশ অদ্যাপি শ্রীধামে বাস করিয়া ৺আগমেশ্বরী দেবীকে যথারীতি অর্চ্চনাদি করিয়া আসিতেছেন। উক্ত বংশের ধর্ম্মদাস মৈত্র মহাশয় অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান আছেন।

পাঠান রাজত্বকালে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রপীড়নে যখন বিশুদ্ধ শাক্ত ধর্ম্ম লোপ হইবার উপক্রম, তখন এই মহাপুরুষ তান্ত্রিক দীক্ষা প্রদানে আব্রাহ্মণচণ্ডালকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এখনও যে গ্রামে গ্রামে বারোয়ারী কালী পূজা দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণানন্দের বর্ণাশ্রম-সম্মেলনের ফল।

কৃষ্ণানন্দ, শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে একই গুরুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কৃষ্ণানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথমে হরিহর আত্মা ছিল। যৎকালে শ্রীচৈতন্য সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে আকৃষ্ট হন, তদবধি দুই জনের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। কৃষ্ণানন্দ গৌরকে সখীভাবে ভজনা করিতে নিষেধ করিয়া অপমানিত হন এবং সেই সময় হইতে দুইজনে পৃথক্ ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। কৃষ্ণানন্দ শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া কালীমূর্ত্তির স্বরূপ প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে ঘটে কালিকা দেবীর আরাধনা হইত। এখনও আগমেশ্বরী মন্দিরে (নবদ্বীপে) কৃষ্ণানন্দ স্থাপিত ঘট বর্ত্তমান আছে এবং বহু শাক্ত তথায় মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া ধন্য হইতেছেন।

কৃষ্ণানন্দ ও সহস্রাক্ষ দুই ভাই ; কৃষ্ণানন্দ শাক্ত ও সহস্রাক্ষ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন

উভয়ের পৃথক ধর্ম্মমত জন্য বোধ হয় প্রথমে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। এরূপ প্রবাদ আছে—

কৃষ্ণানন্দ আগমেশ্বরী দেবীর ভোগের জন্য স্বীয় উদ্যানে উৎকৃষ্ট রম্ভা উৎপন্ন করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে উহা সহস্রাক্ষ তাঁহার ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করেন। ইহাতে কৃষ্ণানন্দ মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হন, কিন্তু প্রকাশ্যে ভ্রাতাকে কিছু বলেন না।

কৃষ্ণানন্দ প্রতিরাত্রে স্বহস্তে মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন দিতেন। একদিন এইরূপ পূজায় বসিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই আর পূজা শেষ হয় না। ভোগ নিবেদন করেন, বোধ হয় 'মা' যেন বিমুখ হইয়া আর ভোগ গ্রহণ করেন না। কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে ধারণায় পুনরায় ধ্যানযোগে মাকে আবাহন করেন। এদিকে ভ্রাতার পূজার বিলম্ব দেখিয়া সহস্রাক্ষ কারণানুসন্ধানে আসিয়া দেখেন আদ্যাশক্তিস্বরূপিনী মা তাঁহার (সহস্রাক্ষের) ইষ্টদেব গোপালকে কোলে লইয়া সেই কদলী ভক্ষণ করাইতেছেন। কৃষ্ণানন্দও এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত; তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তদবধি উভয়ের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য পুনঃ স্থাপিত হয়।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ "তন্ত্রসার" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল আলোচনা হইত, কিন্তু তন্ত্রের সকল ক্রিয়া এক সঙ্গে পাওয়া যায় এমন কোন গ্রন্থ ছিল না। আগমবাগীশ নানা তন্ত্র আলোচনা করিয়া তন্ত্রসার প্রণয়ন করেন। ইহাতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে, তৎকালে আদ্যাশক্তির কোনরূপ মূর্ত্তি না থাকায় তিনি আগমবাগীশকে স্বপ্নে আদেশ করেন 'তুমি আমার মূর্ত্তি প্রকাশিত কর।' কৃষ্ণানন্দ "কিরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ করিব?" জিজ্ঞাসা করায় আদ্যাশক্তি প্রত্যুত্তরে বলেন "তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রথমে যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।" কৃষ্ণানন্দ প্রভাতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সম্মুখে এক নবযৌবনদীপ্তা ঘনমেঘবরণা গোপরমণী, বাম হস্তে গোময়পিণ্ড, দক্ষিণ হস্ত উক্ত পিণ্ড প্রাচীরে লেপন করিবার জন্য উর্দ্ধে উত্তোলিত, দক্ষিণ পদ সম্মুখে ন্যস্ত, বামপদ পশ্চাতে। গোপরমণী অকস্মাৎ কৃষ্ণানন্দকে দেখিয়া লজ্জায় জিহ্বা বাহির করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণানন্দ ইহাই আদ্যাশক্তির রূপ বলিয়া জানিলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাজলের পাত্রে করিয়া কিছু গঙ্গামৃত্তিকা আনিয়া প্রতিদিন দক্ষিণাকালীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গোপনে রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহরের সময় পূজা করিতেন এবং অতি প্রত্যূষে সর্ব্বলোকচক্ষুর অন্তরালে বিসর্জ্জন দিয়া আসিতেন। একদিন কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে কৃষ্ণানন্দ মায়ের ঐরূপ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিতেছিলেন এবং সিদ্ধপুরুষ জটিয়া বাহু অতি গোপনে পূজাস্থলে আসিয়া কৃষ্ণানন্দের অজ্ঞাতে তাঁহার পূজা অবলোকন করিতেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ প্রথমে ভোগ নিবেদন করিলেন, তাহার পর পায়সান্ন নিবেদনের অব্যবহিত পরেই পানীয় প্রদান করিলেন। ইহাতে জটিয়া বাহু আর গুপ্তভাবে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"মায়ের পায়সান্ন আহার হয় নাই, উহা নির্ম্মাল্যের ভিতর পড়িয়াছে, আপনি পায়স নিবেদনের পরেই পানীয় নিবেদন করিয়াছেন।" কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন সত্য সত্যই নির্ম্মাল্যের ভিতরে পায়সান্ন রহিয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণানন্দ জটীয়া যাদুকে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং দুই জন একত্রে দেবীর পূজানুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে, জটীয়া যাদুর কন্যার সহিত কৃষ্ণানন্দের পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। অদ্যাবধি দীপান্বিতা পূজার দিন জটীয়া যাদুর বংশধরেরা দেবীর পূজা করিয়া ভোগাদি দিয়া থাকেন। কৃষ্ণানন্দ গোপনে দক্ষিণাকালী পূজা করিয়া প্রত্যূষে যখন তিনি উহা বিসর্জ্জন দিতে যান তখন একদিন কাজি উহা দেখিতে পায়। ঐ ব্যক্তি নবদ্বীপে ভূম্যধিকারীর নিকটে গিয়া উহা জ্ঞাপন করে। তিনি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় উক্ত সংবাদদাতা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে এবং পূজাস্থানে গোপনে অবস্থান করে। কৃষ্ণানন্দ প্রত্যূষে যখন মূর্ত্তিহস্তে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, তখন ভূম্যধিকারী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণানন্দ এক হস্ত দ্বারা আশীর্ব্বাদ করায় ভূস্বামী বলিলেন, 'দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিবার নিয়ম আছে,আপনি দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করুন।' কৃষ্ণানন্দ তাহাই করিলেন এবং এই সুযোগে ভূস্বামী আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি দেখিয়া উহা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণানন্দ সংক্ষেপে তাঁহার স্বপ্নবিবরণ এবং তন্ত্রের সার-সঙ্কলনের কথা বলিলেন। রাজা এবং পণ্ডিতমণ্ডলী সভা করিয়া তাঁহাকে আগমবাগীশ উপাধি দিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিলেন 'তন্ত্রসার'। রাজা বলিলেন "আপনি যে মূর্ত্তি ক্ষুদ্রাকারে পূজা করিয়াছেন আমি তাহাই বৃহদাকারে পূজা করিব।" সেই সময় হইতে কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে। কৃষ্ণানন্দ যে স্থানে পূজা করিতেন, সে স্থানের নাম রাখা হইল আগমেশ্বরীতলা এবং প্রতিমার নাম হইল আগমেশ্বরী। দেবীর মন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সকলেই আগমেশ্বরীতলা সিদ্ধস্থান বলিয়া জানে। মেদিনীপুর জেলার দোরপরগণার ভূম্যধিকারী আগমেশ্বরীর সেবা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১০০ শত বিঘা লাখরাজ দান করেন।

সহস্রাক্ষের বংশধরগণ এখনও নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহারই বংশধর ছিলেন। এই বংশের অন্য এক শাখা (শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) বর্ত্তমানে পাবনা জেলায় তাড়াশ গ্রামে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দের পৌত্র মধুসূদন আচার্য্যকে সাঁতৈলের (রাজসাহী) রাজা শিখাই সান্যাল তাঁহার রাজ্যে ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করান। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এই স্থানে (হরিপুর) বাস করিয়া আসিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দের উত্তর পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ, রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার, রামলোচন বিদ্যাভূষণ ও রাধারমণ বিদ্যারত্ন প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কয়েক জনই তান্ত্রিক সাধক এবং শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। প্রত্যেকেই স্বগৃহে বহু বিদ্যার্থী ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

কৃষ্ণমঙ্গল বড়ল নদীর তীরবর্ত্তী দশপাকিয়া নামক স্থানে সাধনা করিতেন। ঐ স্থান তাঁহার গৃহ হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও সেই সাধনক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। কালের করাল স্রোতে তাহা ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কোন সাধু পুরুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় পুনরায় তাহা অরণ্যবিমুক্ত হইয়া মনোরম আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তৎরচিত "প্রাণতোষিণী" তন্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও তন্ত্রের গভীর গবেষণার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতায় হাতীবাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেন। খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস নামক বিশিষ্ট ধনীর অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় এই বিশ্বাস-বংশকে তৎপ্রণীত গ্রন্থে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থের গুরুশিষ্য লক্ষণে তিনি লিখিয়াছেন "আমার অত্যতিবৃদ্ধপিতামহের তন্ত্রসারে এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।" এবং আত্মপরিচয় প্রদানকালে তিনি বলিয়াছেন "আমি সাতু আচার্য্যের পৌত্র এবং কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র।"

রামতোষণের ভ্রাতা রামলোভনও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কথিত আছে, বলিহারের (রাজসাহী) কোন রাজপুত্রের সৌন্দর্য্যহীনতার জন্য বিবাহে বিঘ্ন ঘটায় রামলোভন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ার জন্য রাজধানীতে আহূত হন। রামলোভন তান্ত্রিক যজ্ঞান্তে যজ্ঞাবশিষ্ট ভস্ম দ্বারা রাজপুত্রের ললাটে একটী তিলক প্রদান করেন। তিলক যতদিন স্থায়ী থাকিবে ততদিন রাজপুত্রকে অসীম কান্তিমান্ পুরুষ দেখাইবে। এই ক্রিয়ার অত্যাশ্চর্য্য ফলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিহার-রাজ রামলোভনকে রংপুর জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নামক মৌজাখানি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। এখনও সেই ব্রহ্মোত্তর তাঁহার ওয়ারিশগণ ভোগ করিতেছেন।

রামলোভনের পুত্র গুরুপ্রসাদ একজন জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অতিথিপরায়ণ অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও পিতাপিতামহের ন্যায় বহু বিদ্যার্থী ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যা দান করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র পণ্ডিত রামরমণ বিদ্যারত্নের অনেক সাহায্য পাইতেন। রামরমণ বলিহার-রাজের সভা-পণ্ডিত ছিলেন এবং তথা হইতে ভ্রাতাকে অর্থানুকূল্য করিতেন। বলিহার রাজধানী হইতে লিখিত পত্রে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুরুপ্রসাদের পুত্র সারদাপ্রসাদও পিতৃনাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিও নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নিজব্যয়ে বিদ্যার্থীকে সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ও স্মৃতি শিক্ষা দিতেন। সারদাপ্রসাদের একটী মহৎ গুণ ছিল যাহা এখনকার দিনে কচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার গৃহে যে সংখ্যক অতিথি যে সময়েই আসুক না কেন তিনি কখনও তাহাদিগকে বিমুখ করিতেন না। অনেক সময় এমন হইত যে বাড়ীর পুরুষদিগের আহার শেষ হইয়াছে, ৩।৪টী অতিথি আসিয়া উপস্থিত। গৃহিণীরা তাঁহাদের ভোজ্য অন্ন অতিথিকে দিয়া নিজেরা চিড়ামুড়ী খাইয়া দিন কাটাইলেন।

মণ্ডলজানী মৈত্র আগমবাগীশের বংশ।

- ১২ মানাই
  - শ্রীপতি
  - ১৩ শ্রীরাম (শ্রীকণ্ঠ)
    - ১৪ নীলাম্বর
      - কল্যাণ আচার্য্য
        - মাধব আং
          - দুর্গাদাস আং
          - জিতামিশ্র আং
            - রঘুনন্দন আং
        - অনন্ত আং
        - মহেশ আং
          - কৃষ্ণানন্দ আং
            - কাশীনাথ
              - রূপাই
              - গৌরী
              - চণ্ডীদাস
              - ত্রিপুরাদাস
            - মথুরানাথ
              - রামচন্দ্র
            - হরিনাথ
              - গোপাল পঞ্চানন
                - নারায়ণ
              - প্রাণবল্লভ
                - যদু
                - ভবদেব
              - শ্যামসুন্দর
                - বামদেব
              - মধুসূদন
                - আনন্দরাম
                  - সাতু আং
                    - কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ
                      - রামলোচন ভঃ
                        - রাজীবলোচন ভঃ
                          - ভবানীদাস ভঃ
                      - রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার
                        - রামরমণ বিদ্যারত্ন
                      - রামলোভন বিদ্যাভূষণ
                        - গুরুপ্রসাদ ভঃ
                          - শারদাপ্রসাদ ভঃ
                            - গঙ্গাপ্রসাদ বাচস্পতি
                              - দেবীপ্রসাদ
                              - রমাপ্রসাদ
                            - শিবপ্রসাদ ভঃ
                      - রামশোভন ভঃ
                    - রুদ্ররাম
                    - হরি
                    - কৃষ্ণশরণ
                    - কৃষ্ণচন্দ্র
                      - রতিকান্ত
                        - রামকৃষ্ণ
                      - রামনিধি
                        - রূপচন্দ্র
                  - সনাতন
                - পরশুরাম
                - জয়নারায়ণ (বসত বিশা)
            - বিশ্বনাথ
          - সহস্রাক্ষ (লখাই)
        - কেশব আং
  - লক্ষ্মীধর

তালন্দ গ্রামের মৈত্র জমিদার বংশ।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হাপানিয়া গ্রামে প্রীতিকৃষ্ণের বাস ছিল। ইহার পুত্র ব্রজকিশোর মৈত্র তালন্দ গ্রামে বিবাহ করিয়া তালন্দবাসী হইয়াছিলেন।

ব্রজকিশোর মৈত্রের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ মৈত্র। তৎপুত্র প্রসিদ্ধ আনন্দমোহন মৈত্র মহাশয় স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রায় ৮০ হাজার টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ৯০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ৺বৃন্দাবনধামে পৈত্রিক বিগ্রহ ৺রাধামাধব জিউ ঠাকুরকে স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রীমন্দির "মৈত্রের কুঞ্জ" নামে খ্যাত। এখানে বার্ষিক ছয় হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া থাকে। বাড়ীতে ৺মদনমোহন দেব বিগ্রহ ঠাকুরের সেবা আছে।

আনন্দমোহন অত্যন্ত অতিথিপ্রিয় ছিলেন। যত অতিথিই আসুক না কেন, তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি ললিতমোহনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সম্পত্তির সদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। অতিথিসেবা, দেবসেবা ইত্যাদি রীতিমত ঠিক রাখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গোস্বামী মহাশয়গণ ইহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় পাইয়া ইহাকে "মোহান্ত মহারাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ললিতমোহন অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রমোহন এম্ এ ও বি-এল পাশ। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ গোপীকুলমোহন স্কুলে পড়িতেছেন।

তালন্দার মৈত্র বংশ।

আদিপুরুষ সুষেণ

৭ নরসিংহ (ঊর্দ্ধতন পুরুষ ২০ পৃষ্ঠায়)

৮ সুকি (মধ্যগ্রাম) | বুকি (খাগজানা গ্রাম) | মনোহর (বাউনিয়া গ্রাম) | হবী | তপস্বী (মণ্ডলজানি গ্রাম) | হিঙ্গাই | লেঙ্গট (বালিয়াথৈ গ্রাম)

৯ মধুরাই | উৎসাহ কর

১০ রক্ষিতাই (মধ্যগ্রাম) | আনন্দাই (গুড়নই) | নন্দাই (গাঙ্গৈল) | গদাই (বাগসর) | মাধাই (মাটীকোপা) | অপর পক্ষে: আনন্নাই | অর্জ্জুনাই (সমাজ লাড়ুয়া)

১১ লক্ষ্মীধর | ধরাধর (চামারী সমাজ) | বারকড়ি | বলাই | কৃষ্ণাই

১২ দিবাই | বিভাই (বামুলীয়া সমাজ) | বিষ্ণুদাস

১২ বিভাই পুত্র ১৩ শূলপাণি, তৎপুত্র ১৪ সুন্দর, তৎপুত্র ১৫ দিবাই, তৎপুত্র জয়রাম,

১৬ জয়রাম

১৭ গোপীকান্ত　　১৭ (পক্ষে) রতিকান্ত

১৮ গৌরীকান্ত　　কমলাকান্ত

১৯ রামচন্দ্র　রামেশ্বর　রামবল্লভ　কৃষ্ণদেব　শিবরাম　কানুরাম

১৮ শ্রীকৃষ্ণ　রামকৃষ্ণ　কৃষ্ণচরণ　কৃষ্ণবল্লভ　কৃষ্ণমঙ্গল

১৯ কৃষ্ণজীবন　কৃষ্ণধন　শ্যামমোহন　(পক্ষে) কালু

১৯ জয়কৃষ্ণ　প্রাণকৃষ্ণ　কৃষ্ণপ্রসাদ　জগচ্চন্দ্র

ছক্কু

চাঁদ　দোকড়ি

২০ প্রীতিকৃষ্ণ　কৃষ্ণবল্লভ　কৃষ্ণমোহন

২১ ব্রজকিশোর　নন্দকিশোর
(স্ত্রী ব্রজকিশোরী)
[তালন্দে প্রথম বাস]

২২ কন্যা হরিপ্রিয়া (স্বামী কালীশঙ্কর লাহিড়ী)　গৌরকিশোর (স্ত্রী মহামায়া)　শ্যামকিশোর (স্ত্রী অন্নপূর্ণা ও গৌরমণি)　প্রাণকিশোর (স্ত্রী অন্নপূর্ণা)

২৩ কন্যা হরিপ্রিয়া (স্বামী কালীশঙ্কর লাহিড়ী)　বামুমণি　অমলা　বিমলা　হারাধন* (স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী)

হরিমোহন (দত্তক)

২৩ গোবিন্দচন্দ্র　ভৈরবচন্দ্র　কৃষ্ণচন্দ্র

* হারাধন তালন্দে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী৺লালজিউ বিগ্রহ ঠাকুর সেবার জন্য সম্পত্তি অর্পণ করেন।

২২ গৌরকিশোর

২৩ কৃষ্ণগোবিন্দ* (স্ত্রী রাজেশ্বরী) | গুরুগোবিন্দ* (স্ত্রী অপর্ণাদেবী) | জয়গোবিন্দ (স্ত্রী রাজসুন্দরী) | জগৎনারায়ণ | রাধাগোবিন্দ (স্ত্রী রামসুন্দরী)

২৪ হরিশ্চন্দ্র (স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী) | আনন্দমোহন† (স্ত্রী ব্রহ্মময়ী হরসুন্দরী বামাসুন্দরী) | গোবিন্দমোহন† | চন্দ্রমোহন | কন্যা গঙ্গাময়ী, (স্বামী রামসুন্দর সান্যাল)

কন্যা গোবিন্দমণি (স্বামী মধুসূদন বাগছী) | প্যারীমোহন | গোপীমোহন (দত্তক) | ললিতমোহন‡ (মহন্ত মহারাজ)

ব্রজেন্দ্রমোহন | গোপীকুলমোহন

রাধিকামোহন | গোপিনীমোহন

গিরিশচন্দ্র | ২৫ শশিরেখা (স্বামী গোবিন্দসুন্দর সান্যাল)

কন্যা কৃষ্ণকামিনী | ২৬ কিশোরীমোহন

কৃষ্ণচন্দ্র

২৪ গোবিন্দমোহন

৩৫ কৃষ্ণমতি (কন্যা) (স্বামী হরিনাথ সান্যাল) | মুরারিমোহন (দত্তক) | কুঞ্জমোহন (দত্তক)

২৬ হিরণ্ময়ী অবনীমোহন ধরণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, দ্বিজেন্দ্রমোহন মণীন্দ্রমোহন গোপাল

---

* কৃষ্ণগোবিন্দ সম্পত্তি খরিদ, কারবার ও অতিথি সৎকার দ্বারা সাধারণে পরিচিত হন। গুরুগোবিন্দের স্ত্রী অপর্ণা দেবী তালন্দে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও শ্রীশ্রী৺অপর্ণেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন

† আনন্দমোহন ও গোবিন্দমোহন বৃন্দাবন রাধাবাগে শ্রীশ্রী৺রাধামাধব জীউ বিগ্রহ স্থাপন করেন। অতিথিসেবা, দেবসেবা ও সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। আনন্দমোহন তালন্দ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউ বিগ্রহ ঠাকুরকে বিপুল সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন।

‡ ললিতমোহন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, 'মহন্ত মহারাজ' বলিয়া সকলে সম্মান করিতেন। তালন্দায় তাঁহার বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান। ললিতমোহন ব্রজেন্দ্রমোহন চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, ললিতমোহন লাইব্রেরী, ব্রহ্মময়ী বোর্ডিং ও শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

২৫ ললিতমোহন
(স্ত্রী বল্লভপুরের মুরলীমোহন গোস্বামীর কন্যা বিনোদিনী)

- ব্রজেন্দ্রমোহন (স্ত্রী বীণাপাণি দেবী পিঃ প্যারীমোহন রায় পান্সীপাড়া)
- গোপীকুলমোহন (স্ত্রী রেণুকণা দেবী)
- কন্যা কৃষ্ণমোহিনী (স্বামী সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল বি,এল, সাং তালন্দ)
- কৃষ্ণরঙ্গিণী
- কৃষ্ণঅঙ্গিণী
- কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
- কৃষ্ণউন্মাদিনী

১৯ কৃষ্ণজীবন

- ২০ কৃষ্ণমোহন
  - ২১ কৃষ্ণধন
    - ২২ কিশোরকৃষ্ণ
      - ২৩ কৃষ্ণরতন
  - রামধন
- শ্যামমোহন
  - ২১ কৃষ্ণহরি
    - ২২ গগনচন্দ্র
    - গঙ্গাধর
  - কৃষ্ণশরণ
    - ২২ গুরুপ্রসাদ
      - ২৩ রুদ্রকৃষ্ণ
        - রাধানাথ
          - নীলমণি
            - সুরেন্দ্রনাথ
            - গোপীবল্লভ
            - হরিবল্লভ
      - কৃষ্ণগোবিন্দ
    - কৃষ্ণকেশব
      - ২৩ কৃষ্ণকমল
      - কৃষ্ণকুমার
      - জয়কৃষ্ণ
        - জগচ্চন্দ্র
      - সুন্দরকৃষ্ণ
        - কৃষ্ণলাল
      - গোলকচন্দ্র
        - বিহারীলাল
    - কৃষ্ণলোচন
    - নন্দদুলাল
      - চন্দ্রনাথ
  - কৃষ্ণবিনোদ
  - কৃষ্ণকিশোর
    - রাজকৃষ্ণ
    - জীবনকৃষ্ণ
- (পক্ষে) কালুমৈত্র
  - রাজকিশোর

২২ গঙ্গাধর

- ২৩ ফকিরচন্দ্র
  - ২৪ দ্বারকানাথ
- বাউলচন্দ্র
  - জগবন্ধু

(বল্লালী কুলান) সতু মৈত্রের বংশীয় কৃষ্ণানন্দ পাতশার বংশ

৭ নরসিংহ

৮ মনোহর (বাউনে)

৯ আকাই বাকাই সানাই সর্ব্বাই নাড়াই নাথাই জগাই মুগাই গুরাই

১০ গোবিন্দাই

১১ নিতাই গতাই কেশাই রামনাই

১২ ছকড়ি ধিকাই তেকাই পাঁচুয়াই

শিবধর

নিধাই (ভরতাঘাত)

গদাই মঙ্গল

১৩ শ্রীনিবাস কোকাই জগাই সিধাই

১৪ যদু মাধব বিশ্বাস কমল নয়ান

১৫ ভবানন্দ

১৬ গৌরীকান্ত কমলাকান্ত রমাকান্ত

১৭ কৃষ্ণানন্দ পাতশা শিবানন্দ লস্কর

১০ আনন্দাই (গুড়নৈ)

১১ রাম পদ্মনাভ গঙ্গাধর চক্রপাণি ভীম শ্রীপতি নিধাই প্রিয়ঙ্কর দৈত্যারি

১২ বসুন্ধর মিশ্র আচার্য্য

১৩ সুরেশ সুবুদ্ধি রামভদ্র কাশী দণ্ডপাণি

১৪ জাদু

১৫ সহু (সন্ধ্যাঘাত)

মেড়তলার ভট্টাচার্য্য বংশ।

মেড়তলার ভট্টাচার্য্যবংশ পাণ্ডিত্য ও সাধনা বলে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পদ্মার দক্ষিণ পারের বারেন্দ্রসমাজে ইঁহাদের বিশেষ সম্মান আছে। ইঁহারা গুড়নৈর মৈত্র। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ রাজারাম তর্কবাগীশ ও কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

রাজারাম তর্কবাগীশ মহাশয় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন। যৌবনকালে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠসমাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপে একজন সন্ন্যাসী আসেন। তাঁহার সহিত সওয়াহস্ত পরিমিত একখানি কালীমূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তি লইয়া তিনি পোড়ামাতার মন্দিরে ভজন সাধন করিতেন। তিনি যোগবলে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারিতেন বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতেন। রাজারাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাসীও তাঁহার প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়া নির্জ্জনে রাজারামকে আগম ও নিগম শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

রাজারাম

তাঁহার শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হইল তখন সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি এক কাপের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ইহার পর সন্ন্যাসী নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন এবং রাজারামও নবদ্বীপের উত্তরপশ্চিমদিকে অবস্থিত মেড়তলা গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যাইবার সময় তাঁহার আরাধ্যামূর্ত্তি রাজারামকে দিয়া যান। রাজারাম প্রথমে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, পরে বাড়ীর অপরাংশ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত দেবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজারামের সাধনক্ষমতা দর্শন করিয়া অনেক ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে চুপিগ্রাম নিবাসী দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ ও বলিহারের রাজবংশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অনেক বৈদিককে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

রাজারামের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রবাদ যে একবার কালীশঙ্কর কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এক মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। মহারাজের পুত্র শিবচন্দ্র মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে গমন করিলে, নবাবনন্দিনী তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। নবাব তখন কন্যার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শিবচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। শিবচন্দ্র জাতিপাতের আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি পিতার অনুমতি লইবার ছলে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন

কালীশঙ্কর

জাতিনাশের বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় কালীশঙ্করের শরণাপন্ন হয়েন। কালীশঙ্করকে তিনি মারণ যজ্ঞ করিয়া নবাবনন্দিনীর প্রাণনাশ করিতে অনুরোধ করেন। কালীশঙ্কর প্রথমে এই দারুণ কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে মহারাজের জাতিরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মারণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইহার অতি অল্প দিনের মধ্যেই নবাবের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীশঙ্করের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবে সম্মানিত করেন।

কালক্রমে নবাবের নিকট কালীশঙ্করের মারণযজ্ঞের কথা পৌছিল। নবাব কালীশঙ্করকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবার জন্য ফৌজদারের উপর আদেশ দিলেন। কালীশঙ্কর কিছুকাল পলাতকভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া শেষে নবাব সরকারে আত্মসমর্পণ করিলেন। নবাব তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া নিষিদ্ধ মাংস খাওয়াইবার চেষ্টা করেন। নবাবের সম্মুখে থানা খাওয়াইবার জন্য তাঁহাকে আনা হইল, কিন্তু থানার উপরকার কাপড় সরাইয়া দেখা গেল যে, নিষিদ্ধ মাংসের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কয়েকটী শুভ্র পুষ্প রহিয়াছে। ইহার পর তাঁহাকে বিষপান করাইয়া কারাগারে রাখা হইল। যখন কারাগাররক্ষীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সৎকার করিতে যাইবে, তখন দেখিল যে কালীশঙ্কর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। নবাব এই খবর পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার অমানুষিক শক্তি দেখিয়া নবাব তাঁহাকে মুক্তি দেন ও কিছু ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি যবনের দান গ্রহণ করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হয়েন। পরে নবাবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পাটুলী হইতে কাটশালী পর্য্যন্ত গঙ্গার জলকর দান গ্রহণ করেন। আজও মেড়তলার ভট্টাচার্য্যগণ এই অধিকার ভোগ করিতেছেন।

কালীশঙ্করের অধস্তনেরা ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। এই বংশের

বর্ত্তমান অবস্থা।

কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধকপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। রামকুমারের পুত্র সারদাপ্রসাদ স্মৃতি ও তন্ত্রের অধ্যাপনা করেন। যদুনাথ ও সীতানাথও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক।

রাজারাম তর্কবাগীশের বংশ।

- ৯ মধুয়াই (মতুমৈত্র হইতে অধস্তন ৯ম পুরুষ)
  - রক্তাই
  - নন্দাই
  - গদাই
  - মাধাই
  - ১০ আনন্দাই
    - ১১ রাম
      - তেকাই
      - ১২ কানাই
        - ১৩ চাঁদাই
          - ১৪ শম্ভু
            - শঙ্কর তলাপাত্র
            - নন্দন ভট্টাচার্য্য
            - বল্লভ সরকার
            - অনন্ত
            - জীবাচার্য্য
            - জনার্দ্দন
            - দ্বিঃ পঃ সনাতন
            - ১৫ শ্রীগর্ভ
              - ১৬ শ্রীগর্ভ
                - ১৭ শ্রীধর চক্রবর্ত্তী
                  - রামভদ্র
                  - বলভদ্র
                  - ১৮ কাশীনাথ
                    - ১৯ কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী
                      - ২০ রাজারাম তর্কবাগীশ
                        - ২১ কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি
                        - ২১ দুর্গাশঙ্কর বিদ্যালঙ্কার
                          - রঘুনাথ সার্ব্বভৌম
                          - হরিনাথ
                          - ২২ কৃপানাথ
                            - ২৩ কৃষ্ণানন্দ
                              - ২৪ হরশঙ্কর
                              - শিবশঙ্কর
                          - রুদ্রনাথ
                          - অভয়ানাথ
                        - মাধবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
                      - সন্তোষ চক্রবর্ত্তী
                    - বাসুদেবতীর্থ
          - মুরারি
        - সুগ্রীব
        - বিদ্যানিধি
        - দ্বিঃ পঃ রুদ্র
        - সদাশিব
      - গোপাল
    - পদ্মনাভ
    - গঙ্গাধর
    - চক্রপাণি
    - দ্বিঃ পঃ ভীম
    - শ্রীপতি (ভূয়াগ্রাম)
  - দ্বিঃ পঃ আনাই
  - অর্জ্জুনাই

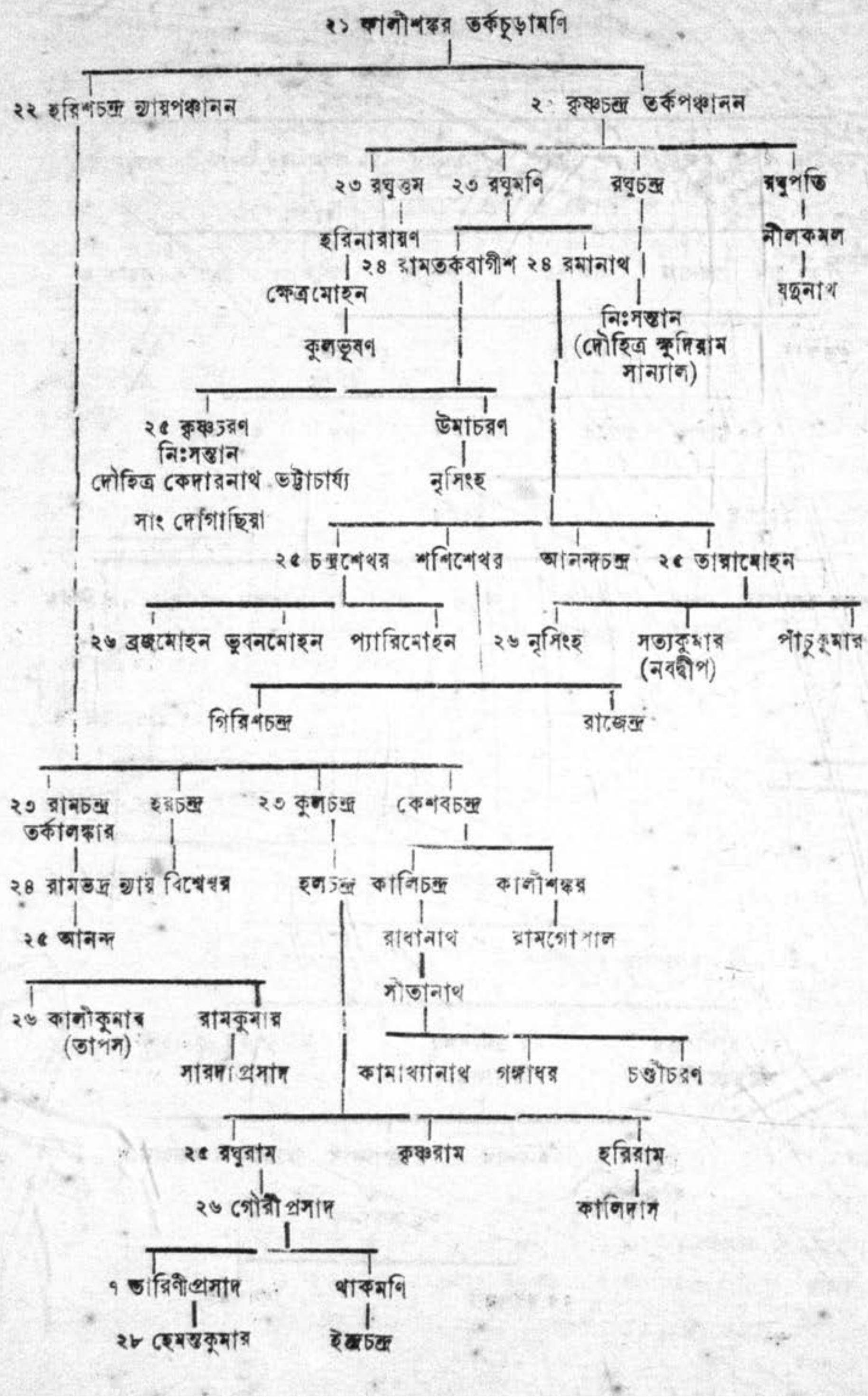
২১ কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি
২২ হরিশচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন
২২ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন
২৩ রঘুত্তম
২৩ রঘুমণি
রঘুচন্দ্র
রঘুপতি
হরিনারায়ণ
নীলকমল
২৪ রামতর্কবাগীশ
২৪ রমানাথ
যদুনাথ
ক্ষেত্রমোহন
নিঃসন্তান
(দৌহিত্র ক্ষুদিরাম
সান্যাল)
কুলভূষণ
২৫ কৃষ্ণচরণ
নিঃসন্তান
দৌহিত্র কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য
সাং দোগাছিয়া
উমাচরণ
নৃসিংহ
২৫ চন্দ্রশেখর
শশিশেখর
আনন্দচন্দ্র
২৫ তারামোহন
২৬ ব্রজমোহন
ভুবনমোহন
প্যারিমোহন
২৬ নৃসিংহ
সত্যকুমার
(নবদ্বীপ)
পাঁচুকুমার
গিরিশচন্দ্র
রাজেন্দ্র
২৩ রামচন্দ্র
তর্কালঙ্কার
হরচন্দ্র
২৩ কুলচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
২৪ রামভদ্র ন্যায়
বিশ্বেশ্বর
হলচন্দ্র
কালিচন্দ্র
কালীশঙ্কর
২৫ আনন্দ
রাধানাথ
রামগোপাল
সীতানাথ
২৬ কালীকুমার
(তাপস)
রামকুমার
সারদাপ্রসাদ
কামাখ্যানাথ
গঙ্গাধর
চণ্ডীচরণ
২৫ রঘুরাম
কৃষ্ণরাম
হরিরাম
২৬ গৌরীপ্রসাদ
কালিদাস
২৭ তারিণীপ্রসাদ
থাকমণি
২৮ হেমন্তকুমার
ইন্দ্রচন্দ্র

হরিপুরের (পাবনা) চৌধুরী-বংশ।

পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের চৌধুরীবংশের সর্ আশুতোষ, যোগেশচন্দ্র, প্রমথনাথ ও কুমুদনাথের প্রতিভার গৌরবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। সাহিত্য, রাজনীতি, ব্যবহারশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যায় ইঁহাদের কয়েক ভ্রাতা যেন দিক্‌পালস্বরূপ। ইঁহাদের বংশের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ইঁহারা বর্দ্ধিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বংশের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি নূতন নহে।

ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ সুষেণ আদিশূর কর্ত্তৃক কনোজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। ইঁহারা পূর্ব্বে মৈত্র গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া ইঁহাদের উপাধি ছিল মৈত্রেয়। সুষেণের দশম অধস্তন পুরুষ স্বর্ণরেখের নাম নেপালের দরবার লাইব্রেরীতে রক্ষিত চতুর্ভুজ নামক স্বর্ণরেখের বংশধর কর্ত্তৃক লিখিত হরিচরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণরেখের পৌত্র মতিরাই মৈত্রগ্রাম দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। মতিরাইয়ের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ শূল শাতটা গ্রামে গিয়া বাস করেন। ইনিই শাতটা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। শূলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব মৈত্র হইতে নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের, আর দ্বিতীয় পুত্র অম্বর ওঝা হইতে হরিপুরের চৌধুরী বংশের উদ্ভব। ওঝা শব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র। হরিপুরের চৌধুরীরা কাশ্যপ গোত্র ও মৈত্রগাঞি।

অম্বর ওঝার সপ্তম অধস্তন পুরুষ হৃষীকেশ মজুমদারের সময় হইতে চৌধুরীবংশ আপনাদের বংশবিবরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হৃষীকেশ মুসলমান সরকারে মজুমদারের কর্ম্ম করিয়া মজুমদার উপাধি পাইয়াছিলেন। হৃষীকেশের পুত্র হরি মৈত্র—তাঁহার নামেই বর্ত্তমান গ্রাম হরিপুরের নামকরণ হইয়াছে। হরিপুরে পূর্ব্বে নিয়োগীরা বাস করিতেন—তাঁহাদের বংশের এক কন্যাকে হরিমৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ বিবাহ করেন।

হরিমৈত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ভাল কীর্ত্তন করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হরিকীর্ত্তনীয়া বলিত। হরিপুর গ্রামে ও তাহার আশেপাশে কিন্তু তান্ত্রিকাচারের খুব প্রাবল্য ছিল। হরিমৈত্রের পিতা হৃষীকেশ মজুমদার আঘাত হেতু কৌলীন্য মর্য্যাদা হারাইয়া কাপ আখ্যা প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে বিবাহ করিতেন তাঁহারাই কৌলীন্য হারাইয়া কাপ নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু হৃষীকেশের সহিত তদানীন্তন সমাজের মতবিরোধ ঘটায় তিনি কাপ হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌলীন্য হারাইলেও ইঁহাদের সামাজিক সম্মানের কোন হানি হয় নাই; ইঁহারা কাপদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া "কাপকুলচূড়ামণি" আখ্যা পাইয়াছিলেন। সামাজিক মর্য্যাদায় লালোর ও কাশিমপুরের চৌধুরী ব্যতীত আর সকল কাপই ইঁহাদের নিম্নে। আধুনিক কালের পূর্ব্বে ইঁহারা কখনও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করেন নাই।

হরি মৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ এই বংশে প্রথম চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। কেননা,

ইনি সাঁতৈলের বা ভাতুরিয়ার রাজার অধীনে চৌধুরী (চতুর্ধূরিন্) বা আদায়কারীর কাজ করিতেন। সাঁতৈলের রাজা ছিলেন বারভূঁয়ার একজন। ইনি বাংলার সুবেদারকে কর ও সৈন্য, রসদ ও নৌকা প্রদান করিতেন। তাঁহার অবস্থা অনেকটা সামন্ত রাজাদের ন্যায় ছিল। যাদবানন্দ সোনাবাজু পরগণার অন্তর্গত খারিজা মহলের জোতদারও ছিলেন। খারিজা মহলের কিয়দংশ এখনও হরিপুরের চৌধুরীরা ভোগ করিতেছেন। যাদবানন্দের সময় হইতে হরিপুরের চৌধুরীরা চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

যাদবানন্দের পৌত্র রামদেব সাঁতৈলের রাজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। সাঁতৈল হরিপুর হইতে মাত্র দেড় ক্রোশ দূরে। রামদেবকে লোকে দেওয়ান চৌধুরী বলিত। তাঁহার বংশধরেরা দেওয়ান চৌধুরীর বংশ বলিয়া পরিচিত হইত। রামদেব খাট্যা পরগণার কয়েকটী মহল ও নিজ পদমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য আরও কয়েকটী পরগণার কতকগুলি মহল দান প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল মহলের আয় ছিল ষাট হাজার টাকা।

রামদেবের সময়ে নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বারভূঞারা পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে রাজস্ব দিতেন না। নবাব যদি দুর্ব্বলপ্রকৃতির হইতেন তবে তো এক রকম রাজস্ব বন্ধই করিতেন। সাঁতৈলের রাজারাও অনেকদিন রাজস্ব দেন নাই। এখন মুর্শীদকুলি খাঁ নবাব হইয়া এক যোগে সমস্ত বকেয়া খাজনা দাবী করিলেন। সাঁতৈলের রাজা তাহা দিতে রাজী হইলেন না। তখন নবাব সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া সাঁতৈলের রাজাকে পরাজিত ও সপরিবারে নিহত করিলেন। নবাব তখন সাঁতৈলের দেওয়ান রামদেবকে সাঁতৈলের গদি দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামদেব প্রভুভক্তি বশতঃ তাহা লইতে রাজী হইলেন না। মুর্শিদকুলি খাঁ তখন রামদেবকেই তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে কোন উপযুক্ত পাত্রের নাম করিতে বলিলেন। রামদেব প্রথমে সাঁতৈলের রাজারই একজন দরিদ্র জ্ঞাতির নাম করেন। কিন্তু পরে শুনিতে পান যে উক্ত জ্ঞাতি রাজা হইয়া প্রথমে তাঁহারই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নবাবকে টাকা নজর দিবেন। তখন রামদেব তাঁহার নিজের আত্মীয় নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনের নাম করেন। নবাব ও দিল্লীর সম্রাট্ রামজীবনকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন।

রামদেব

নাটোর-রাজবংশের সহিত হরিপুরের চৌধুরী বংশের এই জন্যই এত সৌহার্দ্দ্য। যখন মুর্শিদাবাদের সৈন্যেরা আসিয়া সাঁতৈল লুট করিতেছিল, তখন রামদেব রাজার গৃহদেবতা শ্যামরায় ও মঙ্গলচণ্ডীকে আনিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাবধি শ্যামরায় ও মঙ্গলচণ্ডী চৌধুরী বংশে পূজিত হইতেছেন।

রামদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র মুর্শিদাবাদে রাজস্ববিভাগে অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও নবাবদরবারের সভ্য বা রায়রাঁয়া পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র

রামচন্দ্র ছাড়া রামদেবের আরও চারি পুত্র ছিলেন। এই পাঁচ ভাই হইতেই হরিপুরের চৌধুরীদের পাঁচ ঘরের উৎপত্তি হইয়াছে।

রামচন্দ্রের পৌত্র নয়নকৃষ্ণ চৌধুরী নাটোররাজের দেওয়ান হন। রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দনের বুদ্ধিবলে তখন নাটোর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমীদার। নয়নকৃষ্ণ নাটোররাজের নিকট হইতে কতকগুলি ডিহি পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জ্ঞাতি-বিবাদ বশতঃ ও নাটোররাজের সম্পত্তি নিলাম হওয়ার জন্য এই ডিহি-গুলি ইঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। নয়নকৃষ্ণের পুত্রেরা নয়াবাড়ী নামে একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। নয়াবাড়ীর পুকুর কয়েদীদের দ্বারা খনন করান হইয়াছিল। তখন হরিপুরে একটি কয়েদখানা ও ভাঁটি ছিল। নয়নকৃষ্ণের বংশ এখন লোপ পাইয়াছে।

নয়নকৃষ্ণ

নয়নকৃষ্ণের ভ্রাতা কালীনাথ চৌধুরী নিলামে সোনাবাজু পরগণা খরিদ করেন। কিন্তু পাছে নাটোররাজ জোর করিয়া উহা কাড়িয়া লয়েন এই ভয়ে তিনি উক্ত পরগণা জয়ারির বলরামবিশি, নাটোরের মুন্সী চুলাইনিবাসী রহিমুদ্দিন চৌধুরী ও সেরেস্তাদার তাঁতিবন্দ নিবাসী উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লয়েন। কালীনাথ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি নিজের অংশের সোনাবাজু পরগণা তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দানপত্র লিখিয়া দেন। তাঁহার সময়েই হরিপুরের বিশেষ সমৃদ্ধি সাধিত হয়। চৌধুরীরা অনেক কুলীন আনিয়া হরিপুরে বাস করান এবং তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করেন। এইরূপে প্রায় পাঁচশত ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ হরিপুরে বাস স্থাপন করেন। তাঁহারা সকলেই চৌধুরীদের নিকট হইতে কিছু ভূসম্পত্তি লাভ করেন।

কালীনাথ

কালীনাথের পুত্র কালীকান্ত নাটোররাজের দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পবয়সে রামকৃষ্ণ ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। এই দুই পুত্রই তখন শিশু বলিয়া তাঁহাদের পিতৃব্য কমলাকান্ত সংসারের কর্ত্তা হয়েন। কমলাকান্তের ভগিনীপতি সম্পত্তির আমীন নিযুক্ত হয়েন। তিনি পরে মোক্তার হইয়া কৌশলে সোনাবাজু পরগণার অধিকাংশ নিলামে নিজ নামে ক্রয় করিয়া লয়েন। কালীকান্ত ভগিনীপতির এই ব্যবহারে এতই মর্ম্মাহত হয়েন, যে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীকান্তের ভগিনীর মৃত্যুর পর উক্ত ভগিনীপতি দুর্গাদাসের তৃতীয় ভগিনী মৃণ্ময়ীদেবীকে বিবাহ করেন। উঁহার প্রদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া দুর্গাদাস ও রামকৃষ্ণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কালীকান্ত

দুর্গাদাস তখনও বালক। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় ও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ। তিনি ভগিনীর নিকট থাকিয়া রাজসাহী হইতে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় হিন্দু-কলেজে পড়িতে যান। কলিকাতা হইতে পাশ করিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার বংশের নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার ভগিনীপতি রোগশয্যায় শায়িত—তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কোন প্রকারে সম্পত্তির কিয়দংশ দুর্গাদাসের ভগিনীপতি মৃণ্ময়ীদেবীকে সম্পত্তি দান করিবার ও পোষ্য[illegible]

দুর্গাদাস
ধার করেন

রাখিবার ক্ষমতা দিয়া যান। মৃণ্ময়ী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং হেবানামা দ্বারা তাঁহার দুই ভ্রাতৃজায়া এবং দুই বিধবা ভগিনীকে সম্পত্তি দান করিয়া যান। মৃণ্ময়ীর পোষ্যপুত্র ইহা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা করিয়া ভারতীয় সকল আদালতে পরাজিত হয়েন। কিন্তু আদালতে পরাজিত হইলেও তিনি সহজে সম্পত্তির অধিকার দেন নাই। জলেশ্বরে উভয় পক্ষের মধ্যে যে দাঙ্গা হয় তাহাতে ১২জন লোক হত ও ৭২জন আহত হয়। প্রিভিকাউন্সিলের আপিলে মৃণ্ময়ীর পোষ্যপুত্রেরই অবশেষে জয় হয়।

ভগিনীপতির সহিত মোকদ্দমা করিবার সময় দুর্গাদাস Mr. G. Money নামক ব্যারিষ্টারকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করেন। G. Money স্বেচ্ছায় ছোট লাট স্যার সিসিল বীডন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুর্গাদাসের জন্য একটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ যোগাড় করিয়া দেন। দুর্গাদাসের ধৈর্য্য এত অসাধারণ ছিল যে একদিন যখন তিনি যশোহর আদালতে একটা মোকর্দ্দমার বিচার করিতেছিলেন, তখন তারের খবরে তাঁহার প্রিভি-কাউন্সিলের মোকর্দ্দমা হারার সংবাদ আসিলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিচার চালাইতে থাকেন। তিনি সমগ্র জীবন পরহিতব্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার পত্নী মগ্নময়ী দেবীকে দিয়া যান।

দুর্গাদাসের পুত্রগণ

দুর্গাদাসের সাত পুত্র। প্রথম পুত্র আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র, তৃতীয় পুত্র কুমুদনাথ, চতুর্থ পুত্র প্রমথনাথ, ও সপ্তম পুত্র অমিয়নাথ ব্যারিষ্টারী করেন। পঞ্চম পুত্র মন্মথনাথ ও ষষ্ঠপুত্র সুহৃদনাথ স্বনামধন্য ডাক্তার।

অম্বর ওঝা (শাতটা) তৎপুত্র কুয়াই, তৎপুত্র শাকাই, তৎপুত্র বারকড়ি, তৎপুত্র বলাই, তৎপুত্র বেদান্ত, তৎপুত্র রঘুনন্দন, তৎপুত্র হৃষীকেশ।

হৃষীকেশ মজুমদার চক্রবর্ত্তী (আঘাতে কাপ)

সুপ্রভাত চক্রবর্ত্তী হরি মৈত্র (ওরফে হরি কীর্ত্তনীয়া)

যাদবানন্দ চৌধুরী (যাদবেন্দ্র নিয়োগী)

কাশীনাথ চৌধুরী

রামদেব দেওয়ান কৃষ্ণরাম মহাদেব শুকদেব

রামচন্দ্র গদাধর সভাচন্দ্র রামকান্ত রামগোপাল

(এই পাঁচ ভ্রাতা দ্বারা "পাঁচো বাড়ী" খ্যাত)

রঘুদেব মণিরাম

নয়নকৃষ্ণ কালীনাথ* রুদ্রনারায়ণ

গোবিন্দচন্দ্র

শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কাশীচন্দ্র গোলকচন্দ্র

হরচন্দ্র মধুসূদন গুরুদাস ঠাকুরদাস কালিদাস গিরীশচন্দ্র চৌধুরী

* কালীনাথ চৌধুরী

কালীকান্ত কমলাকান্ত

চন্দ্রকান্ত

রামকৃষ্ণ দুর্গাদাস

নবকুমার মোহিনীচন্দ্র মাধবচন্দ্র

সুশীলকুমার যতীশ সুরনাথ ক্ষিতীশ সতীশ

১ আশুতোষ ২ যোগেশচন্দ্র ৩ কুমুদনাথ ৪ প্রমথনাথ ৫ মন্মথনাথ ৬ সুহৃদনাথ ৭ অমিয়নাথ

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠের বংশ

সাং ভাতশালা ও নবদ্বীপ। (পৈতৃক নিবাস পুঁটিয়ার নিকট পীরগাছা)

৬ শূলপাণি সাতোটা)

৭ অম্বু বা অম্বর ওঝা

৮ কুয়াঞ্চি

৯ শাকাই

১০ বারকড়ি　　বশিষ্ঠ　　অষ্টাঙ্গ

১১ হয়গ্রীব মৈত্র

সুধাকর　　১২ রামভদ্র

১৩ বলভদ্র

১৪ জটাধর

১৫ ঈশান

রামানন্দ সরখেল　　বিনোদ　　১৬ মধুবসন্ত রায়

১৭ দ্বিঃ পক্ষে

রঘুনাথ রায়　　যাদু রায়　　তিতু রায়

১৮ চাঁদরায়　　নয়ান রায়　　গঙ্গারাম রায়

রামনাথ রায়　　১৯ সুন্দররাম রায়

২০ কাশীনাথ রায়　　মাণিক রায়

২১ মনোহর　　গণেশচন্দ্র নিঃসন্তান　　ভোলানাথ

ব্রজলাল

২২ মতিলাল (যাত্রাওয়ালা)　　হীরালাল　　(ইনিও যাত্রার দল করিয়াছিলেন)

দ্বিঃ পক্ষে　　(অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন)

২৩ ধর্ম্মদাস রায়　　ভূপেন্দ্র প্রভৃতি

পরশুরাম পঞ্চাননের বংশ-বিবরণ।

পরশুরাম পঞ্চানন সুষেণের ষড়বিংশ অধস্তন পুরুষ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল রাজসাহীর অন্তর্গত সাতটা গ্রামে। ইঁহারা কুলীন ছিলেন। কিন্তু পরশুরাম পঞ্চানন শিবরাম বাচস্পতি, কৃষ্ণানন্দ ঢোল, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও রামনাথ সান্ন্যালের সহিত করণ করায় কাপশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তখন বারেন্দ্রেতর ব্রাহ্মণেরা কাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পরশুরাম পঞ্চানন কাপশ্রেণীভুক্ত হইলে তাঁহার কুলগুরু পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে খাজুরা-নিবাসী প্রধান আঢ্যকাপ শিবরাম বাচস্পতির সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় মন্ত্রগ্রহণ করেন।

কাপ হইয়া যাওয়ায় পরশুরাম পঞ্চাননের কুলীনের করণে ও বিবাহে ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়-দিগের পুত্রকন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহার কুলাচার্য্যের ব্যবসায়েরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এমন কি তাঁহার অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। অবশেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি তখন দুই কন্যাকে নিরাবিলের কুলীনশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর দুই পুত্রের সহিত, দুই কন্যা রতিনাথ সান্ন্যালের দুই পুত্রের সহিত, অন্য দুই কন্যা রামগোবিন্দ সান্ন্যালের দুই পুত্রের সহিত ও এক কন্যা পরশুরাম লাহিড়ীর সহিত বিবাহ দেন।

গঙ্গানন্দ নামে নবাবের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অনেক কুলীন ও কুলজ্ঞ বরযাত্রী আসিয়াছিলেন। পরশুরাম পঞ্চাননও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। গঙ্গানন্দ দেখিলেন যে পদ্মার দক্ষিণপারে কুলীন বা কুলজ্ঞ নাই। সেই জন্য তিনি পরশুরাম পঞ্চানন ও কুলীনদিগকে তথায় বাস করিতে অনুরোধ করেন। পরশুরাম পঞ্চানন কুবাজ পরগণার বামুনগড়িয়া, রামচন্দ্রপুর, ভাটরা এবং চৌপুর গ্রামের মধ্যস্থল মনোনীত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী তাঁহার কন্যাকে কুলীনে বিবাহ দিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন। তিনি পরশুরাম পঞ্চাননের পৌত্র শ্রীকান্ত রায়ের সহিত নিজের প্রথমা কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। পরশুরাম প্রথমে অস্বীকৃত হয়েন, কিন্তু পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে সম্মত হয়েন। শ্রীকান্ত যৌতুক স্বরূপ লাখেরাজ সম্পত্তি ও কয়েকটী পুষ্করিণী প্রাপ্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরশুরাম পঞ্চাননকে তাঁহার গ্রামের পার্শ্বস্থ চারিখানা গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামের নাম হয় চক্-পঞ্চানন। বর্ত্তমানে উহার নাম চকবামুনগড়িয়া।

পরশুরাম পঞ্চাননের বংশধরগণ এখন চক্‌পঞ্চানন গ্রামে, শান্তিপুরে ও কুমারখালির নিকটস্থ বহুবরয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কাশ্যপ গোত্র

পরশুরামের পূর্ব্ববংশ

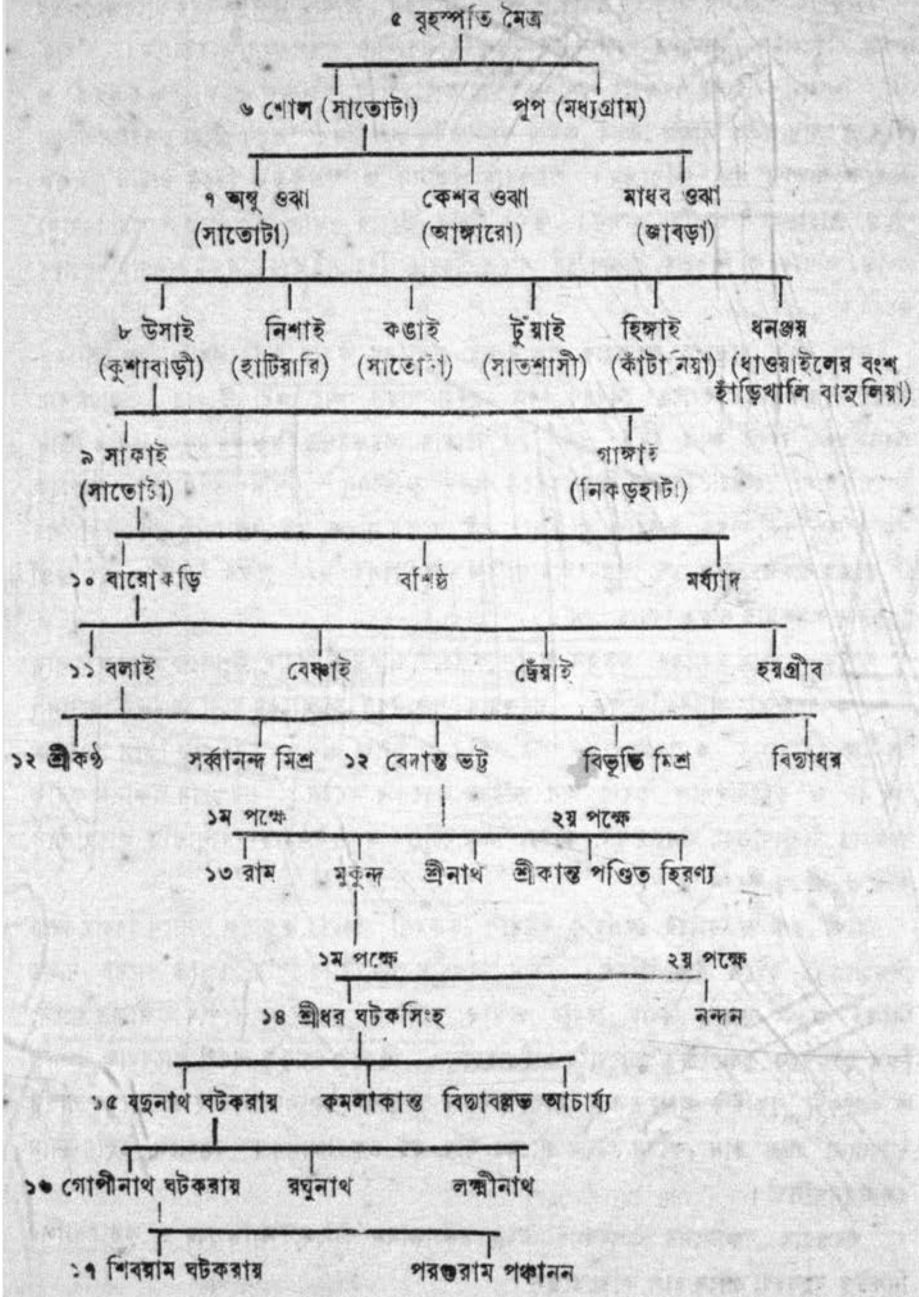

- ১৭ পরশুরাম পঞ্চানন
  - ১৮ রামদেব সার্ব্বভৌম
  - ১৮ কৃষ্ণদেব চূড়ামণি
    - ১৯ শ্রীকান্ত (ইনি দেওয়ান ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ করেন)
      - ২০ রামজীবন রায়
        - ২১ রামগোবিন্দ বিশারদ রায়
        - বেচারাম রায়
          - ২২ কৃষ্ণমোহন
            - ২৩ শীতলচন্দ্র
          - তিনকড়ি রায়
        - কৃপারাম রায়
          - দিগম্বর
            - গৌরমোহন
          - নীলাম্বর (নিঃসন্তান)
          - ২২ পার্ব্বতী
            - ২৩ নকড়িচন্দ্র
              - ২৪ কুলদাপ্রসাদ
        - প্রাণকৃষ্ণ রায়
          - পাঁচু রায়
          - ঈশানচন্দ্র
            - কালিদাস
              - মহেন্দ্রনাথ রায়
            - রামদাস
    - রুক্মিণীকান্ত
      - চেদিরায়
        - ভোলানাথ
      - রামলোচন
        - যুগল
          - কানাই
          - রামধন
      - রামসুন্দর
  - ১৮ বিষ্ণুদেব ঘটক সিংহ
    - রঘুদেব
      - গোকুলচন্দ্র
        - কেবলরাম
          - রামপ্রসাদ
      - নয়ানচন্দ্র
        - রামশরণ
      - উদয়নারায়ণ (২য় পক্ষে)
    - জয়দেব
      - নিধিরাম
      - রামকিশোর
        - কৃষ্ণকান্ত
          - দেবীপ্রসাদ
            - শশীভূষণ (পোষ্যপুত্র)
      - সহস্ররাম
      - সীতারাম
    - শুকদেব

- ১৮ রামদেব সার্ব্বভৌম
  - ১৯ হরিদেব রায়
    - গন্ধর্ব্ব রায়
    - গোবিন্দ রায়
    - সুরনারায়ণ রায়
    - ২০ শ্যাম রায়
      - ২১ রামশঙ্কর (বক্তার সিংহ)
        - রামেন্দ্র রায়
        - রাজচন্দ্র রায়
        - ২২ বৈদ্যনাথ
          - ২৩ ব্রজনাথ ঘটকরায় (নিবাস যদুবয়রা)
            - ২১ রামগোবিন্দ বিশারদ রায়
              - ২২ রামদুলাল ঘটকরায় (বিখ্যাত কুলজ্ঞ)
                - ২৩ চন্দ্রকান্ত ঘটক শিরোমণি (কুলজ্ঞ)
                  - ২৪ রামকৃষ্ণ রায় বক্তার সিংহ (কুলজ্ঞ ও বক্তা)
                    - ২৫ রামযাদু
                    - রামতারণ (কুলশাস্ত্রজ্ঞ)
                    - রামগতি
                  - হরেকৃষ্ণ রায়
                - রামানন্দ রায়
                  - নবকৃষ্ণ
                  - কেদারনাথ
                    - ভূপতিনাথ
                    - রমাপতি
                  - পদ্মলোচন
                - রামধন রায়
                - কমলাকান্ত রায়
                  - ব্রজনাথ
                    - পরেশনাথ
                    - দেবনাথ
              - কাশীনাথ ঘটকরায় (নিঃসন্তান)
              - হরিশ্চন্দ্র ঘটকরায়
                - রামচন্দ্র রায়
                - এককড়ি রায় (বিখ্যাত কুলজ্ঞ ও বক্তা)
                  - সতীশচন্দ্র রায়
        - বিশারদ রায় (কুলশাস্ত্রজ্ঞ)
      - রঘুনাথ রায়
      - কালীশঙ্কর রায়

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বংশ-পরিচয়

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার নিজ বংশ-পরিচয় এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"আমার বংশ-পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন, যথাশ্রুত লিখিয়া পাঠাইলাম। আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের সুবিখ্যাত কুলীন মধুমৈত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মধু তাঁহার সমসাময়িক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের একজন গণ্য মান্য সমাজপতি ছিলেন। তৎকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় নামক দুই শাখায় বিভক্ত ছিল। মধু বৃদ্ধ বয়সে সত্যরক্ষার্থ গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের দুহিতার পাণিগ্রহণ করায়, তাঁহার প্রথম পক্ষের প্রথম দুই পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রগণ পিতৃসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন,তাঁহারা মধুর প্রতাপে কুলচ্যুত হওয়ায় "কাপ" নামক আর একটি শাখার উৎপত্তি হয়। অনেক কুলীন কাপ হওয়ায় এবং কেহ কেহ কাপ হইয়া পরে শ্রোত্রিয় হওয়ায়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কুলীনের সংখ্যা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এখনও কৌলীন্যমর্য্যাদা ভোগ করিতেছি। নরসিংহ প্রভুপাদ শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে নরসিংহের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কাপোৎপত্তির উল্লেখ আছে, যথা—

"নরসিংহ নাড়িয়াল আরু ওঝার নাতি।
যাঁহার কন্যার বিভায় কাপের উৎপত্তি॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে ছিলা রাজা॥"

এই বিবাহসূত্রে অদ্বৈতবংশের সঙ্গে মধুমৈত্রের বংশের যে আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়, অদ্যাপি তাহা উভয় বংশের বংশধরগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের মধুমৈত্রের বংশধরগণের সামাজিক আভিজাত্যের ইহাই একটি উল্লেখযোগ্য মূল। এই বংশে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বহু বংশধর প্রতিভায় এবং কৃতিত্বে সুপরিচিত। তন্মধ্যে নাটোর রাজবংশধরগণ, সার আশুতোষ চৌধুরী ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বংশ কাশ্যপগোত্রসম্ভূত এবং কান্যকুব্জাগত সুষেণ মুনির বংশ বলিয়া পরিচিত। রাজদত্ত বাসগ্রামের নামানুসারে এক শাখা মৈত্র ও অপর শাখা ভাদুড়ী উপাধি বহন করিয়া আসিতেছেন। উপাধি পৃথক্ হইলেও, মৈত্র এবং ভাদুড়ী এক বংশের বংশধর। বর্ত্তমানে কেহ কুলীন, কেহ কাপ, কেহ বা শ্রোত্রিয় হইলেও, সকলেই এক বংশের বংশধর এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের জনসংখ্যার অনুপাতে ইহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন আর মৈত্রগ্রাম বা ভাদুড়ী গ্রাম ইহাদের

নিবাস-স্থান নয়, ইঁহারা নানাস্থানে বাস করিতেছেন। মৈত্র বা ভাদুড়ী গ্রাম কোথায় ছিল, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদা মৈত্র গ্রাম পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস ছিল, তখন তাঁহাদের উপাধি ছিল মৈত্র, এখন তাহা না থাকায় এখন মৈত্রেয় উপাধি দ্বারা বংশপরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য জানিয়া আমি 'মৈত্রেয়' উপাধির ব্যবহার করিয়া থাকি। যাঁহারা মুসলমান শাসনসময়ে রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা কুলোপাধি ত্যাগ করিয়া চৌধুরী, মজুমদার, রায়, খাঁ প্রভৃতি বহুবিধ উপাধি ধারণ করায়, আদি-কুলোপাধি-ধারীর সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে সকলকেই মৈত্রগ্রামী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়। ধনাঢ্য কাপ বা শ্রোত্রিয়গণ কুলীনপাত্রে কন্যাদান করিয়া, কন্যাজামাতার জন্য স্বগ্রাম বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেন বলিয়া, অন্যান্য কারণের মধ্যে আদি-বাসস্থান-ত্যাগের ইহাও একটী প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। যাঁহারা বিষয়কর্ম্মলিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসূত্রেও নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি হইতেছেন।

"কাপোৎপত্তির পূর্ব্বে মধুমৈত্র রাজসাহীর অন্তর্গত অধুনা মাঝগ্রাম তৎকালে মধ্যগ্রাম পরিচিত স্থানে বাস করিতেন; কাপোৎপত্তির পরে তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই নামক গ্রামে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে মধুর প্রথম পুত্রদ্বয়ের বংশধরগণ "গুড়নইর মৈত্র" বলিয়া পরিচয় দান করিয়া আসিতেছেন। ঐ গ্রাম এখন সমৃদ্ধিহীন হইলেও, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে উহার খ্যাতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। তথা হইতে মধুর বংশধরগণ নানাস্থানে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বেও তাঁহাদের কাহারও কাহারও উদ্যোগে ও সহায়তায় মধুমৈত্রের ভিটায় বর্ষে বর্ষে শারদীয়া দুর্গোৎসব হইত। আমরা গুড়নই হইতে ফরিদপুরের অন্তর্গত মেঘনা গ্রামে এবং পরে তথা হইতে অদূরবর্ত্তী রুক্মিণী গ্রামে বাস করিতাম। উভয় স্থানেই এখনও কোন কোন জ্ঞাতি বাস করিতেছেন।

"পিতামহ উমাকান্ত তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী রুক্মিণী গ্রামের ভদ্রাসনে বাস করিতেন, মধ্যমা পাবনার অন্তর্গত তাঁতিবন্দে বাস করিতেন, কনিষ্ঠা ফরিদপুরের অন্তর্গত সুখদেবপুরে বাস করিতেন। এখন মধ্যমার একমাত্র পৌত্র দুর্গাগতি সস্ত্রীক কাশীবাসী, তাঁহার দৌহিত্রগণ কলিকাতাবাসী। কনিষ্ঠার পৌত্রগণ সুখদেবপুরেই রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্ত্তমান সহোদরগণের সহিত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করেন। আমরা রুক্মিণী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অধুনা নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালিবাসী হইয়াছিলাম। ঐ গ্রাম কোম্পানী বাহাদুরের শাসনসময়ে একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র থাকায় পুরাতন মানচিত্রে উহার উল্লেখ দেখা যায়। তথায় কোম্পানীর কুঠি ছিল, বাণিজ্যরক্ষার্থ একদল পল্টন থাকিত, এবং কলিকাতা হইতে সুন্দরবন ঘুরিয়া পদ্মাপ্রবাহযোগে কোম্পানীর বাষ্পপোত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত করিত বলিয়া, কুমারখালীতে তাহাদের

একটি বিশ্রামস্থান ছিল। তখনও কার্পাস ও পট্টবস্ত্র এ দেশ হইতে বিলাতে প্রেরিত হইত; এবং কুমারখালীতে তাহার একটি প্রধান আড়ঙ্গ ছিল। তখন ইংরাজ-পরিচালিত নীল এবং রেশম কুঠি দেশের সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল এবং নীলকুঠির অত্যাচারে দেশের লোককে বিবিধ অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতেছিল। কুমারখালীর রেশমকুঠির অধীনে অনেকগুলি ছোটখাট কুঠি থাকায় উহা "বড়কুঠি" নামে পরিচিত ছিল; এবং উহার দ্বিতল প্রাসাদ মর্ম্মরমণ্ডিত থাকায়, তাহা "শীতলকোঠা" নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহার চারিধারে গড়খাই ছিল। সেখানে সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ স্বনামখ্যাত নারায়ণ মজুমদার দেওয়ানী করিতেন। নির্ভীক নির্ম্মৎসর নিরলস নারায়ণচন্দ্রের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া সাহেব কুঠিয়ালগণ তাঁহার প্রভুত্ব বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত দুহিতা শ্যামমোহিনী দেবী পিতামহদেবের প্রথম পক্ষের সহধর্ম্মিণী। তিনি রুক্মিণীতে নীলকরের অত্যাচারে বিপর্য্যস্তা হইয়া, পুত্রকন্যাসহ কুমারখালীতে পিত্রালয়ে আসিয়া নারায়ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করায়, আমরা কুমারখালীবাসী হইয়াছিলাম। নারায়ণচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র কৈলাসচন্দ্র সদর-আলা হইয়া, পরে দীর্ঘকাল বিশ্রামবৃত্তি উপভোগ করিয়া অল্প দিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ ঘটে, তৎকালে পিতৃদেব সেই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা এবং অভিভাবক হইয়া, বিবিধ দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যেও পারিবারিক পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল চরিত্রবল। তাঁহার স্মৃতি কুমারখালী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

"পিতৃদেব মথুরানাথ অতি অল্পবয়সে কুমারখালীতে আনীত হইলে, সেখানে এক অভিন্ন-হৃদয় বাল্যসখা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি স্বনামখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাথ। হরিনাথ অব্রাহ্মণ মজুমদার বংশীয়, তিলি সন্তান হইলেও, সাধনবলে ব্রাহ্মণোচিত সমাদর লাভ করিতেন; এবং অদ্যাপি তাঁহার স্বর্গারোহণ দিবসে (অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে) বর্ষে বর্ষে কুমারখালী সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর সম্মিলিত মহমহোৎসবে মুখরিত হইয়া থাকে। সেদিন কাঙ্গালের এবং কাঙ্গালসখা মথুরানাথের নামে একসঙ্গে ভোজ্যাদি উৎসর্গীকৃত হয়।

"এই দুই বাল্যসখা স্বগ্রামের বাঙ্গালা-পাঠশালায় যথাসম্ভব বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর, কাঙ্গাল হরিনাম স্বগ্রামে বাঙ্গালা রচনার চর্চ্চায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃদেব পাবনার জেলাস্কুলে প্রাথমিক ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্ররূপে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া, কুমারখালীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কাঙ্গাল হরিনাথের সহিত গ্রামোন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত অনেকে যোগদান করেন, এবং ভট্টাচার্য্যবংশীয় চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ আসিয়াও যোগদান করেন। জ্ঞানের আদানপ্রদানে সকলের উন্নতি সাধিত হইবার সময় হইতে তিন জনেই অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতৃদেব ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন; কাঙ্গাল হরিনাথ এক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিবার

পর, একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তাহাতেও অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইঁহারা গ্রামের লোকের জ্ঞানোন্নতির এইরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে নৈতিক উন্নতিসাধনার্থ সংকীর্ত্তনের, কবির, এবং পাঁচালীর দল করিয়া, রাত্রির প্রথম ভাগ তাহাতেই লিপ্ত থাকিয়া, সকল শ্রেণীর গ্রামবাসীর নেতৃত্বপদ অধিকার করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি কাঙ্গাল হরিনাথের এবং পিতৃদেবের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল যে তাঁহারা উভয়েই নিরামিষাশী হইয়া পড়েন। নির্ভীক নির্ম্মল চরিত্রে, স্বদেশসেবায় অকৃত্রিম অনুরাগে সর্ব্বশ্রেণীর কল্যাণসাধনজন্য আত্মত্যাগে, এবং কোনরূপ বিপৎপাতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্ষার জল আনাইয়া স্বাস্থ্যসংস্কারে, বাষ্পপোতাগত গোরাপল্টন ঠেঙ্গাইয়া তাহাদের অত্যাচার হইতে লোকরক্ষায়, আমোদ প্রমোদে সর্ব্বশ্রেণীর আনন্দবিধানে, এবং জ্ঞানদানে ও সভ্যতাবিস্তারের আন্তরিক অনুরাগে, ইঁহাদের নব্যশিক্ষাসঙ্গত মত এবং আচরণ পুরাতন পন্থীদিগের নিকট উৎসাহলাভ না করিলেও, বাধা প্রাপ্ত হইত না। যাঁহারা নব্য শিক্ষাকে সংশয়দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, তাঁহারাও ইঁহাদের হস্তেই পুত্রকন্যার শিক্ষাভার অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাই অকৃত্রিম স্বদেশসেবার উল্লেখযোগ্য পুরস্কার;—প্রাচীনতার এবং আধুনিকতার সুসঙ্গত সমন্বয়;—স্থিতির এবং গতির অনতিক্রমণীয় পরিণাম।

"এই সময়ে কুষ্টিয়া কুমারখালী অঞ্চলের প্রকৃতিপুঞ্জ অনেক দিন হইতে নীলকর বিষধর বিষজর্জ্জরিত হইয়া যে বিদ্রোহবিকার প্রধূমিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা সহসা প্রবল প্রতাপে প্রজ্জলিত হইয়া, রাজা প্রজা সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলবামাত্র, ঈশ্বরগুপ্ত-সম্পাদিত "সংবাদপ্রভাকর" এবং হরিশ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত স্বনামখ্যাত সংবাদপত্র প্রজার পক্ষ অবলম্বন করায়, কাঙ্গাল হরিনাথ "সংবাদ প্রভাকরের" এবং পিতৃদেব "হিন্দু পেট্রিয়টের" সংবাদদাতা হইয়া, প্রজাপক্ষের মুখপাত্র হইতে বাধ্য হন, এই সূত্রে গুপ্ত কবির উৎসাহে ও উপদেশে কাঙ্গাল হরিনাথ "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা" নামে এক পত্রিকা বাহির করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। তখন তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নিঃসম্বল, তাঁহারা উৎসাহে অধ্যবসায়ে সকল বাধা দূর করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন। তজ্জন্যই কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও কুমারখালী হইতে প্রকাশিত কাঙ্গাল হরিনাথ সম্পাদিত "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা" অল্পদিনের মধ্যেই শক্তিলাভ করেন। ইহার শীর্ষদেশে বিদ্যারত্ন-বিরচিত একটী শ্লোক মুদ্রিত হইত। যথা—

'গুণালোকপ্রদাদোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা॥'

কাঙ্গালের এবং কাঙ্গাল-সখার এই মানসী-কন্যার সহিত আমার ক্ষুদ্র জীবনের সম্পর্ক থাকায় ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

"পূর্ব্ব পাবনা-অঞ্চল রাজসাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানী বাহাদুরের শাসনসময়ে পাবনার অন্তর্গত তাঁতিবন্দ গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশীয় ব্রাহ্মণগণ নাটোর রাজসাহী জেলার প্রধান নগর থাকিবার সময়ে তথায় রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্রমে তাঁতিবন্দের জমিদাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুলীনবরে কন্যাদান করিয়া, কন্যা-জামাতার জন্য স্বগ্রামে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সমাজনায়ক সিদ্ধশ্রোত্রিয় পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁতিবন্দে আনীত লাহিড়ী ও বাগছী উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যায় ও প্রতিভায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একতম বৈদ্যনাথ বাগছী রাজসাহীর একজন প্রধান উকীল হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম পক্ষে নদীয়া জেলার অন্তর্গত নওপাড়া থানার সিমলাগ্রামনিবাসী ভগবানচন্দ্র মজুমদারের এক সহোদরা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ ও এক কন্যা সৌদামিনী দেবীর শৈশবকালেই লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বৈদ্যনাথ অগ্রপশ্চাৎ পরলোকগমন করেন। পিতৃদেব পাবনায় বিদ্যাশিক্ষা করার সময়ে বৈকুণ্ঠনাথের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে ও প্রতিভায় বৈকুণ্ঠনাথ প্রিয়দর্শন ছিলেন। চৌধুরী বংশের প্রসিদ্ধ জমিদার বিজয়-গোবিন্দের কনিষ্ঠসহোদরা ত্রিপুরাসুন্দরীর সহিত বৈকুণ্ঠের বিবাহ হয়। বিজয়গোবিন্দ একজন শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করায়, উত্তরকালে গবর্ণর জেনারল লর্ড মেও শিকার উপলক্ষে তাঁতিবন্দে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বিজয়গোবিন্দ পিতৃদেবকে বড় ভালবাসিতেন। তৎসূত্রে বিজয়গোবিন্দের ও বৈকুণ্ঠনাথের আগ্রহে বৈকুণ্ঠ-সহোদরা সৌদামিনী দেবীর সহিত পিতৃদেবের বিবাহ হয়। মাতামহকুলে সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব ছিল, মাতৃদেবীর নামকরণে তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

"ইংরাজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণে নদীয়া জেলার নওপাড়া থানার অন্তর্গত সিমলাগ্রামে ভগবানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। ঐ স্থান মিরপুর রেল ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী এবং পুরাতন গৌরীনদীর তীরবর্ত্তী। আমি মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃতজ্ঞানে পরিত্যক্ত হইতেছিলাম; মিরপুর কুঠির এক ইংরাজ-ধাত্রী আসিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করেন। যে দিন যে সময়ে কুমারখালীতে নারায়ণ মজুমদার দেহত্যাগ করেন, সেই দিন সেই সময়ে সিমলা গ্রামে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম; আমার জন্যই পিতৃদেবের কুমারখালী ত্যাগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমার শৈশবে কুমার-খালীর সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশানচন্দ্র দত্তের পুত্র স্বনামখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তের গৃহশিক্ষক ছিলেন। হাকিম বাহাদুর পিতৃদেবকে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝাইয়া, তাঁহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন। ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য রাজসাহী আসিয়া, সে বৎসর পরীক্ষা হইবে না জানিয়া পিতৃদেব প্রত্যাবর্ত্তনপ্রয়াসী হইলে, রাজসাহীর আত্মীয় অন্তরঙ্গগণের আগ্রহে রাজসাহী দেওয়ানী আদালতে রাজকার্য্য স্বীকার করিয়া, রাজসাহীপ্রবাসী হইবার পর

ক্রমে আমরাও রাজসাহীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। বরেন্দ্রত্যাগের কয়েক পুরুষ পরে এইরূপে আবার বরেন্দ্রবাসী হইয়াছি।

"বিদ্যারম্ভকালে চিরপ্রচলিত পাঠশালা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, অচিরপ্রতিষ্ঠাপিত বঙ্গ ও মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়, জেলাস্কুল ও কলেজ শিক্ষাস্থান ছিল। তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ঃক্রম শৈশব অতিক্রম করে নাই; প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের উপযুক্ত অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। কুমারখালীতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের অসুবিধা ছিল না। তথাপি প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদারক্ষার্থ পঞ্চমবর্ষে এক শুভদিনে শুভক্ষণে আমাদের মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে সম্মিলিত পাঠশালায় মাটিতে দাগা বুলাইয়া আমার হাতেখড়ি হইয়াছিল। দাগা বুলাইবার পর কলাপাতায় লিখা, তাহার পর তালপাতায় লিখা, তাহার পর কাগজে লিখায়,—মুখে মুখে শতকিয়া প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শুভঙ্করী মানসাঙ্ক পর্য্যন্ত শিক্ষা করায় পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। শিশুবোধক নামক এক মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত হইয়া থাকিলেও আমাদের পাঠশালায় তাহার পঠনপাঠন প্রচলিত হয় নাই। এই পাঠশালার গুরুমহাশয় নামে মাত্র আমার গুরুমহাশয় ছিলেন, গুরুগিরি করিতেন পিতৃসখা হরিনাথ। চতুষ্পাঠীতে মুখে মুখে সংস্কৃত স্তবস্তুতির আবৃত্তি শিক্ষায় এবং গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রুফসিটের অপর পৃষ্ঠায় হস্তাক্ষরশিক্ষায় আমার প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যবসিত হইত। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা পরিবর্ত্তিত হইল। জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, এবং আমি হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া কাষ্ঠাসনে বসিয়া, মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। অল্পদিনের মধ্যে রাজসাহীতে আসিতে হইল। এখানে প্রথমে মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ে, পরে বঙ্গবিদ্যালয়ে, অবশেষে বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল নামক জেলাস্কুলে প্রেরিত হইয়া যথারীতি শিক্ষালাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া, তৎপরবর্ত্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া, পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়া বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজসাহীতে ওকালতি করিয়া আসিতেছি।"

অক্ষয়কুমার বঙ্গজননীর একটী উজ্জ্বলরত্ন, সাহিত্য-জগতে তাঁহার সম্মান অতি উচ্চ, লেখনীপরিচালনে ও বাগ্মিতায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা পরিস্ফুট। বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

মিতরার অর্দ্ধকালীবংশ

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মিতরা গ্রামের অর্দ্ধকালীবংশ পণ্ডিত ও সাধকের বংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশের বীজপুরুষ রাঘবরাম বর্ত্তমান বংশধরদের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ। পদ্মনাভের বংশে গোবিন্দরাম নামে একজন তপোনিষ্ঠ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে ও জগজ্জ্যোতি-দেবীর গর্ভে রাঘবরাম ও মহেশচন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাঘবরামই অর্দ্ধকালী বংশের প্রতিষ্ঠাতা—মহেশচন্দ্রের বংশধরগণ সম্প্রতি হালালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

বংশের উৎপত্তি

রাঘবরাম পণ্ডিতবাটী-গ্রামনিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূত ছায়ানিধির বংশধর দ্বিজদেবের কন্যা জয়দুর্গাকে বিবাহ করেন। জয়দুর্গাকেই সাধুগণ অর্দ্ধকালী বলিয়া সম্মান করেন। রাঘবরাম বিবাহ করিয়া প্রথমে কিছুদিন শ্বশুরালয়েই বাস করেন, পরে জয়দুর্গাদেবীর ইচ্ছাক্রমে মিতরা গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। জয়দুর্গার পিতা দ্বিজদেব দশভুজার মূর্ত্তি পূজা করিতেন। জয়দুর্গা আসিবার সময় ঐ মূর্ত্তি লইয়া আসেন। উক্ত দশভুজা মূর্ত্তি আজও মিতরাবাসীদের গৃহে নিত্য পূজিত হইতেছেন। জয়দুর্গাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রকাশ স্বরূপ জানিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন। জয়দুর্গা দ্বিজদেবকে পুত্রবর দিয়া বলেন যে জয়দুর্গা বা অর্দ্ধকালীর বংশধরগণ দ্বিজদেবের বংশধরদের শিষ্য হইবেন। তিনি আরও বলেন "আপনার সন্ততিগণমধ্যে যিনি আমার সন্ততিগণের গুরু হইবেন, তিনি পরমসুখে কালাতি-পাত করিবেন।" সেই সময় হইতে অর্দ্ধকালীবংশের গুরুকুল পণ্ডিতবাটীর দ্বিজদেবের বংশ।

রাঘবরাম ও জয়দুর্গা

অর্দ্ধকালীবংশের প্রধান শাখা এখনও মিতরাগ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু বংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় একত্রে সকলের বাস করা অসুবিধা হয়। তজ্জন্য কেহ বা শিষ্যাদি কর্ত্তৃক নীত হইয়া, কেহ বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজা বা জমীদার কর্ত্তৃক তালুক বা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তরাদি প্রাপ্ত হইয়া, কেহ বা শ্বশুরসম্পত্তি ও মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া, নানাস্থানে বাস করিতেছেন। অর্দ্ধকালীর বংশধরগণ প্রায় ৪।৫টী ভিন্ন জেলায় ৩০।৩২টী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের প্রধান প্রধান বাসগ্রামের মধ্যে মিতরা, কলাগাড়ী, খাবাসপুর, পুকুরিয়া, পৌলিগ্রাম, বেথুর, চারিপাড়া, আগনপুর, হরিণা, ব্রাহ্মণগ্রাম, বাড্ডাবাড়ী প্রভৃতি গ্রামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কুলপঞ্জিকা ও বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া ১৩০৯ বঙ্গাব্দে উমেশানন্দ তর্কচূড়ামণি মহাশয় "অর্দ্ধকালীকুলপঞ্জিকা" নামে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা কাশীধাম হইতে প্রকাশ করেন। আমরা এই বংশবিবরণে কেবলমাত্র মূলবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

বংশের বিস্তৃতি

রাঘবরামের চারি পুত্র—রামদেব, রাজেন্দ্র, রামভদ্র ও রামেশ্বর। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব একবার এক শিষ্যকর্তৃক শ্রাদ্ধসভায় আহূত হয়েন। শিষ্য তাঁহাকে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসন প্রদান করায় অন্যান্য পণ্ডিতগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েন। তাঁহারা বলেন যে রামদেব যদি সত্যই দেবতা হয়েন তবে তিনি অমাবস্যা তিথিতে পূর্ণচন্দ্র দেখান। রামদেব উগ্রতপ আরম্ভ করেন—তাহাতে তাঁহার মাতা অর্দ্ধকালী ব্যগ্র হইয়া পুত্রের মর্য্যাদারক্ষার্থ রজনীতে স্বীয় করস্থিত কঙ্কণ গগনমার্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই শিষ্যগৃহে সমাগত পণ্ডিতগণ গগনে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করেন। তখন পণ্ডিতগণ রামদেবের শিষ্য হইয়া তাঁহাকে "ঠাকুর ভট্টাচার্য্য" উপাধি দেন। রাঘবরামের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্র দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাসমূহের মূর্ত্তি গঠন করিবার এক অপূর্ব্ব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ যন্ত্রে মৃত্তিকা প্রদান করিলেই অতি মনোরম মূর্ত্তিসমূহ প্রস্তুত হইত। আজও রাজেন্দ্রের রচিত মূর্ত্তিসকল অর্দ্ধকালীবংশে পূজা পাইতেছেন।

রামদেবের পাঁচ পুত্র—রামচন্দ্র, শ্যামরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও জয়রাম। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ কাশীর পণ্ডিতদের সহিত বিচার করিয়া বাঙ্গালীব্রাহ্মণের মৎস্যভক্ষণ শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করেন। শ্যামরাম বিদ্যাবাগীশ পিতার সহিত রাগারাগি করিয়া পৌলীগ্রামে গিয়া বাস করেন—তাঁহার বংশধরেরা এখনও পৌলীগ্রামে বর্ত্তমান আছেন। কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম বেথুর গ্রামে, বিষ্ণুরাম চারিপাড়া গ্রামে ও জয়রাম শিষ্যানুরোধে আগনপুর গ্রামে গমন করেন।

রামচন্দ্রের সাত পুত্রের মধ্যে ষষ্ঠপুত্র বাণেশ্বর পুকুরিয়াতে যাইয়া বাস স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামের চারি পুত্রের মধ্যে শ্রীকণ্ঠ কলাবাড়ী গ্রামে, নীলকণ্ঠ খাবাসপুর গ্রামে ও বিজয়গোবিন্দ মত্তগ্রামে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

রাঘবরাম হইতে সপ্তম অধস্তন পুরুষ পরমানন্দ বা মৃত্যুঞ্জয় অনেক শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে সেই সকল গানের সুরের নাম দেন মৃত্যুঞ্জয়ী সুর। রাঘবরামের নবম অধস্তনপুরুষ বিশ্বানন্দ স্বস্ত্যয়নকার্য্যে অসাধারণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া দেশে বিদেশে বহু সম্মান লাভ করেন।

অর্দ্ধকালীবংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহাদের অনেক শিষ্য আছে। ইঁহাদের পূজিত দেবীমূর্ত্তি জাগ্রত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

কাশ্যপ গোত্র

অর্দ্ধকালী বংশাবলী

মিতরা গ্রাম।*

- ১ শ্রীশ্রী৺রাঘবরাম ও শ্রীশ্রী৺অর্দ্ধকালিকা দেবী
  - ২ রামদেব (প্রকাশনাম ঠাকুর ভট্টাচার্য্য)
    - ৩ রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
      - ৪ শ্রীরাম
        - ৫ রামগোবিন্দ
          - ৬ রামানন্দ
            - ৭ পরমানন্দ (প্রকাশ নাম মৃত্যুঞ্জয়)
              - ৮ কালিকানাথ
                - ৯ কৃষ্ণানন্দ
            - ব্রহ্মানন্দ (প্রকাশ নাম রাজনারায়ণ)
              - হরানন্দ
                - বিশ্বানন্দ
                  - ১০ হৃদয়ানন্দ
                  - উমেশানন্দ
                  - সারদানন্দ
                  - বিচিত্রানন্দ
                - বুদ্ধানন্দ
            - সদানন্দ
            - অমৃতানন্দ
            - ভৈরবানন্দ
            - পূর্ণানন্দ
            - জগদানন্দ
              - সর্ব্বানন্দ
                - মাধবানন্দ (দত্তক)
                  - দীনেশানন্দ (দত্তক)
              - মহিমানন্দ
                - মহেশানন্দ তর্কসিদ্ধান্ত
                  - মথুরানন্দ
                - যাদবানন্দ
                  - নরেশানন্দ
                  - বিজয়ানন্দ
            - মহানন্দ
              - ভুবনানন্দ
                - উমানন্দ
                  - কেশবানন্দ
                  - অভয়ানন্দ
                  - অক্ষয়ানন্দ (অনুদ্দেশ)
                  - বিদ্যানন্দ
            - জ্ঞানানন্দ
          - শিবানন্দ
        - শ্রীকণ্ঠ (কলাগাড়ি)
        - নীলকণ্ঠ (থাবাসপুর)
        - বিজয়গোবিন্দ (মত্তগ্রাম)
      - কাশীশ্বর সিদ্ধান্ত
      - ঘনশ্যাম
      - সদাশিব
      - বাণেশ্বর (পুকুরিয়া)
      - রঘুদেব
    - শ্যামরাম বিদ্যাবাগীশ (পোলী গ্রাম)
    - কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম (বেথুর গ্রাম)
    - বিষ্ণুরাম (চারিপাড়া)
    - জয়রাম (আগনপুর)
  - রাজেন্দ্র
  - রামভদ্র
  - রামেশ্বর

* ঢাকা জেলা সবডিভিসন্ মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মিতরা গ্রাম।

কলাগাড়ী গ্রাম।

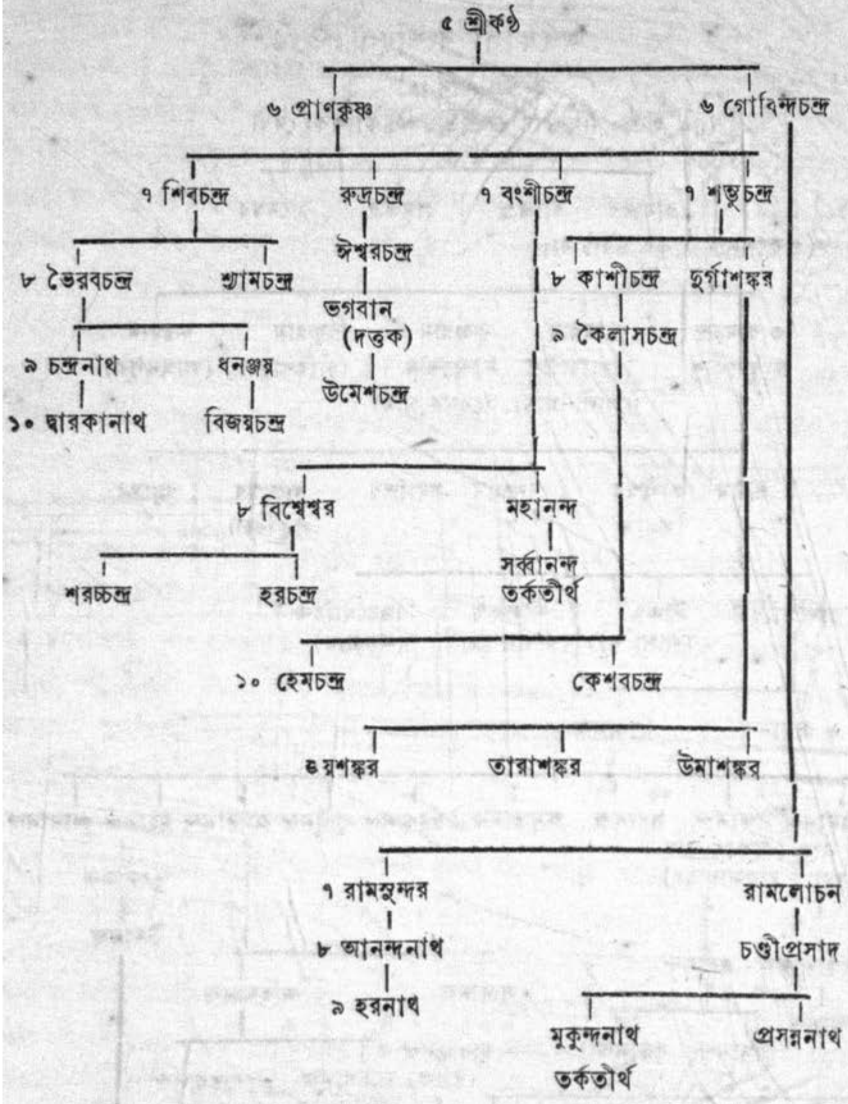
৫ শ্রীকণ্ঠ
৬ প্রাণকৃষ্ণ
৬ গোবিন্দচন্দ্র
৭ শিবচন্দ্র
রুদ্রচন্দ্র
৭ বংশীচন্দ্র
৭ শম্ভুচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
৮ ভৈরবচন্দ্র
শ্যামচন্দ্র
৮ কাশীচন্দ্র
দুর্গাশঙ্কর
ভগবান
(দত্তক)
৯ কৈলাসচন্দ্র
৯ চন্দ্রনাথ
ধনঞ্জয়
উমেশচন্দ্র
১০ দ্বারকানাথ
বিজয়চন্দ্র
৮ বিশ্বেশ্বর
মহানন্দ
সর্ব্বানন্দ
তর্কতীর্থ
শরচ্চন্দ্র
হরচন্দ্র
১০ হেমচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
জয়শঙ্কর
তারাশঙ্কর
উমাশঙ্কর
৭ রামসুন্দর
রামলোচন
৮ আনন্দনাথ
চণ্ডীপ্রসাদ
৯ হরনাথ
মুকুন্দনাথ
তর্কতীর্থ
প্রসন্ননাথ

খাবাসপুর গ্রাম।

- ৫ নীলকণ্ঠ
  - ৬ কৃষ্ণকান্ত
    - ৭ চন্দ্রশেখর
      - কালীকৃষ্ণ
      - কৃষ্ণমোহন
      - ৮ গোপীমোহন
        - ৯ তারিণীমোহন
        - উমেশচন্দ্র তর্কভূষণ
        - শরচ্চন্দ্র
    - রতনকৃষ্ণ
      - আনন্দমোহন
      - জগন্মোহন
    - গোপালকৃষ্ণ পঞ্চানন
    - ৭ রামকৃষ্ণ
      - ৮ হরমোহন
        - ১ম পক্ষে
          - ৯ বিশ্বমোহন
        - ২য় পক্ষে
          - নলিনীমোহন
          - অশ্বিনীমোহন
          - যামিনীমোহন
          - সুরেন্দ্রমোহন
  - ৬ গৌরীকান্ত
    - কমলাকান্ত
    - বল্লভীকান্ত
    - রতিকান্ত
    - ৭ রুদ্রকান্ত
      - ৮ চন্দ্রকান্ত
        - ৯ দুর্গাকান্ত
          - ১০ ভবানীকান্ত
          - কামিনীকান্ত
  - রমাকান্ত
    - জয়কান্ত (দত্তক)
      - রজনীকান্ত
        - রমণীকান্ত
  - লক্ষ্মীকান্ত

- ৫ বিজয়গোবিন্দ (মত্তগ্রাম)
  - ৬ মুরলীধর
    - ৭ বিদ্যাধর
      - ৮ পঞ্চানন
        - ৯ শশিচন্দ্র
          - ১০ সতীশচন্দ্র (দত্তক)
        - যাদবচন্দ্র
          - যদুনাথ
        - কালীচন্দ্র
          - ১ম পক্ষে
            - যোগেন্দ্রচন্দ্র
            - দেবেন্দ্রচন্দ্র
            - জিতেন্দ্রচন্দ্র
            - হেমেন্দ্রচন্দ্র
            - নগেন্দ্রচন্দ্র
    - ধরণীধর
    - সদানন্দ

- ৪ কাশীশ্বর সিদ্ধান্ত (মিতরা গ্রাম)
  - ৫ শিবশঙ্কর
    - ৬ হরশঙ্কর
      - ৭ জয়শঙ্কর
        - ৮ সারদাশঙ্কর
          - ৯ পার্ব্বতীশঙ্কর
          - শ্যামাশঙ্কর
          - রেবতীশঙ্কর
    - ৬ কালীশঙ্কর
      - ৭ ভবানীশঙ্কর
        - ৮ করুণাশঙ্কর
          - ৯ ভবশঙ্কর
          - ভবতীশঙ্কর
          - মধুশঙ্কর
          - মোহিনীশঙ্কর
        - রজনীশঙ্কর
        - বরদাশঙ্কর তর্কালঙ্কার
        - প্রসন্নশঙ্কর
      - দুর্গাশঙ্কর

- ৩ কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম (বেথুর গ্রাম)
  - ৪ শিবরাম
    - ৫ রামশঙ্কর (দত্তক)
      - ৬ গৌরীকান্ত
        - ৭ কমলাকান্ত
          - ৮ রাজকান্ত
          - রমণীকান্ত
            - ৯ রোহিণীকান্ত
              - ১০ কুমুদকান্ত
            - সূর্য্যকান্ত
              - যামিনীকান্ত
            - উদয়কান্ত
            - হৃদয়কান্ত
          - দুর্গাকান্ত
            - রেবতী-কান্ত
            - জয়কান্ত
            - রজনী-কান্ত
            - নলিনী-কান্ত
          - শ্রীকান্ত
          - আনন্দকান্ত
            - সারদাকান্ত
        - উমাশঙ্কর
          - কাশীকান্ত
            - ১ম পক্ষে
              - শিবকান্ত
              - তারিণীকান্ত
            - ২য় পক্ষে
              - বিজয়কান্ত
              - গিরিজাকান্ত

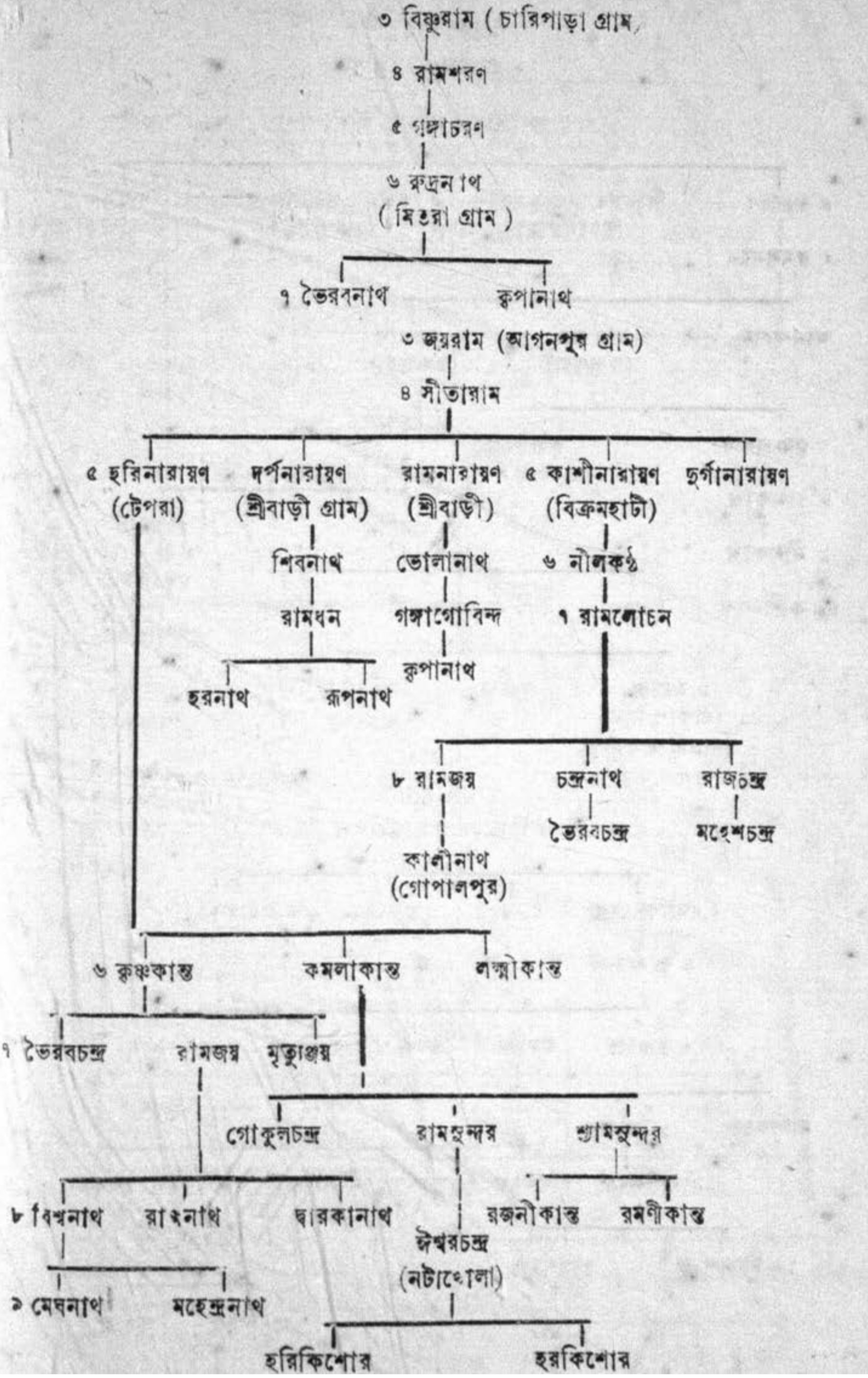
৩ বিষ্ণুরাম (চারিপাড়া গ্রাম)
৪ রামশরণ
৫ গঙ্গাচরণ
৬ রুদ্রনাথ
(মিতরা গ্রাম)
৭ ভৈরবনাথ
কৃপানাথ
৩ জয়রাম (আগনপুর গ্রাম)
৪ সীতারাম
৫ হরিনারায়ণ
(টেপরা)
দর্পনারায়ণ
(শ্রীবাড়ী গ্রাম)
রামনারায়ণ
(শ্রীবাড়ী)
৫ কাশীনারায়ণ
(বিক্রমহাটী)
দুর্গানারায়ণ
শিবনাথ
ভোলানাথ
৬ নীলকণ্ঠ
রামধন
গঙ্গাগোবিন্দ
৭ রামলোচন
কৃপানাথ
হরনাথ
রূপনাথ
৮ রামজয়
চন্দ্রনাথ
রাজচন্দ্র
ভৈরবচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
কালীনাথ
(গোপালপুর)
৬ কৃষ্ণকান্ত
কমলাকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত
৭ ভৈরবচন্দ্র
রামজয়
মৃত্যুঞ্জয়
গোকুলচন্দ্র
রামসুন্দর
শ্যামসুন্দর
৮ বিশ্বনাথ
রাঘনাথ
দ্বারকানাথ
ঈশ্বরচন্দ্র
(নটাখোলা)
রজনীকান্ত
রমণীকান্ত
৯ মেঘনাথ
মহেন্দ্রনাথ
হরিকিশোর
হরকিশোর

মিতরা গ্রাম

- ২ রাজেন্দ্রদেব
  - ৩ রামগোপাল বাচস্পতি *
    - ৪ রুদ্রদেব
      - ৫ কমলনয়ন
        - আনন্দরাম
        - ৬ রাজকৃষ্ণ (কৃষ্ণপুরা)
          - ৭ কৃষ্ণপ্রসাদ
            - ৮ রাজকান্ত
              - ৯ নীলকান্ত
                - ১০ কাশীকান্ত
          - কৃষ্ণকান্ত
        - ৬ কৃষ্ণনাথ (কৃষ্ণপুরা)
          - ৭ রামনাথ
            - জগদ্বন্ধু
            - ৮ গৌরচন্দ্র
              - ৯ হরচন্দ্র (প্রকাশ নাম হরানন্দ অবধৌত)
              - পূর্ণচন্দ্র
              - সতীশচন্দ্র
            - কালীচন্দ্র
          - ৭ বৈদ্যনাথ
            - ৮ রক্ষাকর
              - বরদাকিঙ্কর
    - বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্তবাগীশ (ব্রাহ্মণগ্রাম)
    - শিবদেব তর্কসিদ্ধান্ত (হরিণা গ্রাম)
    - বনদেব (বাড়াবাড়ী গ্রাম)

ব্রাহ্মণ গ্রাম

- ৪ বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্তবাগীশ
  - ৫ গোবিন্দদেব
    - ৬ কৃষ্ণেশ্বর
      - ৭ কৃষ্ণচন্দ্র
        - মাণিকচন্দ্র
        - ৮ শিবচন্দ্র
          - ৯ বাউলচন্দ্র
            - ১০ দীনেশচন্দ্র
            - দুর্গেশচন্দ্র
      - রামচন্দ্র
        - রামকমল
        - রুদ্রকমল
        - নীলকমল
        - কালীকমল
          - ভবানীচরণ
            - বিনোদচন্দ্র
            - পূর্ণচন্দ্র
        - হরকমল
      - ভৈরবচন্দ্র
      - কাশীচন্দ্র
      - লক্ষ্মীকান্ত
        - শম্ভুচন্দ্র
  - বামদেব
  - শুকদেব
  - ৫ জয়দেব

* ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি কৃষ্ণপুরা, ব্রাহ্মণগ্রাম, দুর্গানগর, হরিণা, কলম ও বাড়াবাড়ী বাস করিতেছেন।

- ৫ জয়দেব
  - ৬ গঙ্গাপ্রসাদ
    - ৭ রাধানাথ
      - ৮ আনন্দনিধি
        - ৯ কৈলাসচন্দ্র
        - ললনচন্দ্র
      - দুর্গানাথ
    - কাশীনাথ
      - কেশবনাথ
        - কেদারনাথ
          - কৌশিকীনাথ
        - কুবেরনাথ
        - রাজীবনাথ
  - গৌরীপ্রসাদ
    - ব্রজনাথ
    - শ্রীনাথ
      - রাজনাথ
    - রূপনাথ
      - ভবতীনাথ
        - ভগবানচন্দ্র
  - দেবীপ্রসাদ
    - হরনাথ
      - রুদ্রনাথ
      - বৈকুণ্ঠনাথ
        - অমৃতনাথ
    - কৃপানাথ
      - দ্বারকানাথ
        - হৃদয়নাথ
  - চণ্ডীপ্রসাদ
    - চন্দ্রনাথ
      - শম্ভুনাথ
      - মুকুন্দনাথ
  - কুঞ্জেশ্বর
    - গোলকনাথ
      - প্রসন্ননাথ
        - প্রমথনাথ
          - প্রিয়নাথ

মিতরা গ্রাম

- ৪ কাশীশ্বর সিদ্ধান্ত
  - ৫ শিবশঙ্কর
    - ৬ হরশঙ্কর
      - ৭ জয়শঙ্কর
        - ৮ সারদাশঙ্কর
          - ৯ পার্ব্বতী-শঙ্কর
          - শ্যামা-শঙ্কর
          - রেবতী-শঙ্কর
    - ৬ কালীশঙ্কর
      - ৭ ভবানীশঙ্কর
        - ৮ করুণাশঙ্কর
          - ৯ ভবশঙ্কর
          - ভবতীশঙ্কর
          - মধুশঙ্কর
          - মোহিনীশঙ্কর
        - রজনীশঙ্কর
        - বরদাশঙ্কর তর্কালঙ্কার
        - প্রসন্নশঙ্কর
      - দুর্গাশঙ্কর

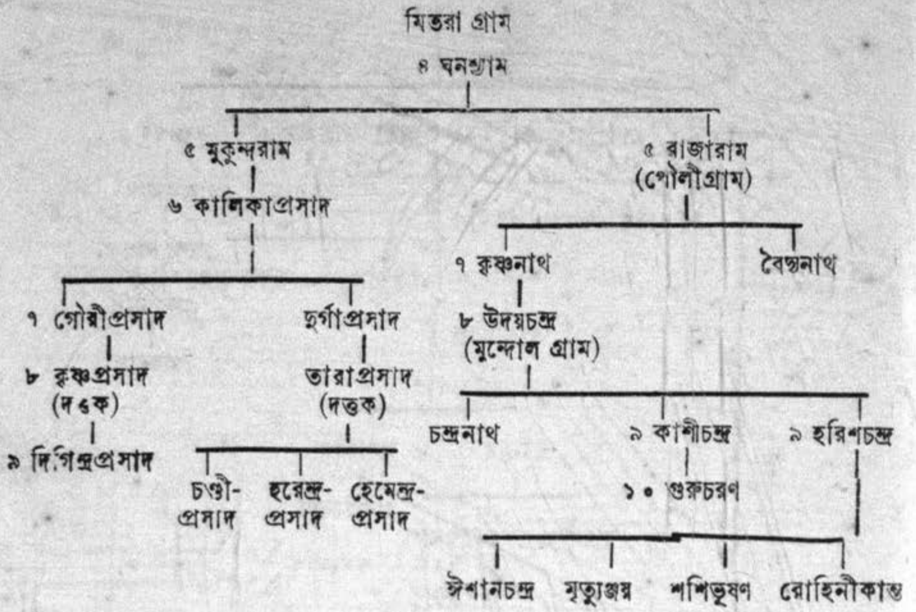
মিতরা গ্রাম
৪ ঘনশ্যাম
৫ মুকুন্দরাম
৫ রাজারাম
(গৌলীগ্রাম)
৬ কালিকাপ্রসাদ
৭ কৃষ্ণনাথ
বৈদ্যনাথ
৭ গৌরীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
৮ উদয়চন্দ্র
(মুন্দোল গ্রাম)
৮ কৃষ্ণপ্রসাদ
(দত্তক)
তারাপ্রসাদ
(দত্তক)
চন্দ্রনাথ
৯ কাশীচন্দ্র
৯ হরিশচন্দ্র
৯ দিগিন্দ্রপ্রসাদ
চণ্ডী-
প্রসাদ
হরেন্দ্র-
প্রসাদ
হেমেন্দ্র-
প্রসাদ
১০ গুরুচরণ
ঈশানচন্দ্র
মৃত্যুঞ্জয়
শশিভূষণ
রোহিনীকান্ত

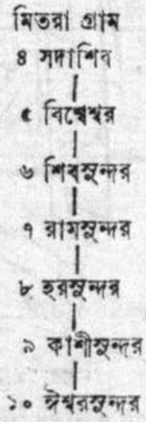
মিতরা গ্রাম
৪ সদাশিব
৫ বিশ্বেশ্বর
৬ শিবসুন্দর
৭ রামসুন্দর
৮ হরসুন্দর
৯ কাশীসুন্দর
১০ ঈশ্বরসুন্দর

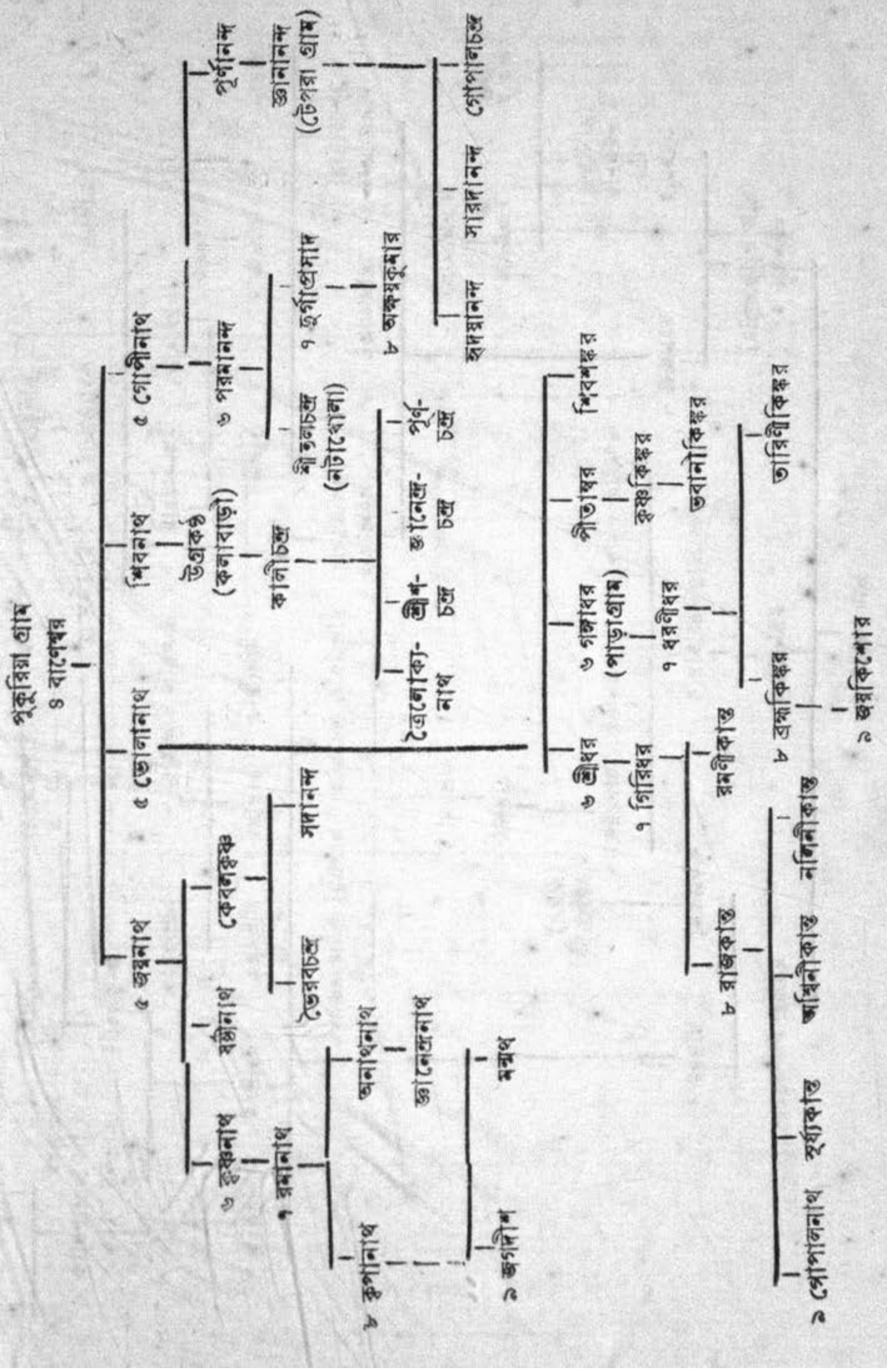
পুকুরিয়া গ্রাম
৪ বাণেশ্বর
৫ জয়নাথ
৫ ভোলানাথ
শিবনাথ
৫ গোপীনাথ
৬ কৃষ্ণনাথ
ষষ্ঠীনাথ
কেবলকৃষ্ণ
উগ্রকণ্ঠ (কলাবাড়ী)
৬ পরমানন্দ
পূর্ণানন্দ
৭ রমানাথ
ভৈরবচন্দ্র
সদানন্দ
কালীচন্দ্র
শীতলচন্দ্র (নটাখোলা)
৭ দুর্গাপ্রসাদ
জ্ঞানানন্দ (টেপরা গ্রাম)
৮ কৃপানাথ
অনাথনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
৮ অক্ষয়কুমার
ত্রৈলোক্য-নাথ
শ্রীশ-চন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র-চন্দ্র
পূর্ণ-চন্দ্র
হৃদয়ানন্দ
সারদানন্দ
গোপালচন্দ্র
৯ জগদীশ
মন্মথ
৬ শ্রীধর
৬ গঙ্গাধর (পাড়াগ্রাম)
পীতাম্বর
শিবশঙ্কর
৭ গিরিধর
৭ ধরণীধর
কৃষ্ণকিঙ্কর
ভবানীকিঙ্কর
৮ রাজকান্ত
রমণীকান্ত
৮ ব্রহ্মকিঙ্কর
তারিণীকিঙ্কর
৯ গোপালনাথ
সূর্য্যকান্ত
অশ্বিনীকান্ত
নলিনীকান্ত
৯ জয়কিশোর

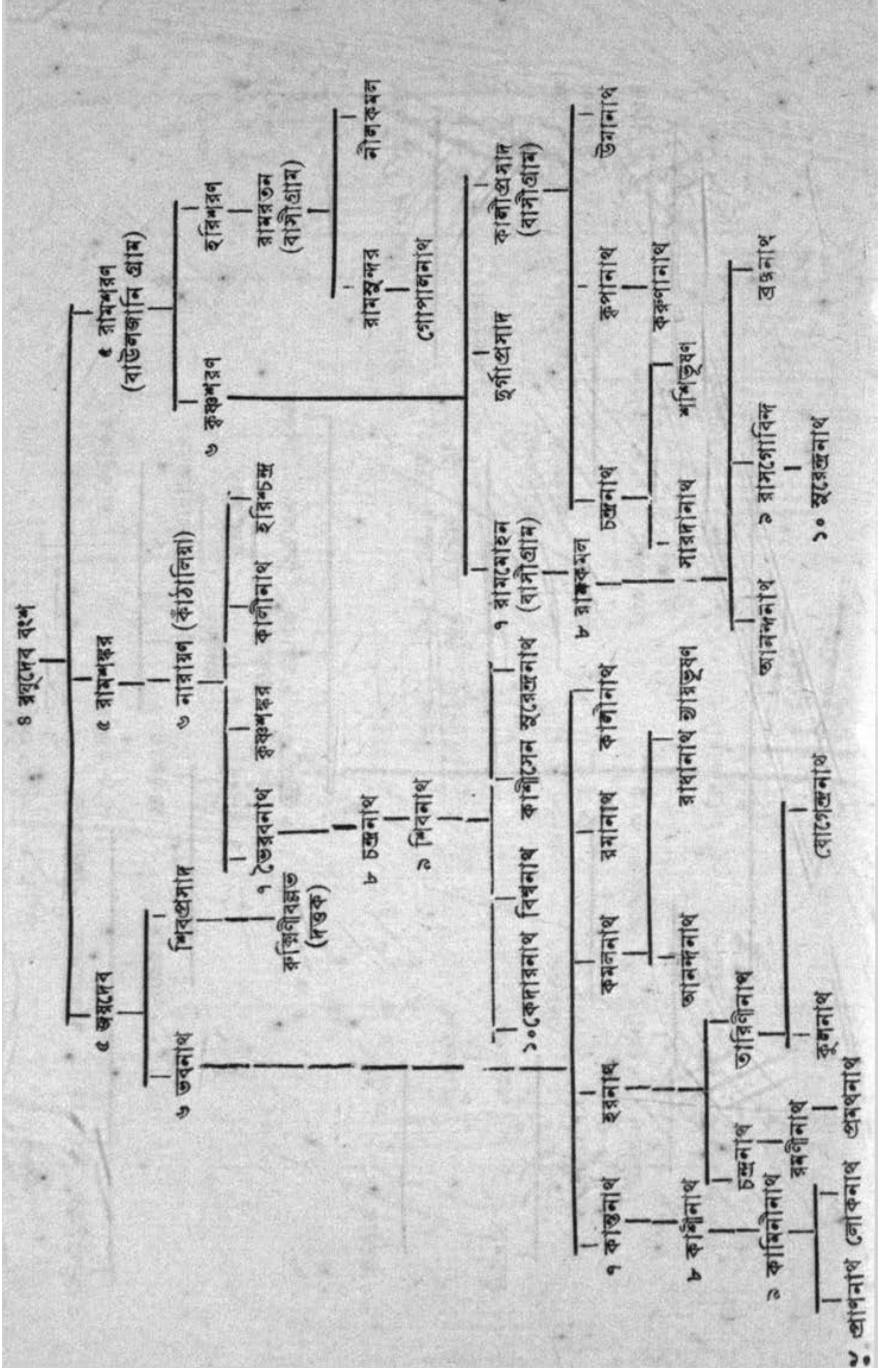
৪ ধ্রুবদেব বংশ
৫ জয়দেব
৫ রামশঙ্কর
৫ রামশরণ (বাউলজানি গ্রাম)
৬ ভবনাথ
শিবপ্রসাদ
৬ নারায়ণ (কাঁঠালিয়া)
৬ কৃষ্ণশরণ
হরিশরণ
৭ ভৈরবনাথ
কৃষ্ণশঙ্কর
কালীনাথ
হরিশ্চন্দ্র
রুক্মিণীবল্লভ (দত্তক)
রামরতন (বাসীগ্রাম)
৮ চন্দ্রনাথ
৯ শিবনাথ
রামসুন্দর
নীলকমল
গোপালনাথ
১০কেদারনাথ
বিশ্বনাথ
কালীসেন
সুরেন্দ্রনাথ
৭ রামমোহন (বাসীগ্রাম)
দুর্গাপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ (বাসীগ্রাম)
৮ রাজকমল
৭ কান্তনাথ
হরনাথ
কমলনাথ
রমানাথ
কালীনাথ
চন্দ্রনাথ
কৃপানাথ
উমানাথ
৮ কাশীনাথ
আনন্দনাথ
রাধানাথ
শ্যামভূষণ
সারদানাথ
শশিভূষণ
করুণানাথ
চন্দ্রনাথ
তারিণীনাথ
আনন্দনাথ
৯ রাসগোবিন্দ
ব্রজনাথ
৯ কামিনীনাথ
রমণীনাথ
কুঞ্জনাথ
যোগেন্দ্রনাথ
১০ সুরেন্দ্রনাথ
১০ প্রাণনাথ
লোকনাথ
প্রমথনাথ

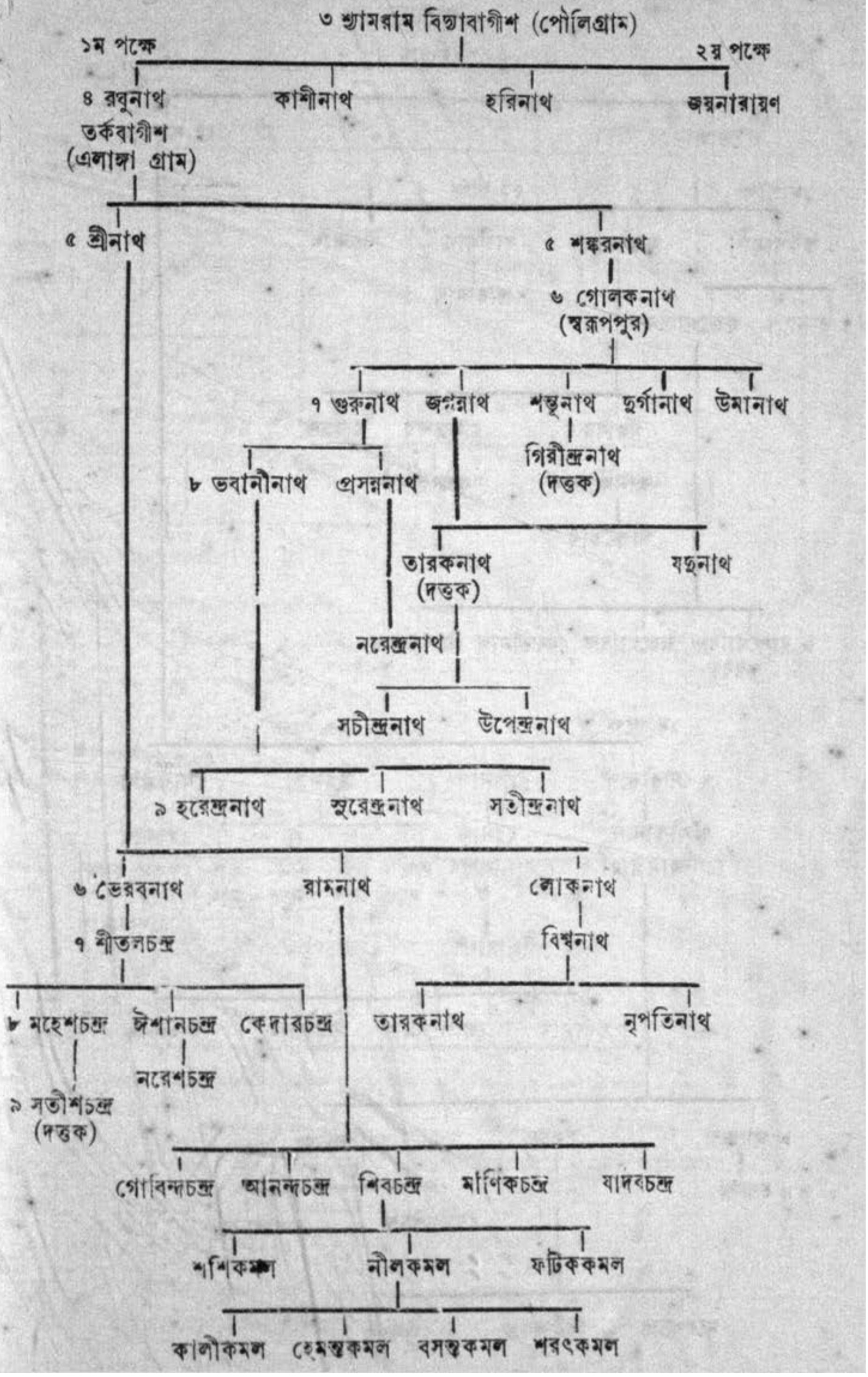
৩ শ্যামরাম বিদ্যাবাগীশ (পৌলিগ্রাম)
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
৪ রঘুনাথ তর্কবাগীশ (এলাঙ্গা গ্রাম)
কাশীনাথ
হরিনাথ
জয়নারায়ণ
৫ শ্রীনাথ
৫ শঙ্করনাথ
৬ গোলকনাথ (স্বরূপপুর)
৭ গুরুনাথ
জগন্নাথ
শম্ভুনাথ
দুর্গানাথ
উমানাথ
গিরীন্দ্রনাথ (দত্তক)
৮ ভবানীনাথ
প্রসন্ননাথ
তারকনাথ (দত্তক)
যদুনাথ
নরেন্দ্রনাথ
সচীন্দ্রনাথ
উপেন্দ্রনাথ
৯ হরেন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
সতীন্দ্রনাথ
৬ ভৈরবনাথ
রামনাথ
লোকনাথ
৭ শীতলচন্দ্র
বিশ্বনাথ
৮ মহেশচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
কেদারচন্দ্র
তারকনাথ
নৃপতিনাথ
নরেশচন্দ্র
৯ সতীশচন্দ্র (দত্তক)
গোবিন্দচন্দ্র
আনন্দচন্দ্র
শিবচন্দ্র
মাণিকচন্দ্র
যাদবচন্দ্র
শশিকমল
নীলকমল
ফটিককমল
কালীকমল
হেমন্তকমল
বসন্তকমল
শরৎকমল

- ৪ কাশীনাথ (পৌলিগ্রাম)
  - ৫ ভোলানাথ
    - ১ম পক্ষে — ৬ করুণানাথ
      - ৭ ভবনাথ
      - গুরুগোবিন্দ
        - ৮ রাসগোবিন্দ তন্ত্ররত্ন
        - জয়গোবিন্দ
        - রেবতীনাথ
        - উপেন্দ্রনাথ
    - কমলনাথ
      - গঙ্গাধর
        - জানকীনাথ
          - আশুতোষ
      - রামসুন্দর
        - জগৎসুন্দর
      - রামচন্দ্র
    - ২য় পক্ষে — রাজনাথ
      - তারানাথ
    - গুরুনাথ
  - ৫ শম্ভুনাথ
    - ১ম পক্ষে — ৬ গৌরীনাথ
      - ৭ সীতানাথ (পৌজানগ্রাম)
        - ৮ জগচ্চন্দ্র
          - ৯ হরচন্দ্র
        - রুদ্রচন্দ্র
          - মহেশচন্দ্র
          - গিরীশচন্দ্র
          - পূর্ণচন্দ্র
        - গোবিন্দচন্দ্র
          - যোগেশচন্দ্র
          - কেদারচন্দ্র
    - বাণীনাথ
      - হরনাথ (গোপালপুর)
        - গোপীনাথ
          - দুর্গানাথ
          - গোপালনাথ
          - কুমুদনাথ
          - উমেশচন্দ্র
    - ২য় পক্ষে — ব্রজনাথ
      - লক্ষ্মীনাথ
      - দুর্গানাথ
      - দীননাথ
      - রূপনাথ
    - লোকনাথ
      - দেবনাথ (ফলদা গ্রাম)
        - গোপালনাথ

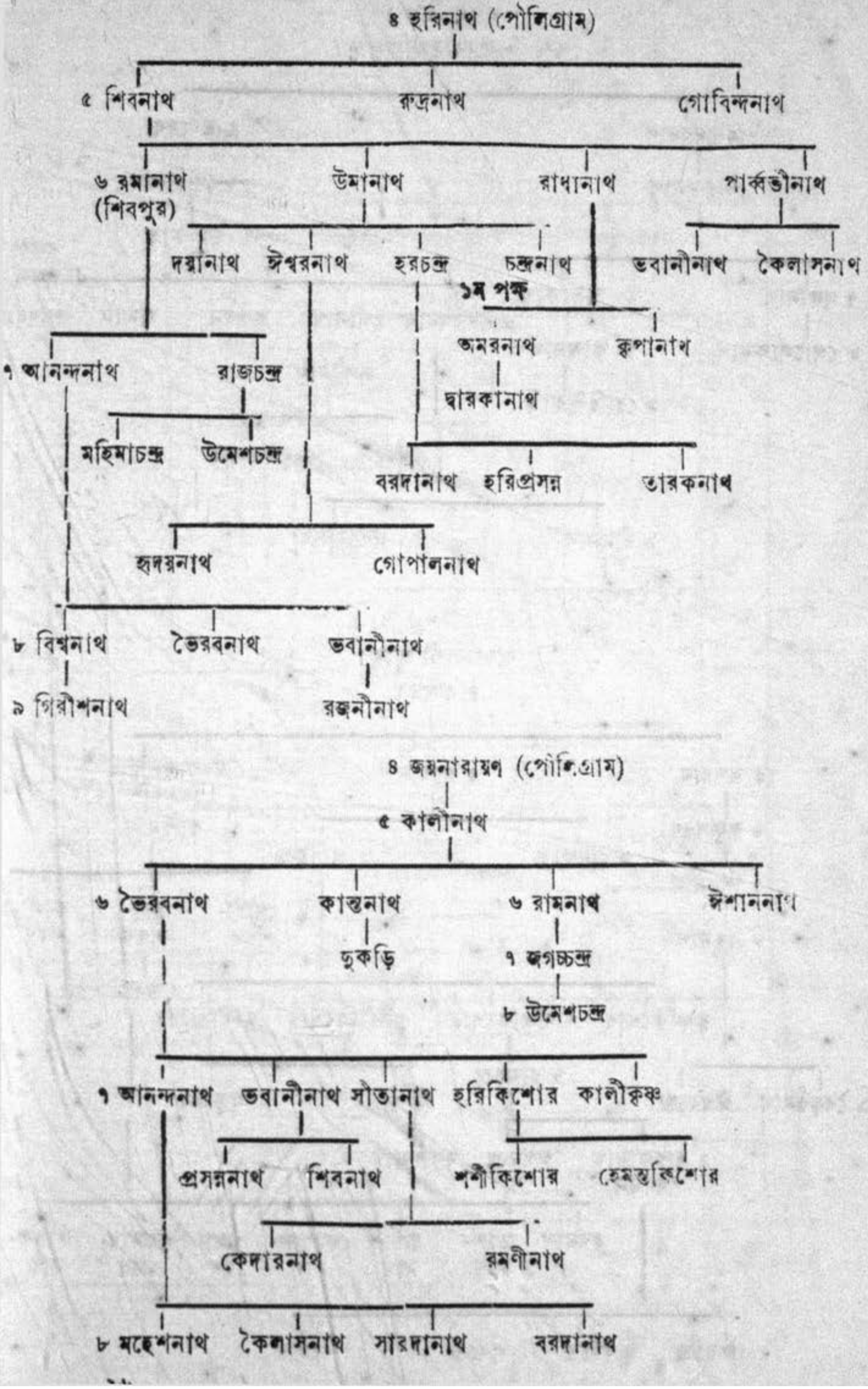
৪ হরিনাথ (পৌলিগ্রাম)
৫ শিবনাথ
রুদ্রনাথ
গোবিন্দনাথ
৬ রমানাথ (শিবপুর)
উমানাথ
রাধানাথ
পার্ব্বতীনাথ
দয়ানাথ
ঈশ্বরনাথ
হরচন্দ্র
চন্দ্রনাথ
ভবানীনাথ
কৈলাসনাথ
১ম পক্ষ
অমরনাথ
কৃপানাথ
দ্বারকানাথ
৭ আনন্দনাথ
রাজচন্দ্র
মহিমাচন্দ্র
উমেশচন্দ্র
বরদানাথ
হরিপ্রসন্ন
তারকনাথ
হৃদয়নাথ
গোপালনাথ
৮ বিশ্বনাথ
ভৈরবনাথ
ভবানীনাথ
৯ গিরীশনাথ
রজনীনাথ
৪ জয়নারায়ণ (পৌলিগ্রাম)
৫ কালীনাথ
৬ ভৈরবনাথ
কান্তনাথ
৬ রামনাথ
ঈশাননাথ
তুকড়ি
৭ জগচ্চন্দ্র
৮ উমেশচন্দ্র
৭ আনন্দনাথ
ভবানীনাথ
সীতানাথ
হরিকিশোর
কালীকৃষ্ণ
প্রসন্ননাথ
শিবনাথ
শশীকিশোর
হেমন্তকিশোর
কেদারনাথ
রমণীনাথ
৮ মহেশনাথ
কৈলাসনাথ
সারদানাথ
বরদানাথ

হরিণা গ্রাম।

৪ শিবদেব তর্কসিদ্ধান্ত।

- ৫ দেবনাথ
  - ৬ রুদ্রনাথ
    - ৭ গঙ্গানাথ
      - ৮ গোলোকনাথ
    - ৭ প্রভাকান্ত
      - ৮ কান্তনাথ
        - ৯ রোহিণীকান্ত
- ৫ ভবদেব
  - ৬ গৌরীনাথ
    - ৭ উমাকান্ত
      - ৮ ভৈরবনাথ
        - ৯ দীননাথ
          - ১০ কৈলাসনাথ
        - ঈশাননাথ
      - দুর্গানাথ
        - লক্ষ্মীনাথ
          - চন্দ্রনাথ
          - বসন্তনাথ
      - কৃষ্ণধন
      - রামধন
      - প্রাণধন

বাড্ডাবাড়ী গ্রাম।

৪ বলদেব

- ৫ রূপরাম
  - ৬ কৃষ্ণশরণ
    - ৭ শিবনাথ
      - ৮ ব্রহ্মনাথ
        - ৯ বৈকুণ্ঠনাথ
        - ঈশ্বরচন্দ্র
- ৫ রঘুরাম
  - ৬ রামকান্ত
  - ৬ প্রাণকৃষ্ণ
    - কৃষ্ণকিশোর
    - ৭ রাজকিশোর
      - ৮ রাজচন্দ্র
        - ৯ দ্বারকানাথ পঞ্চানন
          - ১০ প্রসন্নচন্দ্র
          - হৃদয়চন্দ্র
          - পূর্ণচন্দ্র
          - শরচ্চন্দ্র
        - জগচ্চন্দ্র
    - গৌরীকিশোর
    - কালীপ্রসাদ
      - হরচন্দ্র
        - মুকুন্দনাথ
      - মৃত্যুঞ্জয়
- রমারাম
  - কাশীনাথ
    - গৌরীশঙ্কর
    - রুদ্রশঙ্কর
      - ভবানীশঙ্কর
        - হরনাথ
        - তারানাথ
        - দুর্গানাথ
        - গোপালনাথ
        - গঙ্গাধর
        - কেদারনাথ
        - তারকনাথ
    - কালীশঙ্কর

মিতরা গ্রাম।

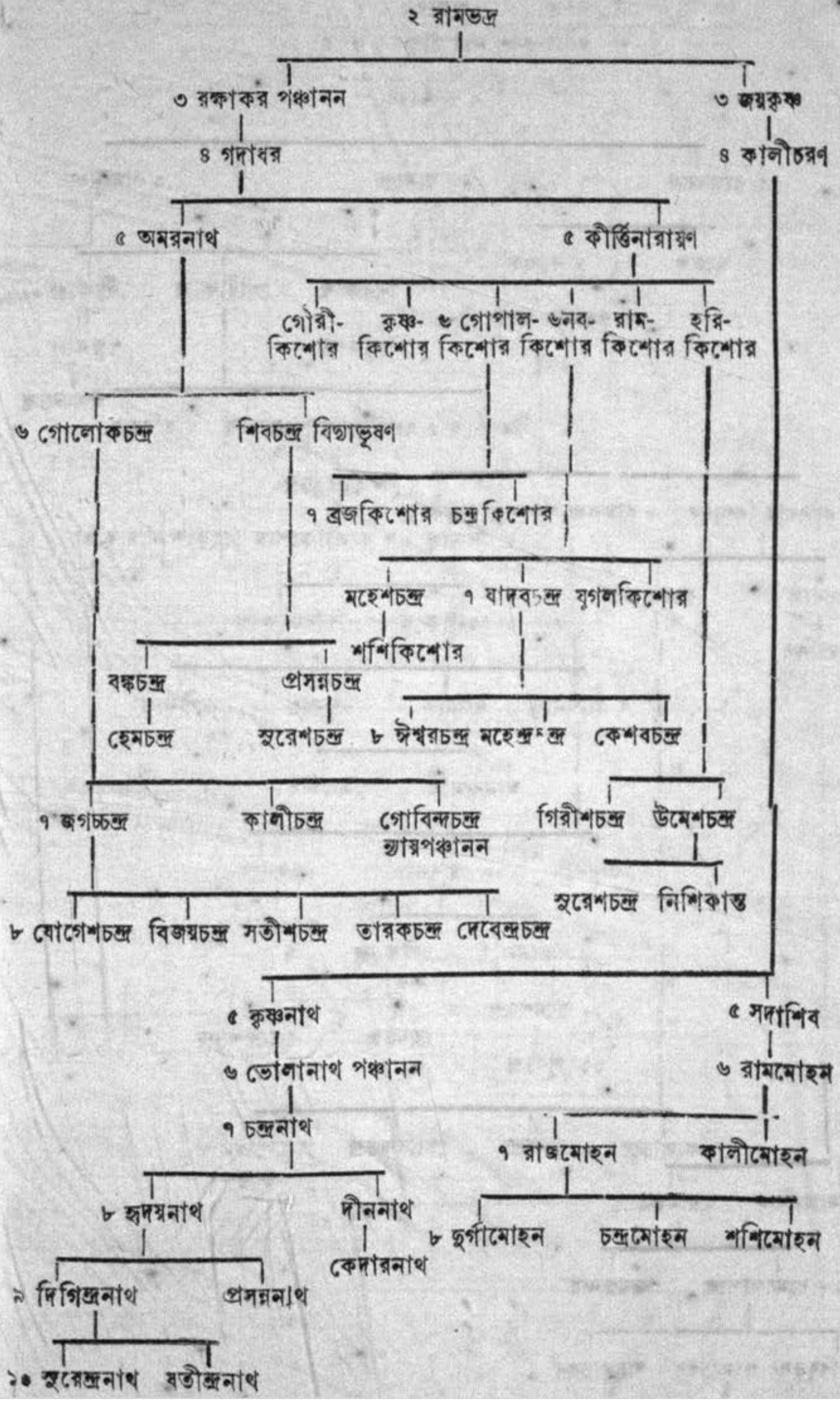
২ রামভদ্র
৩ রক্ষাকর পঞ্চানন
৩ জয়কৃষ্ণ
৪ গদাধর
৪ কালীচরণ
৫ অমরনাথ
৫ কীর্ত্তিনারায়ণ
গৌরী-কিশোর
কৃষ্ণ-কিশোর
৬ গোপাল-কিশোর
৬নব-কিশোর
রাম-কিশোর
হরি-কিশোর
৬ গোলোকচন্দ্র
শিবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ ব্রজকিশোর
চন্দ্রকিশোর
মহেশচন্দ্র
৭ যাদবচন্দ্র
যুগলকিশোর
শশিকিশোর
বঙ্কচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
হেমচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
৮ ঈশ্বরচন্দ্র
মহেন্দ্রচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
৭ জগচ্চন্দ্র
কালীচন্দ্র
গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন
গিরীশচন্দ্র
উমেশচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
নিশিকান্ত
৮ যোগেশচন্দ্র
বিজয়চন্দ্র
সতীশচন্দ্র
তারকচন্দ্র
দেবেন্দ্রচন্দ্র
৫ কৃষ্ণনাথ
৫ সদাশিব
৬ ভোলানাথ পঞ্চানন
৬ রামমোহন
৭ চন্দ্রনাথ
৭ রাজমোহন
কালীমোহন
৮ হৃদয়নাথ
দীননাথ
৮ দুর্গামোহন
চন্দ্রমোহন
শশিমোহন
কেদারনাথ
৯ দিগিন্দ্রনাথ
প্রসন্ননাথ
১০ সুরেন্দ্রনাথ
যতীন্দ্রনাথ

পণ্ডিতবাটী গ্রাম।

দ্বিজদেব
(প্রকাশ নাম ঠাকুর চক্রবর্ত্তী)

- ২ রূপমাধব
  - ৩ রাজবল্লভ
    - গঙ্গেশ
    - ৪ রত্নগর্ভ
      - ৫ কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ
        - ৬ রতিরাম বিশারদ
          - ৭ রঘুনাথ
            - ৮ সদাশিব
              - ৯ রামগোবিন্দ
              - রামজয়
                - ১০ রামগোপাল
                  - ১১ বিধুভূষণ
                  - শ্যামাচরণ
                  - অন্নদাচরণ
                - জয়সুন্দর
          - কৃষ্ণনাথ
            - কালীচন্দ্র
            - রামচন্দ্র
            - গোবিন্দচন্দ্র
            - গোলোকনাথ (দত্তক)
        - ৬ রামকৃষ্ণ পঞ্চানন
          - ৭ প্রাণনাথ
            - রুদ্রনাথ
            - ৮ গৌরনাথ
              - ৯ পঞ্চানন
                - ১০ উমেশচন্দ্র
                  - ১১ পূর্ণচন্দ্র
              - ফটিকচন্দ্র
                - হেমচন্দ্র
                - যোগেশচন্দ্র
            - ব্রজনাথ
              - জানকীনাথ
          - জগন্নাথ
            - আনন্দনাথ
            - রামসুন্দর
          - চন্দ্রনাথ
          - গোপীনাথ
        - রামকান্ত সিদ্ধান্ত
  - রামচন্দ্র
  - ৩ রামানন্দ
    - শিবকান্ত
      - হরকান্ত
    - ৪ গৌরীকান্ত
      - উমাকান্ত
      - ৫ বল্লভীকান্ত
        - ৬ ভৈরবচন্দ্র
          - ৭ কালীকিশোর (প্রকাশ নাম হরি)
            - ৮ রজনীকান্ত
            - গিরিজাকান্ত
      - রাজকান্ত
      - হরিরাম
    - শ্রীকান্ত
      - শম্ভুনাথ
        - ঈশানচন্দ্র

কাশ্যপগোত্র—সিদ্ধ শ্রোত্রিয়

করঞ্জ গাঞি—কাউনদিয়া সমাজ।

১৩ দিবাকর

১৪ লাঙ্গুলী ওঝা

১৫ ভিক্ষাকর

আপাই   ১৬ তপাই   ১৬ গোপাই

১৭ রাজপণ্ডিত খাঁ

১৮ তরণী মহাপাত্র   বাসুদেব

১৯ কেদার মহাপাত্র

২০ কবিরঙ্গ খাঁ

মং শুভঙ্কর   ২১ মং রামভদ্র   শুক্রাম্বর পাঠক   ২১ উমাপতি

২২ ধর্ম্ম খাঁ

১ম পক্ষে   ২য় পক্ষে

বাণীবিলাস   ২২ মং মাধব রায়   মং নরহরি   ২৩ মং নরসিংহ

গোবিন্দ রায়   ২৩ সুবুদ্ধি রায়   ২৩ কন্দর্প রায়   গোপীরায়   রামকৃষ্ণ রায়   ২৪ উমানন্দ ভৌমিক

২৪ ঠাকুর কোকাই

২৪ রঘুনাথ মৌলিক

২৫ উমাপতি ভট্টাচার্য্য   ২৫ চণ্ডীপ্রসাদ   মহেশ

২৫ জগন্নাথ মৌলিক

২৬ শঙ্কর

২৬ যদু সিকদার   ২৬ শ্রীনাথ আচার্য্য

২৭ শ্যাম রাজারাম রামশরণ গোপাল

২৭ যাদব

২৭ সূর্য্যদাস আচার্য্য   অনন্ত আচার্য্য   ২৮ গদাধর ভৌমিক

২৮ মধু   গোপীকান্ত   মুরারি   রূপনারায়ণ   ২৬ বংশী   রাধাবল্লভ

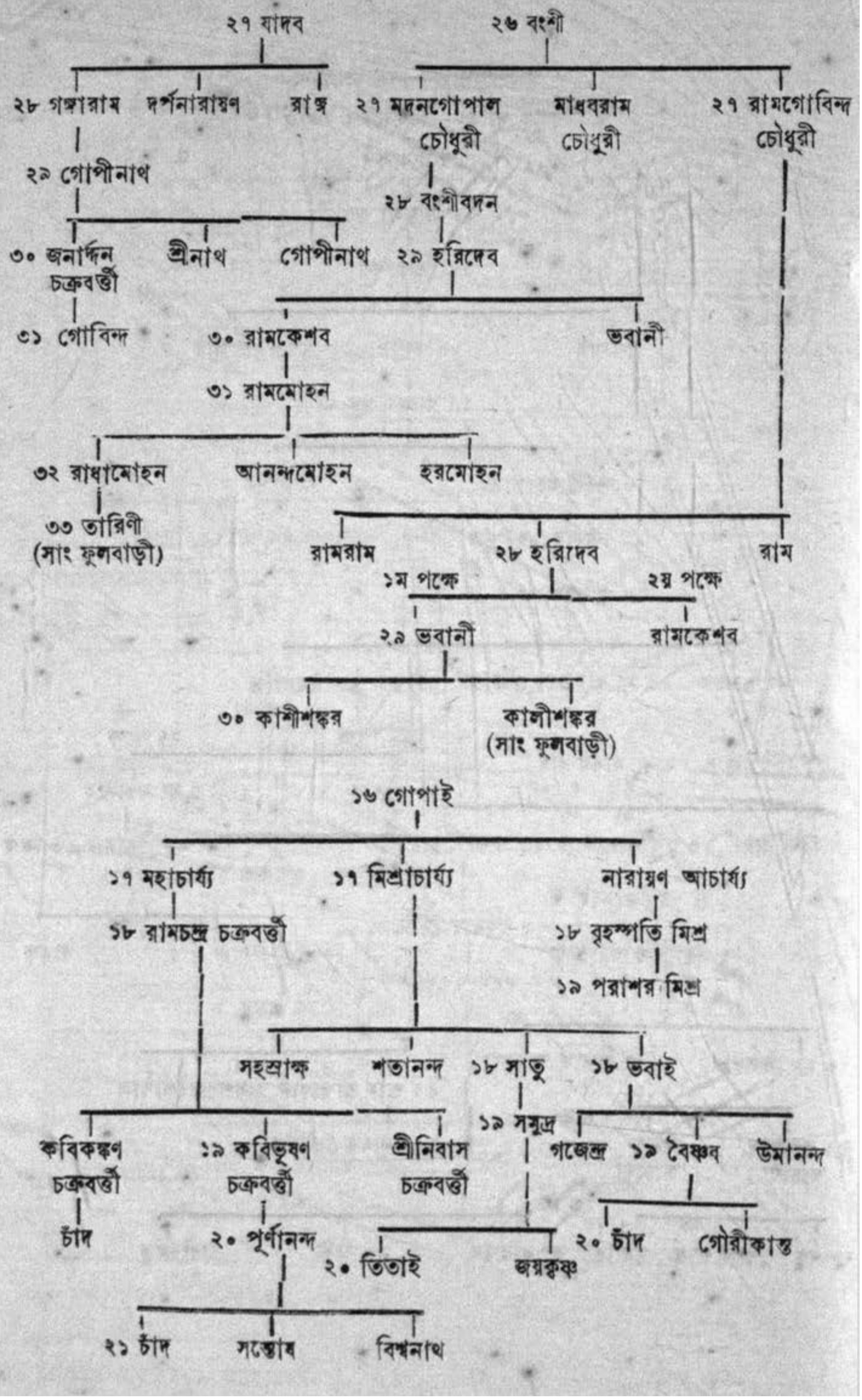
২৭ যাদব
২৬ বংশী
২৮ গঙ্গারাম
দর্পনারায়ণ
রাঙ্গ
২৭ মদনগোপাল চৌধুরী
মাধবরাম চৌধুরী
২৭ রামগোবিন্দ চৌধুরী
২৯ গোপীনাথ
২৮ বংশীবদন
৩০ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
শ্রীনাথ
গোপীনাথ
২৯ হরিদেব
৩১ গোবিন্দ
৩০ রামকেশব
ভবানী
৩১ রামমোহন
৩২ রাধামোহন
আনন্দমোহন
হরমোহন
৩৩ তারিণী (সাং ফুলবাড়ী)
রামরাম
২৮ হরিদেব
রাম
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
২৯ ভবানী
রামকেশব
৩০ কাশীশঙ্কর
কালীশঙ্কর (সাং ফুলবাড়ী)
১৬ গোপাই
১৭ মহাচার্য্য
১৭ মিশ্রাচার্য্য
নারায়ণ আচার্য্য
১৮ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৮ বৃহস্পতি মিশ্র
১৯ পরাশর মিশ্র
সহস্রাক্ষ
শতানন্দ
১৮ সাতু
১৮ ভবাই
১৯ সমুদ্র
কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী
১৯ কবিভূষণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী
গজেন্দ্র
১৯ বৈষ্ণব
উমানন্দ
চাঁদ
২০ পূর্ণানন্দ
২০ তিতাই
জয়কৃষ্ণ
২০ চাঁদ
গৌরীকান্ত
২১ চাঁদ
সন্তোষ
বিশ্বনাথ

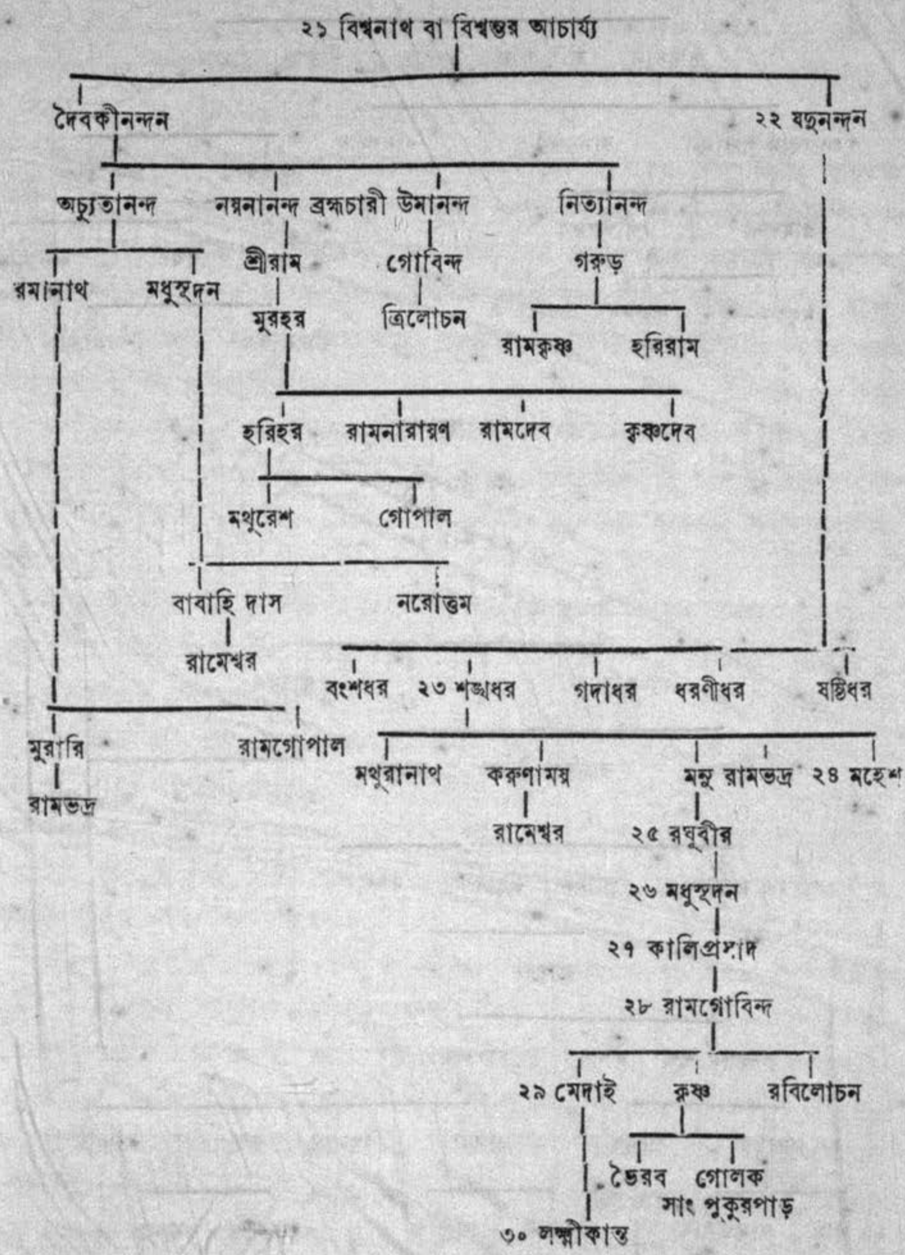
২১ বিশ্বনাথ বা বিশ্বম্ভর আচার্য্য
দৈবকীনন্দন
২২ যদুনন্দন
অচ্যুতানন্দ
নয়নানন্দ
ব্রহ্মচারী উমানন্দ
নিত্যানন্দ
রমানাথ
মধুসূদন
শ্রীরাম
গোবিন্দ
গরুড়
মুরহর
ত্রিলোচন
রামকৃষ্ণ
হরিরাম
হরিহর
রামনারায়ণ
রামদেব
কৃষ্ণদেব
মথুরেশ
গোপাল
বাবাহি দাস
নরোত্তম
রামেশ্বর
বংশধর
২৩ শঙ্খধর
গদাধর
ধরণীধর
ষষ্ঠিধর
মুরারি
রামগোপাল
রামভদ্র
মথুরানাথ
করুণাময়
মনু
রামভদ্র
২৪ মহেশ
রামেশ্বর
২৫ রঘুবীর
২৬ মধুসূদন
২৭ কালিপ্রসাদ
২৮ রামগোবিন্দ
২৯ মেদাই
কৃষ্ণ
রবিলোচন
ভৈরব
গোলক
সাং পুকুরপাড়
৩০ লক্ষ্মীকান্ত

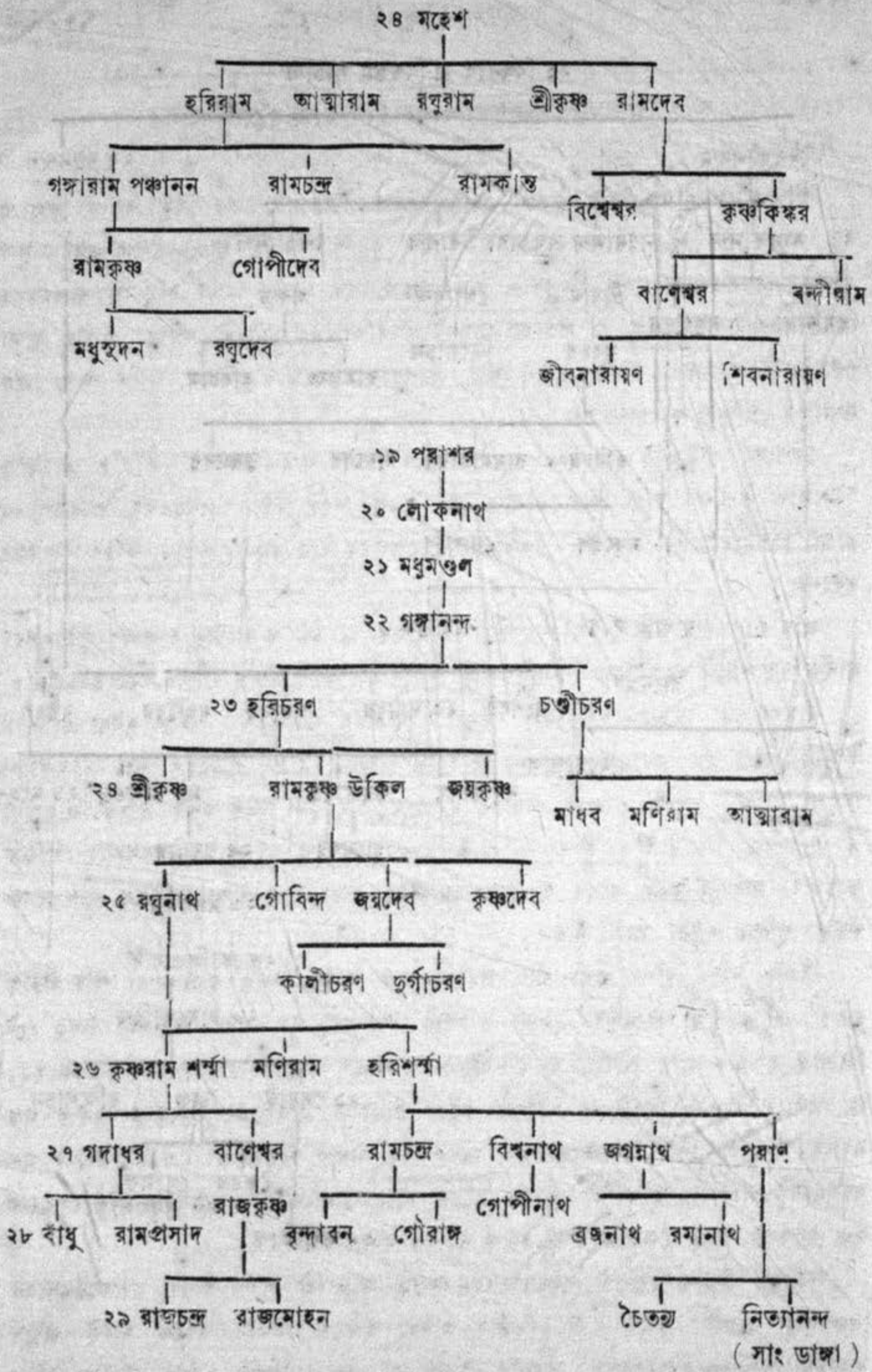
২৪ মহেশ
হরিরাম
আত্মারাম
রঘুরাম
শ্রীকৃষ্ণ
রামদেব
গঙ্গারাম পঞ্চানন
রামচন্দ্র
রামকান্ত
বিশ্বেশ্বর
কৃষ্ণকিঙ্কর
রামকৃষ্ণ
গোপীদেব
বাণেশ্বর
বন্দীরাম
মধুসূদন
রঘুদেব
জীবনারায়ণ
শিবনারায়ণ
১৯ পরাশর
২০ লোকনাথ
২১ মধুমণ্ডল
২২ গঙ্গানন্দ
২৩ হরিচরণ
চণ্ডীচরণ
২৪ শ্রীকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ উকিল
জয়কৃষ্ণ
মাধব
মণিরাম
আত্মারাম
২৫ রঘুনাথ
গোবিন্দ
জয়দেব
কৃষ্ণদেব
কালীচরণ
দুর্গাচরণ
২৬ কৃষ্ণরাম শর্ম্মা
মণিরাম
হরিশর্ম্মা
২৭ গদাধর
বাণেশ্বর
রামচন্দ্র
বিশ্বনাথ
জগন্নাথ
পরাণ
রাজকৃষ্ণ
গোপীনাথ
২৮ বাঁধু
রামপ্রসাদ
বৃন্দাবন
গৌরাঙ্গ
ব্রজনাথ
রমানাথ
২৯ রাজচন্দ্র
রাজমোহন
চৈতন্য
নিত্যানন্দ
(সাং ডাঙ্গা)

কাশ্যপগোত্র মৈত্রকুল—গৌরীপুর-জমিদার-বংশ।

কাশ্যপ গোত্র যজুর্ব্বেদী সুষেণ হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ সিন্ধু ওঝার ক্রতু ও মতু নামক দুই পুত্র ছিলেন। মতুর অধস্তন বৃহস্পতির দুই পুত্র,—সোল ওঝা ও রূপ ওঝা। সোলওঝার মাধব, কেশব ও অম্বরনামক তিন পুত্রের মধ্যে মাধবের বংশধরগণ মিতড়ার ভট্টাচার্য্য বংশ ও অম্বরের বংশধরগণ হরিপুরের চৌধুরী বংশ। তৃতীয় ভ্রাতা কেশবওঝা আঙ্গোরা নামক গ্রামে স্বীয় বাসস্থান "আঙ্গোরা-সমাজ" নামে স্বতন্ত্র এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কেশবের পুত্র জীব ওঝা উদয়নাচার্য্যের প্রথম পক্ষের পরিত্যক্ত পুত্র চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকার করণে" যোগ দিয়া কৌলীন্য ভ্রষ্ট হন। পরে ইঁহার বংশধরগণ তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে শ্রোত্রিয় বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া শ্রোত্রিয় হইলেন।

জীব ওঝার প্রপৌত্র শ্রীনিবাসের দিবাকর নামক পুত্র হইতে নাটোর রাজবংশ ও রামশরণ নামক পুত্র হইতে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরাদি বারেন্দ্র জমিদার বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

রামশরণের অধস্তন গঙ্গানন্দ নবাব সরকারে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া হালদার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার জয়নারায়ণ ও যজ্ঞেশ্বর নামক পুত্রদ্বয়ও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেলবর্ষ পরগণার তরফ কড়ুই নামক জমিদারী ও তপাপাত্র উপাধি লাভ করেন। ঐ স্থানে তাঁহারা বহু দেবতা ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি কড়ুই গ্রামে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিবদুর্গা ও কালাচাঁদবিগ্রহ বংশধরগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে কানুন-গো পদে উন্নীত হন। এই সময়ে বঙ্গদেশীয় কোন জমিদার বিদ্রোহী হন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপর এই বিদ্রোহ দমনের ভার অর্পিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে বিদ্রোহী জমিদারকে ধৃত করেন। এ সংবাদে দিল্লীর বাদসাহও পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য নবাবের উপর আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে নবাব শ্রীকৃষ্ণকে 'চৌধুরী' উপাধি সহ ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারী প্রদান করেন এবং তাঁহাকে উক্ত পরগণার দখল দেওয়ার জন্য বোকাই নগর কেল্লার কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ময়মনসিংহের বিস্তৃত জমিদারী লাভ করিয়া বোকাইনগরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কখনও তথায় কখনও কড়ুই গ্রামে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম বাসাবাড়ী বলিয়া পরিচিত হইয়া

আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দুই বিবাহ ছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নী সর্ব্বজয়া দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা এবং দ্বিতীয়া পত্নী মহেশ্বরী দেবীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ চাঁদরায় নবাব সরকারে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া এবং একটী যুদ্ধ জয় করিয়া নবাব কর্ত্তৃক "রায়রায়ান্" উপাধিতে ভূষিত হন।

এই সময় মৈমনসিংহ পরগণার রাজস্বের তুলনায় আয় অত্যন্ত কম ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী পুত্রের সৌভাগ্যের সূচনা দেখিয়া এই সুযোগে জমিদারীর অবস্থা নবাবের নিকট উপস্থিত করিয়া পুত্রের জন্য বনজঙ্গলপরিপূর্ণ জাফরসাহী পরগণা পুরস্কার প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। তদবধি অদ্যাপি জাফরসাহী পরগণার জন্য স্বতন্ত্র রাজস্ব দিতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর জীবদ্দশাতেই প্রথমে চাঁদরায়ের পুত্র সোনারায়, পরে ক্রমে চাঁদরায় ও তাঁহার বৈমাত্রেয় এক ভ্রাতা হরিনারায়ণ চৌধুরী কালগ্রাসে পতিত হন। অবশেষে দুই পক্ষে চারি পুত্র রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী কড়ইর বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

এই অনামধন্য মহাপুরুষের পুত্রগণ মধ্যে কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল হইতে যথাক্রমে রামগোপালপুর ও গৌরীপুর এবং উহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী হইতে ভবানীপুর, গোলকপুর ও বাসাবাড়ীর জমীদারগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। কালীপুরের কুলীন লাহিড়ী জমিদারগণও ইঁহাদেরই দৌহিত্র-বংশীয়। গৌরীপুর হইতেই কন্যা বিবাহের যৌতুক ও কৌলীন্য মর্য্যাদা স্বরূপ কৃষ্ণপুরের জমিদারী প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথম পক্ষীয় দুই পুত্র কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল বা গোপালকিশোর নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় পক্ষীয় গঙ্গা-নারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কড়ইর বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহাদের চৌধুরী উপাধি থাকিয়া যায়।

চারি ভ্রাতা কিছুকাল একত্র অবস্থানের পর উভয় পক্ষীয় ভ্রাতৃগণ পৃথক্ হইলেন এবং কড়ই হইতে জমিদারী শাসন সংরক্ষণ অসুবিধাজনক মনে করিয়া প্রথম পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় জাফরসাহীর অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে ও দ্বিতীয় পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় মালঞ্চা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ভ্রাতৃবিরোধ প্রবল হইয়া উঠিলে সমস্ত সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রথম পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় "তরফ রায়" ও দ্বিতীয় পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় "তরফ চৌধুরী" আখ্যায় জমিদারী ভোগ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপুরে অবস্থিতিকালেই কনিষ্ঠ কৃষ্ণগোপাল রায় তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে কাহারও গর্ভে সন্তান না হওয়ায় যুগলকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকিশোরের দুই বিবাহ ছিল এবং তাঁহার তখনও সন্তান হওয়ার আশা ছিল

বলিয়া তিনি দত্তক গ্রহণ করিলেন না। কালক্রমে প্রথমে কৃষ্ণগোপাল এবং পরে অপুত্রকাবস্থায় কৃষ্ণকিশোরের পরলোকপ্রাপ্তির পর কৃষ্ণপুর অস্বাস্থ্যকর বলিয়া যুগলকিশোর রায় জ্যেষ্ঠতাতের পত্নীদ্বয় সহ গৌরীপুরে যাইয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকিশোর রায়ের দুই পত্নী রত্নমালা ও নারায়ণী দেবী দত্তক রাখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় যুগলকিশোর রায়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁহার নিকট হইতে চারিআনা সম্পত্তি পৃথক্ করিয়া লইয়া তাঁহারা রামগোপালপুরে আসিয়া বাস করিলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠা রত্নমালা দেবী দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে দত্তক ও রত্নমালা দেবী উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইলে কনিষ্ঠা নারায়ণী দেবী রামকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

এইরূপে গৌরীপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রামগোপালপুর-জমিদার-বংশের সৃষ্টি হইল। যুগলকিশোর হইতেই গৌরীপুর জমিদারীর উন্নতির সূচনা হয়। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, সুচতুর ও দক্ষ জমিদার ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার তৎকালীন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন এবং সিংধার দস্যু জমিদার দলন করিয়া যশস্বী হন। যুগলকিশোর বোকাই নগরে ৺রাজরাজেশ্বরী দেবী মূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রাত্যাহিক সেবাপূজার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন জামালপুরে ৺রাধামোহন বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ নবাগ্নি যাগ করিয়া সমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

যুগলকিশোরের দুই পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্র মধ্যে শিবকিশোরকে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয় পক্ষীয় সুত গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর বিধবা পুত্রবধূ গঙ্গাময়ী দেবীকে দত্তক প্রদান করেন। কিন্তু অচির কাল মধ্যেই শিবকিশোর পরলোক গমন করেন।

যুগলকিশোর রায়ের পুত্র হরকিশোর রায় একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌরীপুর জমিদারীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় প্রসিদ্ধ বংশীকুণ্ডু পরগণা ক্রয় করিয়া স্বীয় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী ভাগীরথী দেবী একজন আদর্শ রমণী ছিলেন। ইনি পতির অনুমত্যনুসারে গোলকপুরের শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করিয়া আনন্দকিশোর নামে অভিহিত করেন।

ইনি স্বীয় কন্যা কৃষ্ণমণি দেবীকে খাজুরার নিরাবিল কুলীন গোবিন্দপ্রসাদ লাহিড়ীর সহিত বিবাহ দেন এবং আটিয়া পরগণায় একটি সম্পত্তি খরিদ করিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন, পরে গৌরীপুরের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে কন্যা ও জামাতার জন্য বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্বীয় কন্যার নাম অনুসারে উহার কৃষ্ণপুর নামকরণ করেন। এই

স্বনামধন্যা মহিলা নিগাবিল কুলীনগণ মধ্যে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। অদ্যাপি নিয়াবিল কুলীনগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

ভাগীরথীদেবী জীবিত থাকিতেই তাঁহার দত্তক পুত্র আনন্দকিশোর নাবালক পুত্র রাজেন্দ্র কিশোরকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তৎপরে ভাগীরথী দেবীর দেহত্যাগের পর নাবালকের সম্পত্তি বলিয়া গৌরীপুরের সমগ্র সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয়।

রাজেন্দ্রকিশোর সাবালক হইলে সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার পরই বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন জমিদারী পরিচালনা করিয়া অল্পবয়সেই কাল কবলিত হন।

রাজেন্দ্রকিশোরের পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী পতীর পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং ১২৮৪ সনে রাজশাহীর অন্তর্গত বলিহার গ্রাম নিবাসী হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রজনীপ্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রজনীপ্রসাদই বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ব্রজেন্দ্রকিশোর ১৮৮১ সালে ২৯এ বৈশাখ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে গৌরীপুরের জমিদারী প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের সম্পত্তি অবিভক্ত (এজমালী) ছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোর জমিদারীর কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই প্রজাগণের অভাব মোচনের সুবিধার্থ বিনা মামলা মোকদ্দমায় আপোসে স্বীয় সম্পত্তি পৃথক্ (বাটোয়ারা) করিয়া লন।

অতঃপর বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের সৃষ্টি হইতেই ব্রজেন্দ্রকিশোর সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্বদেশপ্রাণতা অনন্যসাধারণ। স্বদেশহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিতই তাঁহার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে।

এই সময়ে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়। দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর এই পরিষৎ-পরিচালনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় কুড়িহাজার টাকা প্রতি বর্ষে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের হস্তগত হইবার সুব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্বীয় বাসস্থান গৌরীপুরে পিতৃনাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'রাজেন্দ্রকিশোর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়াছেন, ময়মনসিংহের চৌকা ঈশ্বরগঞ্জে মাতার নামে বিশ্বেশ্বরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও নেত্রকোণায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন দেশে শিক্ষা বিস্তারার্থ বিভিন্ন জেলার বহু বিদ্যালয়েই তিনি নিয়মিত রূপে মাসিক অথবা বার্ষিক চাঁদা দিয়া আসিতেছেন।

স্বর্গীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ-বাসরে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেশে সংস্কৃত শিক্ষার কল্পে পঁচাত্তর হাজার টাকা ও প্রজাগণের জলকষ্ট দূরীকরণ ও চিকিৎসার সহায়তার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া উভয় অর্থে বিশ্বেশ্বরী স্মৃতিভাণ্ডার ও বিশ্বেশ্বরী ফণ্ড নামক দুইটী ধনভাণ্ডার স্থাপনপূর্ব্বক তাহার নিয়োগ ভার সুযোগ্য ট্রাষ্টিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরী স্মৃতি ভাণ্ডারের সুদ হইতে বঙ্গদেশের স্বরৃত্তিস্থ অধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলী প্রতিবর্ষে গুণানুসারে ৫০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেছেন।

বিশ্বেশ্বরী ফণ্ডের সুদ হইতে বগুড়া হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গৌরীপুরের বিস্তৃত জমিদারীর সর্ব্বত্র প্রজাগণের জলকষ্ট দূরীকরণার্থে প্রতিবর্ষে কূপ, ইন্দারা, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করান হইতেছে এবং জমিদারীর বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এই উভয় ধন-ভাণ্ডারের সুদ হইতে এই মহৎ কার্য্য যাহাতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চলিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থাও ব্রজেন্দ্রকিশোর করিয়া দিয়াছেন।

দেশে যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার অধিক প্রচার হয়, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরীপুরের নিকটবর্ত্তী বোকাইনগরের স্থাপিত বিগ্রহ ৺রাজরাজেশ্বরী মহাদেবীর নামানুসারে রাজরাজেশ্বরী-টোল এবং জামালপুর ও ময়মনসিংহ সহরে বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠী নামক দুইটী টোল স্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণের হস্তে শিক্ষাভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন ও তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রজেন্দ্রকিশোরই তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁহার প্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে আটপঠী বিভক্ত থাকায় তাঁহাদের কন্যাগণের বিবাহ-দানে অত্যন্ত অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর সুসঙ্গের মহারাজ ও তাহিরপুরের রাজা বাহাদুরের সহায়তায় বারেন্দ্র কুলীনগণের পাঠী বিভাগ জনিত আদান প্রদানের বাধা দূর করিয়া পরস্পরের মধ্যে পুত্র কন্যা বিবাহের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য "সমীকরণ" কার্য্যের প্রায় সমগ্র ব্যয়ভারই ব্রজেন্দ্রকিশোর বহন করিয়াছিলেন।

তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার গৃহ নির্ম্মাণ ও কার্য্য পরিচালনের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

গৌরীপুর জমিদার-বংশ

২০ পৃষ্ঠার মৈত্রকুলবীজপুরুষ মধুর ৫ম পুরুষ অধস্তন ১৭ বোল ওঝা, তৎপুত্র ১৮ কেশব ওঝা, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে ১৯ জীব ওঝা, ২০ সুধানিধি, ২১ শঙ্করপাণি, ২২ শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাসের দুই পুত্র রামশরণ ও দিবাকর। রামশরণ হইতে গৌরীপুর এবং দিবাকর নাটোর হইতে রাজবংশ, রামশরণের পুত্রাদিক্রমে ২৪ শূলপাণি, ২৫ হরিপণ্ডিত, ২৬ কেশব আচার্য্য, ২৭ গঙ্গানন্দ আচার্য্য, ২৮ জয়নারায়ণ তলাপাত্র, তৎপুত্র

২৯ শ্রীকৃষ্ণচৌধুরী

- ১ম পক্ষে
  - ৩০ চাঁদরায়
    - সোণারায়
  - কৃষ্ণকিশোর (রামগোপালপুর)
    - ৩১ নন্দকিশোর
    - রামকিশোর (দত্তক)
      - ৩২ কালীকিশোর
        - ৩৩ কাশীকিশোর
          - ৩৪ রাজা যোগেন্দ্রকিশোর
            - নগেন্দ্রকিশোর
            - যতীন্দ্রকিশোর
            - শৌরীন্দ্র
            - হরেন্দ্র
          - রাম রঙ্গিণীদেবী
            ধরণীকান্ত লাহিড়ী
  - কৃষ্ণগোপাল
    - ৩১ যুগলকিশোর রায় চৌধুরী (দত্তক)
      - ৩২ হরকিশোর
        - ৩৩ আনন্দকিশোর
          - ৩৪ রাজেন্দ্রকিশোর
            - ৩৫ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (দত্তক)
              - ৩৬ বীরেন্দ্র কিশোর
                - ৩৭ বারীন্দ্রকিশোর
      - শিবকিশোর
  - কন্যা
- ২য় পক্ষে
  - ৩০ গঙ্গানারায়ণ
  - হরিনারণ
  - ৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ
    - শ্যামচন্দ্র
      - শম্ভুচন্দ্র
        - ঈশান
        - ঈশ্বর
        - রাজা হরিশ্চন্দ্র (গোপালপুর)
          - কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র (দত্তক)
            - সত্যেন্দ্র
    - গোবিন্দ
    - রুদ্র

মণ্ডলজানী মৈত্র আগমবাগীশের বংশ।

- নীলাম্বর আচার্য্য
  - ১ম পক্ষে
    - অনন্ত
    - মাধব
      - রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী
        - বল্লভাচার্য্য চক্রবর্ত্তী
          - ভিকু
          - রামেশ্বর
            - যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
              - রাম
              - কৃষ্ণদেব
                - রামনাথ সার্ব্বভৌম
                  - মৃত্যুঞ্জয় ওরফে হরিনাথ চূড়ামণি
                    - তিতুরাম
                      - দিনু ভট্ট
                        - কাশীনাথ
                        - দ্বারকানাথ
                    - গোলোক
                      - নবকৃষ্ণ
                        - গোপী
                      - রাধাকৃষ্ণ
                        - নীলমণি
                        - মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ *
                          - প্রমথ
                          - উপেন্দ্র
                          - শৈলানন্দ
                      - শ্রীকৃষ্ণ
    - কেশব
  - ২য় পক্ষে
    - মহেশ্বর গুরু আচার্য্য
      - ১ম পক্ষে
        - কৃষ্ণানন্দ
      - ২য় পক্ষে
        - চারু
        - মাধবানন্দ (সন্ন্যাস অবস্থায় মাধবানন্দ পুরী নামে খ্যাত)
          - বল্লভাচার্য্য
            - ভিখু (বিষ্ণুশরণ চক্রবর্ত্তী)
              - কৃষ্ণশরণ চক্রবর্ত্তী
                - শম্ভু নারায়ণ
                  - রামকান্ত
                    - দুর্গাকান্ত বিদ্যারত্ন
                      - ভগবান চন্দ্র
                        - কৈলাস
                        - গিরিশ
                        - মহেশ
                          - যোগেশ
                            - শ্রীশচন্দ্র †
                              - দেবানন্দ
                              - জগদানন্দ
                              - পূর্ণানন্দ
                            - সুরেশ
                            - জগদীশ
                            - জ্ঞানেশ

---

* মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নবদ্বীপের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান কালে উচ্চ সংস্কৃত কবিতায় দ্ব্যর্থ বা ত্র্যর্থ শ্লোক মুখে মুখে রচনায় তাঁহার ন্যায় সিদ্ধশক্তি আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালেও তিনি নানাশাস্ত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

† ইনি তাড়াশ জমিদার বংশের পুরোহিত, উপাধি জ্যোতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, অধুনা কলিকাতায় জ্যোতিষ গণনা করিতেছেন।

শাণ্ডিল্যগোত্র বিবরণ।

পুঁঠীয়ার রাজবংশ।

পুংঠীয়ার রাজগণ বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। সাধু বাগছি হইতে অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ বৎসাচার্য্য। ইনিই পুঠীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৎসাচার্য্য অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। লস্কর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান লস্করপুর পরগণা দিল্লীর বাদসাহ হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লস্কর খাঁর মৃত্যু হইলে উক্ত জায়গির বাদশাহের নামে আইসে। এই সময়ে কোন সুবাদার বিদ্রোহী হওয়ায় বাদসাহ বহুসংখ্যক সৈন্য সহ একজন উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। বৎসাচার্য্যের সহায়তায় সৈন্যাধ্যক্ষ বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হন। দিল্লীর বাদসাহ বৎসাচার্য্যের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লস্করপুর পরগণা দান করেন। বৎসাচার্য্য সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসিতেন না। সুতরাং তাঁহার পুত্র পীতাম্বর জমিদারী গ্রহণ করেন। পীতাম্বর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী ছিলেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ নীলাম্বরই সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হন। পুঁঠীয়ার বর্ত্তমান রাজারা নীলাম্বরের বংশধর। পুঁঠীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এখনও দেববৎ পূজিত হইয়া থাকেন।

বৎসাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র পীতাম্বর সাংসারিক কার্য্যে নিতান্ত পটু ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া লস্করপুর জমিদারীর ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরন্দর খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, নীলাম্বর উভয়ের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দ(অনন্ত)রাম। পিতা জীবিত থাকিতেই তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন; তৎপুত্র রতিকান্ত সর্ব্বসাধারণের কোন অপ্রিয় কার্য্য করায় পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন নাই, এবং "ঠাকুর" নামে সকলের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন। রতিকান্ত হইতে পুঁঠীয়ার রাজারা "ঠাকুর" নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রাধা-গোবিন্দের সেবা স্থাপিত হয়। প্রতিদিন ১/০ মণ আতপ তণ্ডুল এবং তদুপযোগী নানাবিধ উপকরণ দ্বারা অদ্যাপি রাধাগোবিন্দের ভোগ হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের চারি পুত্র—রূপনারায়ণ, নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ এবং জয়নারায়ণ। রামচন্দ্রের পুত্রগণ হইতে পুঁঠীয়া রাজবংশের সকলেরই নামে "নারায়ণ" সংযুক্ত হয়।

এই বংশীয় রাজা প্রেমনারায়ণ একজন পরম ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দানপত্র হইতে ১১১১ সাল হইতে ১১১৬ সাল মধ্যে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর দানের সন্ধান পাওয়া যায়।

লর্ড কর্ণয়ালিসের সময় আনন্দনারায়ণ লস্করপুর পরগণার রাজা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে উক্ত পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৮৯৫৯২।০ টাকা জমায় সম্পন্ন হয়। আনন্দনারায়ণের উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনারায়ণকে গবর্ণমেন্ট "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান

করেন। হরিনাথ সান্যালের কন্যা সূর্য্যমণির সঙ্গে ইহার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। বিধবা রাণী সূর্য্যমণি সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজা ভুবনেন্দ্রনারায়ণ লস্করপুর পরগণার অংশ ব্যতীত আরও অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। তৎপুত্র জগন্নারায়ণ ঠাকুর ১২১৪ সালে তিনটী নূতন জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি বারাণসীধামে দেবমন্দির আদি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একটী ঘাট ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে তিনি ও "রাজবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙ্গালা ১২২৩ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী ভুবনময়ী দেবী পুঁঠীয়ায় শিবস্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে বহুতর পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করেন। ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর নামে পুঠীয়া বংশের জনৈক রাজা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। নিজের মূর্খতা এবং কুসংসর্গদোষে তাঁহার ধনক্ষয় হয়।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের বংশসম্ভূত পরেশনারায়ণ রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি নিজের জমীদারীর মধ্যে বহুস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পুঁঠিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাজা জগন্নারায়ণের পৌত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ অতি অল্পবয়সে পিতৃহীন হন বলিয়া তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হয়। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভৈরব সান্যালের কন্যা শরৎসুন্দরীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। বিষয়চিন্তা ও অন্যান্য নানা কারণে যোগেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নেপোলিয়ানের মত স্বীয় জননীর নিকট হইতে দয়া, উদারতা, সাহস, তেজস্বিতা, রাজকার্য্যকৌশল প্রভৃতি নানা সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৫৯ সাল হইতে বাঙ্গালা ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত নীলকর ওয়াট্সন কোম্পানীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজসাহী ও নদীয়ায় সম্পত্তি ইজারা ছিল। ইজারার কাল অন্তে ওয়াট্সন কোম্পানী "নিজ জোত" নামে কতকগুলি জমী আপন দখলে রাখিয়াছিলেন। এই "নিজ জোত" এবং "পাটা" লইয়া প্রজার সঙ্গে ওয়াটসন কোম্পানীর বিবাদ আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রনারায়ণ নীলকরদের হস্ত হইতে প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত ধনপ্রাণ অর্পণ করিলেন। এই সকল নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইল। তাহার পর সুরাপানে তাহার দেহ ক্রমে নানা রোগের আবাসভূমি হইল। যৌবনের প্রথম উদ্যমে অতৃপ্ত জীবনে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একুশ বৎসর এগার মাস মাত্র।

তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী মহারাণী শরৎকুমারীর বয়স ত্রয়োদশবর্ষমাত্র। তিনি অশেষ গুণশালিনী ছিলেন। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আজীবন দীনদুঃখীর ও প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন। রাজকার্য্যপরিদর্শনে তিনি পুঁঠীয়া-বংশীয় কোন

নৃপতি হইতে ন্যূন ছিলেন না। ইঁহার গুণ বিশেষভাবে বর্ণনা করিতে গেলে ইহা একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে।

মহারাণী শরৎকুমারী যতীন্দ্রনারায়ণ নামে একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তকের পত্নীর নাম রাণী হেমন্তকুমারী দেবী। দত্তকপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শরৎসুন্দরী তাঁহার হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। কিন্তু অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়াই কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ ছয়মাস গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। এই সময় পুত্রবধূ ও শরৎকুমারীর মধ্যে মনান্তর ঘটাইতে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। মহারাণী তাহা জানিতে পারিয়া তীর্থযাত্রা করেন, ইহাতেও সে মনান্তর নির্ব্বাপিত হইল না। তখন তিনি অনেকের অনিচ্ছাসত্বেও সম্পত্তি বধূরাণীর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে লইবার জন্য স্বয়ং কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করেন। পুনরায় শরীর কাতর হওয়াতে তিনি কাশীধাম চলিয়া আসিলেন। কাশীধামে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি টেলিগ্রামে জানিতে পারিলেন যে সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হইবে না। তাঁহার কাশীপ্রাপ্তির পর রাণী হেমন্তকুমারী সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন আসিয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। ওদিকে রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মাসীর পুত্র জয়নাথ চক্রবর্ত্তীকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া লোক উত্তেজিত করিতে লাগিল। জয়নাথ রাজসাহী জজ আদালতে যোগেন্দ্রনারায়ণের দত্তকপুত্রের অসিদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। জয়নাথের মৃত্যুর পর আদালতে দত্তকপুত্র সিদ্ধ হইল। দেবী হেমন্তকুমারীই সর্ব্বময় কর্ত্রী হইলেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য সম্প্রতি বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

পরে পুঁঠীয়া রাজবংশের সম্পূর্ণ বংশলতা প্রদত্ত হইল :—

শাণ্ডিল্যগোত্র পুঁঠীয়ার রাজবংশ।

১ সাধুবাগছী (বল্লালী কুলীন)
　(১৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
২ লবণ
৩ ত্রিপুপারি
৪ চক্রপাণি
৫ রূপ ওঝা
৬ ঋষি দীক্ষিত
　(প্রসিদ্ধ ব্যক্তি)
　৫ম পুত্র
৭ ২য় পুত্র বিয়াঞি অগ্নিহোত্রী
৮ হরিহর অগ্নিহোত্রী
　৬ পুত্র
৯ ১ম পুত্র বলাই
　(২য় পক্ষে ৭ পুত্র)
　১ম পক্ষে | ২য় পক্ষে
১০ ১ম ধেঞিবাগছী　　১ম বামন
১১ দুর্য্যোধন
১২ বিষ্ণাই　　গণাই
১৩ বশিষ্ঠপাঠক
১৪ বৎসাচার্য্য
　(তাপস, পুঁটিয়ায় বাস)

১৪ বৎসাচার্য্য
১৫ পীতাম্বর সহরমণ্ডল (নিঃসন্তান)　শ্রীচন্দ্র খাঁ　নীলাম্বর আচার্য্য　পুরন্দর খাঁ
১৬ অনন্তরাম　পুষ্করাক্ষ মজুমদার*
১৭ রতিকান্ত ছোটঠাকুর
　(ইহা পুঁটিয়ার ঠাকুর
　নাম প্রচলিত হয়)
১৮ রামচন্দ্র ঠাকুর†　রঘুবীর ঠাকুর　যদুবীর ঠাকুর
১৯ রূপনারায়ণ　নরনারায়ণ　দর্পনারায়ণ (পুখুরিয়া)　জয়নারায়ণ (নিরোলে বাস)
২০ মহারাজ প্রেমনারায়ণ
২১ অনুপনারায়ণ
২২ নরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ৪ ভাই
২৩ ভুমান্দ্রনারায়ণ　রুদ্রনাঃ　শিবনাঃ　সূর্য্যনাঃ　রঘুনাঃ
২৪ জগন্নারায়ণ (পত্নী কৃষ্ণবেণী ভুবনময়ী)
২৫ হরেন্দ্রনারায়ণ　বিপ্রেন্দ্রনারায়ণ
২৬ যোগেন্দ্রনারায়ণ (পত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরী)
২৭ যতীন্দ্রনারায়ণ‡ (পত্নী মহারাণী হেমন্তকুমারী)

---

* এই পুষ্করাক্ষ মজুমদার, কমলাপতি লাহিড়ী ও রাজা কংসনারায়ণ এই তিন শাণ্ডিল্য গোত্র সরকার বার্ব্বকাবাদে অতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভাদুড়ী-ব্যাখ্যায় কুলজ্ঞেরা লিখিয়াছেন—

"পুষ্করাক্ষো বরো সাধোঃ লাহিড়ী কমলাপতিঃ।
নন্দনাবাসিনো জ্ঞেয়ঃ কংসনারায়ণঃ দ্বিজঃ॥"

† রামচন্দ্র ঠাকুর ভবানীপুর নিষ্কৃতি করিয়া প্রথমে ভবানীপুর পটীর কুলীন হন, অবশেষে পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

‡ ভট্টনারায়ণ হইতে মহারাজ যতীন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পর্য্যন্ত ৪১ পুরুষ হইতেছে।

- ১৯ রাজা দর্পনারায়ণ ঠাকুর
  - ২০ রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ ঠাকুর
    - ২১ রাজা উদয়নারায়ণ ঠাকুর
      - ২২ রাজা রসিকনারায়ণ ঠাকুর
      - প্রতাপনারায়ণ ঠাকুর
    - বিচিত্রনারায়ণ ঠাকুর
  - চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর

- ২১ মহারাজ অনুপনারায়ণ ঠাকুর
  - ২২ ২য় পুত্র মদননারায়ণ
    - ২৩ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (বড় তরফ)
      - ২৪ রাজা গোলকেন্দ্র (দত্তক)
        - ২৫ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক)
          - ২৬ রাজা গোপালেন্দ্রনারায়ণ
    - মহেন্দ্রনাঃ (মধ্যম তরফ)
      - গজেন্দ্রনারায়ণ (নিঃসন্তান)
    - রবিনারায়ণ (ছোট তরফ) নিঃসন্তান
  - ৩য় পুত্র রূপেন্দ্রনারায়ণ
    - ২৩ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর (পত্নী রাণী সূর্য্যমণি)
      - ২৪ ভূপেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক)
        - ২৫ পরেশনারায়ণ
          - ২৬ সুরেশনারায়ণ (দত্তক)
  - ৪র্থ পুত্র প্রাণনারায়ণ ঠাকুর
    - ২৩ আনন্দনারায়ণ
      - ২৪ রাজা মহেশনারায়ণ (নিঃসন্তান)
      - রাজা গিরিশনারায়ণ
        - ২৫ রাজা রমেশনারায়ণ
          - ২৬ রাজা বৈকুণ্ঠনারায়ণ
            - ২৭ রাজা হেমেন্দ্রনারায়ণ
      - ২৪ ঈশ্বরনারায়ণ
        - ২৫ রাজা নিমনারায়ণ
        - যজ্ঞেশনারায়ণ
        - তারকনারায়ণ
      - ২৪ ঈশাননারায়ণ
        - ২৫ কেদারনারায়ণ
          - ২৬ সতীশনারায়ণ

জোয়াড়ার বিশীবংশ।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় পিপড়া ওঝা বিশী হইতে বিশীবংশের উৎপত্তি। পিপড়া ওঝা সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণভট্টের অধস্তন জয়সাগরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টগাঞিির মধ্যে বিশীগাঞি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পিপড়া ওঝা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। খুব সম্ভব পিপড়া ওঝার কোন উর্দ্ধতন পুরুষ (কালিকা ওঝা ?) বল্লালসেনকে দীক্ষা দিয়া বিশী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, পিপড়া ওঝা আকবর বাদশাহের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার পূর্ব্ববাস আগরায় ছিল। আকবর ইঁহাকে হরিবাটী গ্রাম দান করার পর ইনি পারইডিঙ্গিতে আসিয়া বাস করেন। অতিথিসেবা করিবার জন্য আকবর ইঁহাকে হুলীথালী, জিয়াসিন্ধু, মাঁদা, সিন্দুর, কুসুম্বী, কালীগাঁও ও তেলাঙ্গী প্রভৃতি পরগণা এবং অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। এই সম্পত্তি লাভ করায় পর পিপড়া ওঝা পারইডিঙ্গিতে ইষ্টকগৃহ নির্ম্মাণ করেন ও দেবালয়, অতিথিশালা ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি একটি সুবৃহৎ জলাশয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। আকবর একখানি নীলপ্রস্তর পিপড়া ওঝাকে উপহার দিয়াছিলেন ; সেখানি আজও হরিবাটীর দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপিত আছে।

পিপড়া ওঝার পুত্র সাতকড়ি। সাতকড়ির পুত্র হরিপ্রিয়, তৎপুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের দুই পুত্র রামহরি ও গঙ্গাহরি। ইঁহারা দুই ভ্রাতা পারইডিঙ্গীতে বাস করিতেন। দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহে গঙ্গাহরি চাঁপলিয়া ফৌজদারী আদালতে প্রধান কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। চাঁপলিয়া অবস্থানকালে গঙ্গাহরি জোয়ারী গ্রামের মজুমদারবংশীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুরের পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। গঙ্গাহরির সন্তানদিগকে রামহরি পৈত্রিক সম্পত্তির কোন অংশ দেন নাই। নাটোরের রঘুনন্দন পারইডিঙ্গি, হুলিথালী ও হরিবাটী ব্যতীত রামহরির সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন।

গঙ্গাহরির সন্তানেরা জোয়াড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই জোয়ারীর বিশীবংশ। গঙ্গাহরির পুত্র রূপনারায়ণ, রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের সময় হইতে আবার বিশীদের জমিদারী বৃদ্ধি হইতে থাকে। দর্পনারায়ণ সাঁতৈলের রাণী সর্ব্বাণীকে আতিথ্যদ্বারা তুষ্ট করিয়া জোয়াড়ীর উত্তরের বিল ও চক্ ভবানীর প্রজাদের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হন।

দর্পনারায়ণের তিন পুত্র—ভবানী, হরিপ্রসাদ ও বলরাম। পিতা বর্ত্তমানে ভবানীর মৃত্যু হওয়ায় হরিপ্রসাদ ও বলরাম পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। তাঁহারা ৩২০০০, টাকায় সোনাবাজু পরগণা ক্রয় করিয়া তাহার বার আনা অংশ তাঁতিবন্দ, হরিপুর ও দুলাইয়ের জমীদারদের নিকট বিক্রয় করেন। ইঁহাদের দুই ভ্রাতার বংশধরেরা যথাক্রমে ছোট ওরফ ও

বড় ওরফ নামে অভিহিত হয়েন। হরিপ্রসাদের চারি পুত্র—শিবনাথ, হারু, রামধন ও বুধরাম। বুধরাম অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। শিবনাথের অনেকগুলি সন্তান হয়। ইহার নিরাবিল ও ভূষণাপটীর বহু কুলীন ও সম্ভ্রান্ত জমীদার-বংশে কন্যাদান করেন।

হরিপ্রসাদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। শিবনাথের বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার পুত্র শম্ভুনাথ ওয়াটসন্ কোম্পানীর ১০০ কুঠীর ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। শিবনাথের তৃতীয় পুত্র কাশীনাথের কন্যা সুধাময়ীদেবীর সহিত খুজরা—নিবাসী নিরাবিল পটীর কুলীন জমীদার ভোলানাথ খাঁর বিবাহ হয়। শম্ভুনাথের তিন পুত্র-জয়নাথ, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। জয়নাথ "দেবীযুদ্ধ" "পদ্মপুরাণ" প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিয়া সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। মহেশচন্দ্রের কন্যা কুমুদমণির বলিহার—রাজবংশে বিবাহ হয়।

জয়নাথের তিন পুত্র–যদুনাথ, যাদবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র। যাদবচন্দ্র অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তিনি জোয়াড়ীতে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। হারুর পুত্র—রঘুনাথ নিজ চেষ্টায় অনেক জমিদারী লাভ করেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি পাঠ করাইতেন। ইঁহার পৌত্রী সৌদামিনীর সহিত চৌগ্রামের রাজা রোহিণীকান্তের বিবাহ হয়। ইটালীনিবাসী ঈশা চন্দ্র মৈত্র রামধনের পৌত্রী সখীসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া ইটালী প্রভৃতি সাতশত টাকা লাভের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

ছোট তরফের বলরামের পুত্র রতনকৃষ্ণ। রতনকৃষ্ণের পুত্র দ্বারকানাথ (নিঃসন্তান) ও চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের দুই পুত্র মোহিনী ও প্রমথনাথ।

বলরাম নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানী করিতেন। তাঁহার কন্যা জয়সুন্দরীর তাহির পুরের রাজা বীরেশ্বর রায়ের সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতার আরব্ধ শিবমন্দিরনির্ম্মাণ সমাপ্ত করেন। রতনকৃষ্ণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা; জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারকানাথ অপুত্রক পরলোক গমন করাতে কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ পিতৃ-জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত হন। রতনকৃষ্ণ নিরাবিলপটীর কুলীনে কন্যাদের বিবাহ দিয়া সমাজগৌরব রক্ষা করেন।

চন্দ্রনাথের দুই পত্নী। জ্যেষ্ঠা পত্নী একমাত্র পুত্র মোহিনীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা পত্নীর বশীভূত হন। এই পত্নীর গর্ভে প্রমথনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই প্রমথনাথ কালগ্রাসে পতিত হন। চন্দ্রনাথ উইল দ্বারা-মোহিনীকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠা পত্নী মৃণ্ময়ীকে যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিতে ইচ্ছুক হন। যাদব বিশী ও বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় উইল পরিবর্ত্তন হওয়াতে মোহিনী বিশী পিতৃ-জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত হন। মোহিনী অতি সুধীর ও বিজ্ঞ। চন্দ্রনাথের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মুক্তাগাছার অমৃতলাল আচার্য্যের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্যের এবং কনিষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁতিবন্দের জমিদার অন্নদা-গোবিন্দ চৌধুরীর পুত্রের বিবাহ হয়। এই দুই কন্যাকে চন্দ্রনাথ বার্ষিক বার শত

টাকা লাভের সম্পত্তি দিয়া যান। এই ছোটতরফের জমিদার একা মোহিনী মোহন রিশী থাকায় বর্ত্তমানে ছোট তরফের জমিদারীর আয় অধিক।

শাণ্ডিল্যগোত্র ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের বংশ।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের শিবনিবাস ষ্টেশন হইতে আট ক্রোশ পূর্ব্বে জেলা নদীয়া (বর্ত্তমান যশোরের) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে প্রাচীন কাল হইতে একটী শুদ্ধাচারী সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র বংশ বাস করিয়া আসিতেছেন। দেশপ্রসিদ্ধ অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নাটোর মহারাজের দ্বারপণ্ডিত ৺কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও পরে তৎপুত্র রঘুত্তম বাণীকণ্ঠ, কলিকাতা হাতিবাগানের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক ৺হরচন্দ্র তর্কভূষণ, শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের শিক্ষক ৺কালিদাস সভাপতি, নদীয়া-মহারাজের সভাপণ্ডিত বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, ভারতচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মুন্সেফ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, হলধর ন্যায়রত্ন, ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও জজপণ্ডিত ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রধান। এই বংশের পরিচয়জ্ঞাপক মুদ্রিত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, এবং এই বংশের ও জয়গোপালের কথা বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এই বংশের কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ ৺মধুসূদন ব্রহ্মচারী। ইনি বর্গীর হাঙ্গামার সময় স্বীয় বাসস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চাকন্দিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নদী-বৈদ্য-চতুষ্পাঠীপরিশোভিত আদর্শ গ্রাম বজরাপুরে বাস করেন। এই মধুসূদন আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন বত্রিশ পুরুষ। এই বংশীয়গণের শাণ্ডিল্যগোত্র, সামবেদ কৌথমী শাখা ও বাগছিগাঁই হইতেছে। এই বংশ বরাবর কুলক্রিয়া দ্বারা ইহারা সিদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া সমাজে আদৃত হইতেছেন। এই বংশ কুলীনপোষক;—তবে অবস্থা ভাল না থাকায় কোন কোন সরিক শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিয়াছেন। এই বংশের ৺হলধর ন্যায়রত্ন স্বীয় কন্যা গোলাপী দেবীর বিবাহের সময় আট পটীর কুলীন একত্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালনার উকিল শ্রীপূর্ণচন্দ্র সান্ন্যাল, কলিকাতা পাশি-বাগানের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি বিখ্যাত কুলীনসন্তান এই বংশের জামাতা, এবং সমস্তিপুরনিবাসী শ্রীচিন্ময়চরণ সান্ন্যাল, শ্রীরামপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল কাপবংশোদ্ভূত শ্রীউমেশচন্দ্র গোস্বামী ও শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশোদ্ভূত সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী এই বংশের দৌহিত্র। এই বংশের ভবেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য সুবিখ্যাত ময়ূরভট্ট-বংশোদ্ভূত মহুপ্রসাদ মুহুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন—উক্ত মুহুরিবংশ চিরকাল কুলক্রিয়া করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের উজ্জ্বল বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

যদিও এই বংশ বৈষ্ণব, তথাপি বিগত তিনশত বৎসর যাবৎ এই বংশে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। ১১৮৭ শকে বিনির্ম্মিত দুর্গামণ্ডপ অদ্যাপি বিদ্যমান—ঐ স্থানকে লোকে পীঠস্থান জ্ঞান করিয়া থাকে। উহার একাংশে লেখা আছে—

"শাকে ভুজনভোমৈত্রে পিত্রে গৌরীমুদধিনে।
শ্রীমতা রঘুরামেণ হর্ম্ম্যং রম্যতমং দদে॥"

অদ্যাবধি উক্ত দুর্গামণ্ডপে ও শ্রীসহায়রাম ভট্টাচার্য্যের পৃথক্ মণ্ডপে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। বহুশত বৎসর হইল এই বংশের কুলদেবতা শ্রীগোপালজী প্রতিষ্ঠিত আছেন, ও তাঁহার নিত্য ভোগপূজা ও বার মাসে তের পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতিথিসেবার বন্দোবস্ত বহুদিন হইতে আছে। নাটোর-রাজবংশের সহিত এই বংশের পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া সম্বন্ধ। কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ নাটোরে ন্যায়পণ্ডিত ছিলেন। নাটোরের পুণ্যনাম্নী রাণীভবানীর প্রদত্ত ও কৃষ্ণনগরের পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বিপুল ব্রহ্মোত্তর ও জমিদারী এই বংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিস্তৃত জমিদারির মালিক—ইনি প্রজার সুবিধাকল্পে তিনটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীজানকীরাম গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া আধুনিক ইংরাজীশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও এম্ এ, বি এল্ সসম্মানে পাশ করিয়া এক্ষণে ওকালতী করিতেছেন। এই বংশ বরাবর ধর্ম্মপ্রবণ ইহাদিগের পাণ্ডিত্য, সদাচার, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা দর্শন করিয়া নাটোররাজ ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রদান করেন।

বজরাপুর গ্রাম পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাগৌরবে এককালে প্রায় নবদ্বীপের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহার হরিভক্তি-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
ভূমিপতি ভূমি-সুরপতি।
তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপূজিত গ্রাম
বজরাপুরেতে নিবসতি।"

এই ভট্টাচার্য্যবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ও আদৃত, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। কেবলরাম ও রঘূত্তম নাটোরে ও বলভদ্র কৃষ্ণনগরে সভাপণ্ডিত ছিলেন। হরচন্দ্র তর্কভূষণ হাতিবাগানে টোল খুলিয়াছিলেন এবং একজন দেশবিখ্যাত স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক ছিলেন। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ ও কান্দি স্কুলে হেডপণ্ডিত ছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেরি ও মার্শম্যানের সংস্কৃতশিক্ষক ছিলেন, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হ'ন ও তদানীন্তন হাইকোর্টের জজপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হোরেস্-হেম্যান্ উইলসন্ কর্ত্তৃক আনীত হ'ন। তাঁহার সাহিত্যজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় সকলে মুগ্ধ ছিল। যাঁহাদের গুণগরিমায় বঙ্গভূমি গৌরবান্বিত, সেই সকল স্বনামধন্য মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর, তারানাথ

তর্কবাচস্পতি, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ জয়গোপালের ছাত্র ছিলেন।

জয়গোপালের দুইটী কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় রাখিবে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুর-যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ১৮৩০ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ও কালের কবল হইতে উক্ত কবিদ্বয়ের কীর্ত্তি রক্ষা করেন। জয়গোপাল পারসিক অভিধান প্রণয়ন ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের "হরিভক্তি" গ্রন্থের কবিতানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের "প্রভাকরের" নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাহা ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখ প্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্তের তালিকাতে পাওয়া যায়।

নিম্নে জয়গোপালের পূর্ব্ববংশ-পরিচয় লিখিতেছি—

জয়গোপালের পূর্ব্বপুরুষ মধুসূদন ব্রহ্মচারীর পত্নীর নাম রত্নেশ্বরী। ইহার দুই পুত্র,—রাজারাম তর্কসিদ্ধান্ত ও কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশ। রাজারাম তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র নিমাইচাঁদ সিদ্ধান্ত, তৎপুত্র কনকরাম বিদ্যাবাগীশ ও তৎসুত শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশের দুই পুত্র,—কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ। কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্করত্ন, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু ও হেরম্ব এই সাত পুত্র ও যশোদা (রামধন খাঁ ভাদুড়ীর সহিত বিবাহিতা) নামে এক কন্যা। রঘূত্তম বাণীকণ্ঠের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও মহেশ ন্যায়রত্ন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সুরেশ, অজিত, কৈলাস ও শরৎ এই চারি পুত্র। সুরেশের বিশ্বেশ্বর ও হাজারি নামে দুই পুত্র, এবং গিরিবালা (স্বামী বিনোদ সান্যাল) ও শৈলবালা (স্বামী সুরেন্দ্র মৈত্র) নামে দুই কন্যা। বিশ্বেশ্বরের তিন পুত্র—রাধারমণ, রাধাগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ এবং এক কন্যা ঈশানী (স্বামী পূর্ণচন্দ্র সান্যাল)। রাধারমণের পুত্র অমিয়, অবনী ও অনাদি।

সদাশিব তর্করত্নের পুত্র মাধব সার্ব্বভৌম। তৎপুত্র হলধর ন্যায়রত্ন ও মথুরানাথ। হলধর ন্যায়রত্নের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম দুর্ল্লভ, বিশ্বম্ভর, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীকান্ত ও নিবারণ; কন্যাগণের নাম গোলাপী (স্বামী হরমোহন মৈত্র), সুকেশী (স্বামী মোহিনী গোস্বামী) ও মনোমোহিনী (স্বামী মহেশ সান্যাল)। দুর্ল্লভের সত্যভামা নাম্নী এক কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম রামগোপাল গোস্বামী এবং ইঁহার পুত্র প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী। দুর্ল্লভসহোদর বিশ্বম্ভরের রামকৃষ্ণ ও নীলমণি নামে দুই পুত্র এবং যাদুমতী নামে এক কন্যা। (স্বামী যোগীন্দ্র গোস্বামী, সাং শ্রীরামপুর) পুরুষোত্তমের পুত্র কেশব, প্রিয় ও হৃদয়। হৃদয়ের পুত্র খোকা। হলধরের অপর পুত্র লক্ষ্মীকান্তের এক তনয়, তাঁহার নাম পঞ্চানন। কন্যা সুকেশী ও মনোমোহিনীর পুত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে উমেশ গোস্বামী (শ্রীরামপুর) ও সতীশ সান্যাল।

যদিও এই বংশ বৈষ্ণব, তথাপি বিগত তিনশত বৎসর যাবৎ এই বংশে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। ১১৮১ শকে বিনির্ম্মিত দুর্গামণ্ডপ অদ্যাপি বিদ্যমান—ঐ স্থানকে লোকে পীঠস্থান জ্ঞান করিয়া থাকে। উহার একাংশে লেখা আছে—

"শাকে ভুজনভোমৈত্রে পিত্রে গৌরীমুদধিনে।
শ্রীমতা রঘুরামেণ হর্ম্ম্যং রম্যতমং দদে॥"

অদ্যাবধি উক্ত দুর্গামণ্ডপে ও শ্রীসহায়রাম ভট্টাচার্য্যের পৃথক্ মণ্ডপে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। বহুশত বৎসর হইল এই বংশের কুলদেবতা শ্রীগোপালজী প্রতিষ্ঠিত আছেন, ও তাঁহার নিত্য ভোগপূজা ও বার মাসে তের পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতিথিসেবার বন্দোবস্ত বহুদিন হইতে আছে। নাটোর-রাজবংশের সহিত এই বংশের পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া সম্বন্ধ। কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ নাটোরে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। নাটোরের পুণ্যনাম্নী রাণীভবানীর প্রদত্ত ও কৃষ্ণনগরের পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বিপুল ব্রহ্মোত্তর ও জমিদারী এই বংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিস্তৃত জমিদারির মালিক—ইনি প্রজার সুবিধাকল্পে তিনটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীজানকীরাম গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া আধুনিক ইংরাজীশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও এম্ এ, বি এল্ সসম্মানে পাশ করিয়া এক্ষণে ওকালতী করিতেছেন। এই বংশ বরাবর ধর্ম্মপ্রবণ ইঁহাদিগের পাণ্ডিত্য, সদাচার, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা দর্শন করিয়া নাটোররাজ ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রদান করেন।

বজরাপুর গ্রাম পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাগৌরবে এককালে প্রায় নবদ্বীপের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহার হরিভক্তি-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
ভূমিপতি ভূমি-সুরপতি।
তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপূজিত গ্রাম
বজরাপুরেতে নিবসতি।"

এই ভট্টাচার্য্যবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ও আদৃত, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। কেবলরাম ও রঘূত্তম নাটোরে ও বলভদ্র কৃষ্ণনগরে সভাপণ্ডিত ছিলেন। হরচন্দ্র তর্কভূষণ হাতিবাগানে টোল খুলিয়াছিলেন এবং একজন দেশবিখ্যাত স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক ছিলেন। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ ও কান্দি স্কুলে হেডপণ্ডিত ছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেরি ও মার্শম্যানের সংস্কৃতশিক্ষক ছিলেন, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হ'ন ও তদানীন্তন হাইকোর্টের জজপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হোরেস্-হেম্যান্ উইলসন্ কর্ত্তৃক আনীত হ'ন। তাঁহার সাহিত্যজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় সকলে মুগ্ধ ছিল। যাঁহাদের গুণগরিমায় বঙ্গভূমি গৌরবান্বিত, সেই সকল সুনামধন্য মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর, তারানাথ

তর্কবাচস্পতি, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ জয়গোপালের ছাত্র ছিলেন।

জয়গোপালের দুইটী কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় রাখিবে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুর-যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ১৮৩০ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ও কালের কবল হইতে উক্ত কবিদ্বয়ের কীর্ত্তি রক্ষা করেন। জয়গোপাল পারসিক অভিধান প্রণয়ন ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের "হরিভক্তি" গ্রন্থের কবিতানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের "প্রভাকরের" নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাহা ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখ প্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্তের তালিকাতে পাওয়া যায়।

নিম্নে জয়গোপালের পূর্ব্ববংশ-পরিচয় লিখিতেছি—

জয়গোপালের পূর্ব্বপুরুষ মধুসূদন ব্রহ্মচারীর পত্নীর নাম রত্নেশ্বরী। ইঁহার দুই পুত্র,—রাজারাম তর্কসিদ্ধান্ত ও কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশ। রাজারাম তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র নিমাইচাঁদ সিদ্ধান্ত, তৎপুত্র কনকরাম বিদ্যাবাগীশ ও তৎসুত শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশের দুই পুত্র,—কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ। কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্করত্ন, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু ও হেরম্ব এই সাত পুত্র ও যশোদা (রামধন খাঁ ভাদুড়ীর সহিত বিবাহিতা) নামে এক কন্যা। রঘূত্তম বাণীকণ্ঠের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও মহেশ ন্যায়রত্ন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সুরেশ, অজিত, কৈলাস ও শরৎ এই চারি পুত্র। সুরেশের বিশ্বেশ্বর ও হাজারি নামে দুই পুত্র, এবং গিরিবালা (স্বামী বিনোদ সান্যাল) ও শৈলবালা (স্বামী সুরেন্দ্র মৈত্র) নামে দুই কন্যা। বিশ্বেশ্বরের তিন পুত্র—রাধারমণ, রাধাগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ এবং এক কন্যা ঈশানী (স্বামী পূর্ণচন্দ্র সান্যাল)। রাধারমণের পুত্র অমিয়, অবনী ও অনাদি।

সদাশিব তর্করত্নের পুত্র মাধব সার্ব্বভৌম। তৎপুত্র হলধর ন্যায়রত্ন ও মথুরানাথ। হলধর ন্যায়রত্নের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম দুর্ল্লভ, বিশ্বম্ভর, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীকান্ত ও নিবারণ; কন্যাগণের নাম গোপালী (স্বামী হরমোহন মৈত্র), সুকেশী (স্বামী মোহিনী গোস্বামী) ও মনোমোহিনী (স্বামী মহেশ সান্যাল)। দুর্ল্লভের সত্যভামা নাম্নী এক কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম রামগোপাল গোস্বামী এবং ইঁহার পুত্র প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী। দুর্ল্লভসহোদর বিশ্বম্ভরের রামকৃষ্ণ ও নীলমণি নামে দুই পুত্র এবং যাদুমতী নামে এক কন্যা। (স্বামী যোগীন্দ্র গোস্বামী, সাং শ্রীরামপুর) পুরুষোত্তমের পুত্র কেশব, প্রিয় ও হৃদয়। হৃদয়ের পুত্র খোকা। হলধরের অপর পুত্র লক্ষ্মীকান্তের এক তনয়, তাঁহার নাম পঞ্চানন। কন্যা সুকেশী ও মনোমোহিনীর পুত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে উমেশ গোস্বামী (শ্রীরামপুর) ও সতীশ সান্যাল।

মাধব সার্ব্বভৌমের দ্বিতীয় পুত্র মথুরানাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম দেবনাথ ও চক্রপাণি এবং কন্যাদ্বয়ের নাম জ্ঞানদা (স্বামী মতিরাম) ও কৃষ্ণমতী (স্বামী তারক মৈত্র)। দেবনাথের পুত্র শ্যামসুন্দর। জ্ঞানদার পুত্র ভূপেন্দ্র ও কৃষ্ণমতীর পুত্র বীরেন্দ্র।

রামভদ্র বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র হরচন্দ্র তর্কভূষণ ও রামতারণ বিদ্যানিধি। হরচন্দ্রের পুত্র ভারতচন্দ্র, তৎপুত্র কানাই, লালমোহন ও সুরেন্দ্র।

কালিদাস সভাপতির দুই পুত্র,—মোহন শিরোমণি ও শ্যামাচরণ। মোহন শিরোমণির পুত্র হরি, মহেন্দ্র ও যোগীন্দ্র। হরির পুত্র মুকুন্দ ও মহেন্দ্রের পুত্র হাজারি।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পুত্র তারক বিদ্যানিধি। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং এক কন্যা সুশারমণী (স্বামী অক্ষয় মৈত্র)। এই কন্যার চারি পুত্র—অমূল্য, অশ্বিনী, কালী ও রাধাচরণ।

সদানন্দ বিদ্যাবাগীশের চাঁদমোহন, চন্দ্রমোহন, কমলাকান্ত ও বৃন্দাবন এই চারি পুত্র। বৃন্দাবনের পুত্র দীননাথ। কমলাকান্তের পুত্র নবকুমার ও ক্ষুদিরাম। নবকুমারের পুত্র প্যারীলাল, নরেন্দ্রলাল ও ভবেন্দ্রলাল। ভবেন্দ্রলালের একাদশ সন্তান—নলিনীবালা, পার্ব্বতী, কিরণ, অপর্ণা, বিমলা, শ্রীপতি, সহায়রাম, রঘুরাম, সীতারাম, জানকীরাম, ও শিবরাম। কিরণ, অপর্ণা ও বিমলার পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে প্রভাস চক্রবর্ত্তী, হেম বক্সী ও চিত্ত তরফদার। সহায়রামের পুত্র সত্যপ্রকাশ। রঘুরামের দুই পুত্র নিত্যপ্রকাশ ও ইন্দুপ্রকাশ। জানকীরামের পুত্র ধ্রুবপ্রকাশ।

বোয়ালিয়ার বাগছী বংশ।

পীতাম্বর ঠাকুর হইতে এই বংশ গণনা হইয়া থাকে। পীতাম্বরের তিন পুত্র—লোকনাথ, সাধু ও রুদ্র। লোকনাথের বংশ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সাধুর লবণ ও মধু নামে দুই পুত্র। মধু দক্ষিণ দেশে গিয়া বাস করেন। লবণের পুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রূপ ওঝা ও তৎপুত্র ঋষি দীক্ষিত। ঋষির পাঁচ পুত্র—নিয়াই, গদাধর, আনুমিত্র, গুছিপাণ্ডব ও বিয়াই (ধামসা সমাজ)। বিয়াইয়ের চারি পুত্র—হরিহর (অগ্নিহোত্রী), শ্রীকণ্ঠ (ছয়বরিয়া দলভুক্ত), বৈকুণ্ঠ ও মন্দার দীক্ষিত। হরিহরের পুত্র বলাই। বলাইয়ের দুই পুত্র,—বিয়াই ও বামন (পুঁটিয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ)। বিয়াইয়ের পুত্র গোপীনাথ (খোজাখরি রুবসাদগ্রস্ত)। গোপীনাথের দুই পুত্র—রূপনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। রূপনারায়ণের চারি পুত্র—রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, রঘুরাম ও শিবরাম। রামনারায়ণের সাত পুত্র—জয়দেব, বামদেব, মহাদেব, রামগোপাল,

ভবদেব, কৃষ্ণদেব ও বিষ্ণুদেব। জয়দেবের দুইপুত্র—গঙ্গানারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। বামদেবের পুত্র রামভদ্র। রামগোপালের পুত্র রাধাকৃষ্ণ। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পাঁচপুত্র—প্রতাপরুদ্র, কৃষ্ণকিঙ্কর, জগন্নাথ, আন্দিরাম ও ব্রজরাম। প্রতাপরুদ্রের পাঁচপুত্র—হরিনাথ, কাশীনাথ, রামনাথ, শ্যামনাথ ও জগন্নাথ। কাশীনাথের দুইপুত্র—রামজীবন ও কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথের দুইপুত্র—জানকী ও শ্রীনাথ। জানকীর বসন্ত, রজনী, প্রসন্ন ও যোগেন্দ্র নামে চারিপুত্র। শ্রীনাথের দ্বারকা ও শশী নামে দুই পুত্র।

রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজরামের কৃষ্ণকান্ত ও সদাশিব নামে দুইপুত্র। কৃষ্ণকান্তের চারিপুত্র—দর্পনারায়ণ, কমলাকান্ত, ভৈরব ও গগন। দর্পনারায়ণের আদিনারায়ণ নামে একপুত্র। কমলাকান্তের দুইপুত্র—রুদ্র ও চন্দ্র। ভৈরবের গোবিন্দ নামে এক পুত্র। সদাশিবের পাঁচপুত্র—রামানন্দ, জয়মঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রণজয় ও মৃত্যুঞ্জয়। রামানন্দের সর্ব্বানন্দ ও উৎসবানন্দ নামে দুইপুত্র। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামজয়। ইনি স্বনামখ্যাত বোয়ালিয়ার ধর্ম্মসভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। রামজয়ের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের যোগেন্দ্র ও শচীন্দ্র নামে দুইপুত্র।

ভবদেবের নীলকমল ও রামহরি নামে দুইপুত্র। বিষ্ণুদেবের রাজেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর নামে দুই পুত্র।

হরিনারায়ণের শুভরাম, দ্বারিক ও কাশীনাথ নামে তিনপুত্র। শুভরামের দুইপুত্র—রত্নেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের দুইপুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র ও রূপচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের নফর ও কাশীনাথ নামে দুইপুত্র। রূপচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। তাঁহার দুইপুত্র—নারায়ণ ও শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র মহেশ। তাঁহার উমেশ ও রমেশ (বালুধরা) নামে দুইপুত্র।

রঘুরামের মণিরাম ও মুক্তারাম। মণিরামের তিন পুত্র—নফর, দাবাড়ি ও প্রাণকৃষ্ণ। নফরের রাজারাম ও ভোলানাথ নামে দুইপুত্র। রাজারামের চারি পুত্র—শিবনাথ, রামচন্দ্র, প্রেমচাঁদ ও কাশীচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র রামনিধি। তৎপুত্র রামকুমার। প্রেমচাঁদের দুই পুত্র—জগন্নাথ ও রাধামোহন। জগন্নাথের দীনবন্ধু ও কৃপানাথ নামে দুই পুত্র। রাধামোহনের কাশীনাথ ও নিধু নামে দুই পুত্র।

প্রাণকৃষ্ণের দুই পুত্র—ভবানীপ্রসাদ ও দুর্গা। ভবানীপ্রসাদের চণ্ডীপ্রসাদ (জামিরতা) নামে এক পুত্র।

শিবরামের রামরাম কৃষ্ণরাম, বলরাম, বিষ্ণুরাম, শ্যামরাম ও সর্ব্বানন্দ নামে ছয় পুত্র। বলরামের গজগোবিন্দ নামে এক পুত্র। তাঁহার পুত্র গুরুগোবিন্দ। গুরুগোবিন্দের নরসিংহ ও বীরসিংহ নামে দুই পুত্র।

শ্যামরামের চারি পুত্র—রামপ্রসাদ, রামধন, মণিরাম ও গদাধর। রামপ্রসাদের কমললোচন ও পদ্মলোচন নামে দুই পুত্র। কমললোচনের পুত্র জগমোহন; তৎপুত্র

রাধামোহন। রাধামোহনের ভৈরব, ব্রজগোপাল ও রবিলোচন নামে তিন পুত্র। ভৈরবের পুত্র কৈলাস। ব্রজগোপালের পুত্র প্রাণগোপাল। রবিলোচনের পুত্র বিশেশ্বর (আমিরতা)।

হরিহর অগ্নিহোত্রীর বংশ।

ভট্টনারায়ণের বংশে জয়সাগর ও মণিসাগর নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। জয়সাগরের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পীতাম্বরের তিন পুত্র হয়। তাঁহাদের মধ্যম সাধু বাগ্‌ছি। ইহার দুই পুত্র, কনিষ্ঠের নাম লবণ। লবণের পুত্র ত্রিপুরারি, তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রূপ ওঝা। রূপ ওঝার পুত্রের নাম ঋষি দীক্ষিত। ইহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ বিয়াই, তৎপুত্র হরিহর অগ্নিহোত্রী। হরিহরের অধস্তন হলাহল, তৎপুত্র কুবের। কুবেরের সপ্ত পুত্র, তাঁহাদের চতুর্থ দামোদর মিশ্র। দামোদরের চারি পুত্র, তৃতীয়ের নাম নরসিংহ। নরসিংহের দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। ইহার তিনপুত্র, মধ্যম সদানন্দ। সদানন্দের তিন পুত্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। গোবিন্দের ছয় পুত্র; চতুর্থ রাজীব চক্রবর্ত্তী। ইহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ রামনাথ রায়ের চারি পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় দুর্গারাম। ইহার পঞ্চ পুত্রের দ্বিতীয়ের নাম রঘুরাম। রঘুরামের দুই পুত্র, কনিষ্ঠ গদাধর। ইহার পুত্র ধরণীধর, তৎপুত্র গিরিধর, তৎপুত্র শশধর রায় বিখ্যাত উকিল ও মানব-তত্ত্ববিৎ। তৎপুত্র অবিনাশচন্দ্র।

শাণ্ডিল্যগোত্র নন্দনাবাসী গাঁঞি—(গুয়াখরা) কুল্লূক ভট্টের ও তাহিরপুরের প্রাচীন রাজবংশ।

ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব মধুভট্টের ৮ম অধস্তন পুরুষ দিবাকর জগৎগুরু। ইহার চারি পুত্রের নাম পুরুষোত্তম বৈদান্তিক, কুল্লূকভট্ট (গুয়াখরা), মকরন্দ মিশ্র (জামরুকি) ও খোতাচার্য্য (টুটইনা)। পুরুষোত্তমের পুত্র নাড়ভট্ট, তৎপুত্র শশীকুলীন ও তৎপুত্র সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের পঞ্চ পুত্র,—নন্দন (দিঘা), বল্লভ (পাইকড়া), বিনায়ক (ঢাকপাড়া) নরহরি (গুনটিয়া) ও রাম (কয়ড়া)। কুল্লূকভট্টের তিন পুত্রের নাম আকাই, বিজাই ও মকরধ্বজ মিশ্র। মকরধ্বজের দুইপুত্র, রামদেব ও বামদেব। রামদেবের পুত্র জয়দেব ও হরিদেব। হরিদেবের পুত্র বনভদ্র, মীনকেতন ও পঞ্চানন। পঞ্চাননের পুত্র গোপীবল্লভ, তৎপুত্র জানকীবল্লভ ও তৎসুত রাজারাম। রাজারামের দুইপুত্র,—

আত্মারাম ও রতিরাম। মীনকেতনের দুই পুত্র হরিচন্দ্র ও সদানন্দ। হরিচন্দ্রের পুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র বিজয়, তৎসুত নয়ান, ও তৎপুত্র বাণিগুরু। বাণিগুরুর পুত্র হরিচরণ, কৃষ্ণচরণ ও গোবিন্দচরণ। হরিচরণের পুত্র রামেশ্বর।

সদানন্দের পুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎসুত সনাতন। সনাতনের দুই পুত্র গোপাল চৌধুরী ও শ্রীমুখ চৌধুরী। গোপালের পুত্র রতিকান্ত, শ্রীরাম, রামনারায়ণ ও রামগোবিন্দ। রতিকান্তের চারি পুত্র জয়কৃষ্ণ, রাজবল্লভ, রামচরণ ও রামজীবন। শ্রীমুখ চৌধুরীর পঞ্চপুত্র—মোহন, গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র। মোহনের পুত্র রাজারাম ও গঙ্গানারায়ণের পুত্র মণিরাম। নন্দনের পুত্র বামন ও ঈশান। বামনের পুত্র কন্দর্প ও সুরপতি। কন্দর্পের পুত্র কৃষ্ণ ও কামদেব। কৃষ্ণের পুত্র নিধাই তলাপাত্র, তৎপুত্র বদন, তৎসুত কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র গৌরীকান্ত তৎসুত জগন্নাথ এবং তৎপুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের তিনপুত্র,—গঙ্গারাম, দেবিদাস ও লঙ্কারাম। লঙ্কারামের পুত্র রামেশ্বর ও হরিদেব। রামেশ্বরের চারিপুত্র শিবরাম, কৃষ্ণরাম, রমানাথ ও জয়রাম মিশ্র। রমানাথের পুত্র মহেশ ও গোপাল। গোপালের তনয় যদুচন্দ্র, তৎসুত যদুনন্দন ও হরিচরণ। যদুনন্দনের চারিপুত্র,—রমাপতি, হরিনন্দন সার্বভৌম, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও হরিনারায়ণ সিদ্ধান্ত। হরিচরণের পুত্র কৃষ্ণদেব, তৎসুত কেশব পঞ্চানন। রমাপতির পুত্র নন্দরাম বিদ্যাবাগীশ, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার ও গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (সাং খুড়ি)। গঙ্গাধরের পুত্র গিরিধর ও কাশী (সাং নয়ানগড়)।

কন্দর্পের দ্বিতীয় পুত্র কামদেব ভট্টের চারিপুত্র, প্রথম পক্ষে জাত সঞ্জয় ভট্ট ও দ্বিতীয় পক্ষে জাত বিজয় লস্কর, জন্মেজয় ও ধনঞ্জয়। সঞ্জয়ের আটপুত্র,—রঘুনাথ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, মুরারি, মাধব, মধুসূদন, নারায়ণ এবং গঙ্গাধর। রঘুনাথের পুত্র দুর্গাদাস এবং নারায়ণের পুত্র জগন্নাথ, চতুর্ম্মুখ ও বিশ্বনাথ ভট্ট।

বিজয় লস্করের পুত্র রাজা উদয়নারায়ণ (তাহিরপুর)। তৎসুত হৃদয়নারায়ণ (বড় ঠাকুর), বিজয়নারায়ণ ও হরিনারায়ণ (ছোট ঠাকুর)। হৃদয়নারায়ণের পঞ্চ পুত্র—নরনারায়ণ, গরুড়নারায়ণ, রূপনারায়ণ ও সুবুদ্ধিনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র জয়নারায়ণ। সুবুদ্ধিনারায়ণের পুত্র অনন্তনারায়ণ, তৎপুত্র চাঁদনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের পুত্র দুর্লভ নারায়ণ। হরিনারায়ণের (ছোট ঠাকুর) দুইপুত্র,—১ম পক্ষে মুকুন্দ ও ২য় পক্ষে রাজা কংসনারায়ণ। রাজা কংসনারায়ণের পুত্র রাজা ইন্দ্রজিৎ, তৎপুত্র রাজা চন্দ্রনারায়ণ, সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ। সূর্য্যনারায়ণের চারি পুত্র—জয়নারায়ণ, সুরনারায়ণ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই তনয়—১ম পক্ষে দর্পনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ, ২য় পক্ষে ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও রূপেন্দ্রনারায়ণ। মহেন্দ্র-নারায়ণের পুত্র রাজা বিপ্রনারায়ণ ও রবীন্দ্রনারায়ণ। রবীন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাঘবেন্দ্রনারায়ণ। ভূমেন্দ্রনারায়নের তনয় বারীন্দ্রনারায়ণ। রূপেন্দ্রনারায়ণের

পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ (তাহিরপুর)। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রবীন্দ্রনারায়ণ এবং তৎসুত বলেন্দ্রনারায়ণ, ইনি অপুত্রক। ইঁহার কন্যার ভাদুড়ীবংশীয় আনন্দীরাম রায়ের সহিত বিবাহ হয়; তজ্জন্য তাহিরপুরের ।৷৴০ অংশ শ্রোত্রিয় রাজবংশ হইতে ভাদুড়ী কুলীনবংশে যায়।

গনাই লাহিড়ীর বংশ [কাপ]।

গনাই ঠাকুর হইতে এই বংশ গণনা হয়। গনাই ঠাকুরের পুত্র মধু। তাহার পুত্র গণেশ আচার্য্য। তৎপুত্র মুকুন্দ আচার্য্য। মুকুন্দের গঙ্গানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য নামে দুইপুত্র। গঙ্গানন্দ নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—শিবরাম, রামচন্দ্র ও রামেশ্বর রায়। শিবরামের নারায়ণ, রাজুরাম ও রাঘবরাম রায় নামে তিন পুত্র। নারায়ণের তিন পুত্র—রামজীবন, মধুরায় ও ঘনশ্যাম রায়। রাঘবরামের পুত্র মাধব রায়। মাধবের দুইপুত্র—রাধাকান্ত ও নৃসিংহ। রাধাকান্তের তিনপুত্র—বিরু, আত্মারাম ও দেবীরায়। বিরুর চারিপুত্র—ভাগবত, হরিশ, কেশব ও রামধন। রামধনের দুইপুত্র—কালিদাস ও সীতানাথ। সীতানাথের একপুত্র মোহিনীমোহন রায়। মোহিনীমোহন যশস্বী পুরুষ ও একজন শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন, নিজ অধ্যবসায় গুণে তিনি বহু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

রঙ্গপুরবাসী লোকনাথ লাহিড়ীর বংশ।

লোকনাথ লাহিড়ী এই বংশের বীজপুরুষ। লোকনাথের পুত্র ভূতনাথ। তাহার পুত্র দিগম্বর। তৎপুত্র টুট। টুটওঝার হলী, বলী, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র। হলী বর্ণ ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য্যের তিনপুত্র—অর্ক, কেশব ও দনুজারি। কেশবের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তাঁহার মাধব অনন্ত প্রভৃতি কতিপয় পুত্র। মাধবের পুত্র মহামিশ্র ও তৎপুত্র বিদ্যাপতি। অনন্তের শ্রীধর নামে একপুত্র। তৎপুত্র বাণীনাথ। তৎপুত্র মদন (ছাগীপোড়া অবসাদ); তৎপুত্র চান্দাই ; তৎপুত্র রামচন্দ্র (জোনালী ও ভূষণা)। রামচন্দ্রের অনন্ত, বাসুদেব ও গদাধর নামে তিনপুত্র। অনন্তের চারিপুত্র—যাদব, বাণীনাথ, বাচাই ও মৃত্যুঞ্জয়। যাদব সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে রঙ্গপুর জেলায় তাম্বুলপুরে আসিয়া বাস করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রঘুদেব। তৎপুত্র শিবরাম। তাহার মুক্তারাম ও রামচন্দ্র নামে দুইপুত্র। মুক্তারাম নলডাঙ্গায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র—রতিদেব, রামদেব ও কৃষ্ণদেব। রতিদেব ভূমধ্যকারী ছিলেন। রতিদেবের পুত্র রমানাথ, তৎপুত্র কালীমোহন, তৎপুত্র নীলকমল, তৎপুত্র গুরুপদ ও ভবানীচরণ। ভবানীচরণ একজন উচ্চশিক্ষিত ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। রতিদেবের ভ্রাতা রামদেবের পুত্র কাশীনাথ। তিনি কোচবিহাররাজের সাজোয়াল ছিলেন। তৎপুত্র কৃষ্ণহরি। ইনি দত্তক ছিলেন। তাঁহার শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র নামে দুই পুত্র। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ, তৎপুত্র কালীচন্দ্র। ইনি কোচবিহাররাজের দেওয়ান ছিলেন।

শাণ্ডিল্যগোত্রে রুদ্রবাগছীর ধারা—ভারেঙ্গা তারানগরের চক্রবর্ত্তি-বংশ।

পীতাম্বরের মধ্যম পুত্র রুদ্র বাগ্‌ছী হইতে এই বংশ আরম্ভ। রুদ্র বাগ্‌ছীর পুত্র হরদেব, তৎপুত্র বামদেব, তৎপুত্র কামদেব; তৎপুত্র অনঘাচার্য্য, তৎপুত্র জিগিনী ওঝা। জিগিনী ওঝার রেখা, বেগ, জীয়া ও গেন নামে চারি পুত্র। রেখের পুত্র গণ্ড (শম্ভু) মহানিধি। গণ্ডমহানিধির ধুমাই ও তমাই নামে দুই পুত্র। ধুমাইর তিন-পুত্র—ছিমাই, কিরাই ও জগাই। ছিমাইয়ের সুমাই, দুমাই ও ধনঞ্জয় নামে তিন পুত্র। দুমাইয়ের মানাই (বোয়ালজানি), শ্রীপতি (সিমুলিয়া) ও গোপাই (গয়নাকান্দি) নামে তিনপুত্র। শ্রীপতির চারিপুত্র—নথাই, বলাই, জগাই ও মগাই। জ্যেষ্ঠ নথাইয়ের শশাই, সনাই, নরসিংহাই ও মাধাই নামে চারিপুত্র। শশায়ের চারি পুত্র—শুকাই, পিতাই, ধবাই ও অনন্ত। শুকাইয়ের চারিপুত্র—কৃষ্ণ, ভগবান্, রামব্রহ্মচারী ও রঘু। কৃষ্ণের দামোদর, চতুর্ভুজ, শ্রীমন্ত ও ঈশ্বর নামে চারিপুত্র। দামোদরের কমল ও শ্রীমুখ নামে দুইটী পুত্র। চতুর্ভুজের পুত্র হৃদয়। তৎপুত্র কাশীনাথ ও তৎপুত্র পদ্মনাভ। শ্রীমন্তের দুই পুত্র—শতানন্দ ও মথুরানাথ। শতানন্দের পুত্র রাঘব। তৎপুত্র রঘুনাথ। মথুরানাথের রতিনাথ, বাণীনাথ ও রামেশ্বর নামে তিনপুত্র। রতিনাথের রাঘব ও রাজারাম নামে দুই পুত্র। বাণীনাথের পুত্র রামকান্ত।

রামেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী। ইনি ভারেঙ্গার চৌধুরীবংশের কন্যাগ্রহণ হেতু কুল ভাঙ্গিয়া সিমুলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারেঙ্গা গ্রামে বসতি করেন। ইহার সময় হইতে বাগ্‌ছি উপাধি রহিত হইয়া চক্রবর্ত্তী উপাধি হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যাজনিক ব্যবসায় ইনি বা ইহার বংশের কেহ কখনও করেন নাই। সুপণ্ডিত বলিয়া চক্রবর্ত্তী বলিত, তাহাই পরে এই বংশে প্রচলিত হইল।

কৃষ্ণদেবের পুত্র ঘনশ্যাম। ঘনশ্যামের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে দুই সন্তান। রঘুনাথের মৃত্যুঞ্জয় ও গৌরীশঙ্কর নামে দুইপুত্র। মৃত্যুঞ্জয়ের দুই পুত্র জগমোহন ও রতন। রতনের এক পুত্র কালীচন্দ্র ও দুই কন্যা।

গৌরীশঙ্করের পুত্র শিবচন্দ্র। তৎপুত্র কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের এক পুত্র ও দুই কন্যা।

ঘনশ্যামের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রনারায়ণের কালিকাপ্রসাদ, রামজয় ও রামগঙ্গা নামে তিন পুত্র। কালিকাপ্রসাদের গুরুপ্রসাদ, বিশ্বনাথ, পীতাম্বর ও রামসুন্দর নামে চারি পুত্র এবং জগদম্বা দেবী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। গুরুপ্রসাদের বিবাহ পাইকরহাটীর মাণিকচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা সুলক্ষণা দেবীর সহিত। তাঁহার কাশীপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ নামে দুই পুত্র। কাশীপ্রসাদের বিবাহ শ্রীকণ্ঠদিয়ার কাশীচন্দ্র রায়ের কন্যা কামিনী দেবীর সহিত। তাঁহার একটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর বিবাহ ভাদারার রবিলোচন ভৌমিকের কন্যা অটলমণি দেবীর সহিত। তাঁহার তনয়—যাদবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, মদনমোহন ও মোহিনীমোহন।

পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। ইনি কোচবিহারের ষ্টেটজজ ছিলেন। কুলশাস্ত্রদীপিকা নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এবং Indian Native States নামে একখানি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কুমুদিনী, সরোজিনী, সুরেশচন্দ্র, দ্বিজেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, নলিনী, শীতেশচন্দ্র, কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী, মৃণ্ময়ী ও পরেশ, এই ১১টী সন্তান। কুমুদিনীর বিবাহ বারাণসী (পুখুরিয়া)—নিবাসী শরচ্চন্দ্র সান্যালের সহিত। তিনি এম্-এ, বি-এল্, রায়বাহাদুর ও জজ ছিলেন।

দ্বিজেশচন্দ্রের বিবাহ শ্রীরামপুরের উপেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা অনিন্দিতা দেবীর সহিত। তিনি এম্, এ, বি, এল্ এবং তাঁহার পত্নী অনিন্দিতা দেবীও উচ্চশিক্ষিতা।

শীতেশচন্দ্র ইংলণ্ডনিবাসিনী বেবী নাম্নী এক বিবিকে বিবাহ করেন। তিনি বড় ডাক্তার (I.M.S.)

অনঙ্গমোহনের বিবাহ ভারেঙ্গা-নিবাসী শশিকুমার চৌধুরীর কন্যা সুধীরাবালার সহিত। তিনি সব্‌ডেপুটী ছিলেন। শশাঙ্কমোহন এক্ষণে বায়ুরোগগ্রস্ত। বিনোদ মোহনের ক্ষেতুপাড়ার উমাগতি রায়ের কন্যা হেমনলিনী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। বিনোদমোহন উকীল ছিলেন।

প্রমোদমোহনের বিবাহ শালিখার যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা পঙ্কজবাসিনীর সহিত।

কালিকাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রামসুন্দর খলি বাগনাটীয়ার হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার হরসুন্দর, দুর্গাসুন্দর, শ্যামসুন্দর, রমণীসুন্দর, ও রমেশচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র ও কএকটী কন্যা জন্মে।

হরসুন্দর প্রথমে শিবপুরনিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্রের কন্যা বসন্তকুমারী দেবী এবং পরে উদিবাড়ীর ফটিকচন্দ্র সান্যালের কন্যা কুমুদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পূর্ণচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র, অনিলচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র, নলিনচন্দ্র ও ফণিভূষণ নামে ছয় পুত্র ও কএকটী কন্যা।

শ্যামসুন্দর পাইকরহাটীনিবাসী মহিমনারায়ণ বিশ্বাসের কন্যা বিরাজমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার ছয় সন্তান—খোকা, ক্ষীরোদবাসিনী (স্বামী পেঙ্গুয়ার বিমলাচরণ মজুমদার), সুধীর, সুহাসিনী ও অপর দুই কন্যা। রমণীসুন্দর বি এল্ উপাধিধারী। ইনি আমহাটীর গঙ্গানারায়ণ রায়ের কন্যা হেমলতাকে বিবাহ করেন। ইহার সুদেব ও ভূদেব নামে দুই পুত্র। সৌদামিনীর স্বামী খেতুপাড়ানিবাসী তারানাথ রায়। কুমুদিনীর বিবাহ কাটসাংড়ার গোবিন্দনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সহিত। রমেশচন্দ্র এল্, এম্, এস্

উপাধি প্রাপ্ত ডাক্তার। ইহাঁর বিবাহ বারাণসীর গিরিশচন্দ্র সান্ন্যালের কন্যা অন্নদা-কুমারী দেবীর সহিত। ইহার দেবেশ, নরেশ, ভবেশ, গণেশ ও রমেশ এই পাঁচ পুত্র এবং অপর এক কন্যা।

চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর মধ্যমপুত্র রামজয়ের কৃষ্ণকুমার ও নন্দকুমার নামে দুই তনয়। কৃষ্ণকুমার পেঙ্গুয়ার কাশীনাথ ভাদুড়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। রামজয়ের কনিষ্ঠ সহোদর রামগঙ্গার পাঁচ সন্তান—জগবন্ধু (বিবাহ নটাকোলার রত্নাকর ভট্টাচার্য্যের কন্যা), লক্ষ্মীমণি (স্বামী আরালিয়ার রামনাথ মৈত্র), শিবসুন্দরী (স্বামি পেঙ্গুয়ার কাশীচন্দ্র রায়), ত্রিপুরাসুন্দরী (স্বামী সালিখানিবাসী কৃষ্ণধন মজুমদার) ও প্রসন্নময়ী (স্বামী সালিখা নিবাসী রামধন মজুমদার)।

সিদ্ধশ্রোত্রিয় সিহরীগাঞি— ডেমরার রায়বংশ।

পাবনা জেলায় ডেমরার রায়বংশ অতি প্রাচীন বংশ ও মুসলমান রাজত্বকাল হইতে জমিদার। সাঁতৈল রাজ্য লোপের পর নাটোর রাজসরকারের অধীনে এই রায়বংশ জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

এই বংশের আদিপুরুষ স্বর্ণদেব ঠাকুর কালী উপাসক ও সাধক ছিলেন। তৎকালে ডেমরার চতুর্দ্দিকে ৩.৪ ক্রোশ মধ্যে কোন বসতি ছিল না; ক্ষুদ্র 'বড়ল্হর' নদীর তীরে এই গ্রাম একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাকার নির্জ্জন স্থান ছিল। সাধনার উপযুক্ত স্থান বিবেচনায় সস্ত্রীক স্বর্ণদেব ঠাকুর এখানে বাস করেন। পরে বংশধরগণ মুসলমান আমলে ডাকাইতী করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বহুস্থান বাহুবলে নিজ দখলে রাখিয়া জমিদারী ভোগ করেন।

স্বর্ণদেব ঠাকুরের তিন পুত্র—জয়ঠাকুর, অজয়ঠাকুর ও শিবানন্দঠাকুর। শিবানন্দ-ঠাকুরের পুত্র ভৈরবানন্দ ঠাকুর, তৎপুত্র শ্রীমন্ত ব্রহ্মচারী ও তৎসুত কেশবানন্দ ঠাকুর। কেশবানন্দের পুত্র ভূগর্ভ। ভূগর্ভের তনয় শ্রীগর্ভ; তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়। রামচন্দ্রের চারি সন্তান—রতিনাথ, রঘুনাথ, মথুরানাথ ও গঙ্গাহরি। মথুরানাথ বংশহীন। রঘুনাথের একপুত্র রূপচন্দ্র রায় ও পাঁচ কন্যা—শিবাণী, ভবানী, রুদ্রাণী, শর্ব্বাণী ও সর্ব্বমঙ্গলা। সাঁতইলের রাজা রামকৃষ্ণের সহিত রাণী সর্ব্বাণীর বিবাহ হয়।

গঙ্গাহরি রায়ের দুই তনয়—কৃষ্ণবল্লভ ও প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভের পুত্র প্রভুরাম, তৎপুত্র রামগোপাল। রামগোপালের রামলোচন, পদ্মলোচন ও কমললোচন নামে তিন পুত্র। রামলোচন ও পদ্মলোচন বংশহীন। কমললোচনের দুই পুত্র—কৃষ্ণলোচন ও বলরাম। ইহারা উভয়েই বংশহীন। কৃষ্ণবল্লভের রামভদ্র ও শুভারাম এই দুইপুত্র। শুভারাম পুত্রহীন। রামভদ্রের পুত্র রামকানু ও শম্ভুরাম। রামকানুর দুইপুত্র—বৈদ্যনাথ ও গগনচন্দ্র। ইঁহারা সন্তানহীন। শম্ভুরামের গৌরীনাথ, রামজয় ও শ্রীনাথ নামে তিন

পুত্র। গৌরীনাথের পুত্র গোলকনাথ বংশহীন। রামজয়ও অপুত্রক। শ্রীনাথের দুই পুত্র—গয়ানাথ ও কাশীনাথ। গয়ানাথ পুত্রহীন। কাশীনাথের তারানাথ ও বিশ্বনাথ নামে দুই পুত্র। তারানাথের ছয় পুত্র,—যোগেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, শচীন্দ্র, মণীন্দ্র, কালিদাস ও দেবীদাস। যোগেন্দ্র ও শচীন্দ্র পুত্রহীন। জ্ঞানেন্দ্রের সুকুমার ও সুশীলকুমার এই দুই পুত্র। মণীন্দ্রের দুই পুত্র—মোহিতকুমার ও মতিলাল। বিশ্বনাথের পুত্র বিধুভূষণ ও বীরেশ্বর। বিধুভূষণ অপুত্রক। বীরেশ্বরের এক পুত্র শঙ্কর বংশহীন।

রতিনাথ রায়ের পুত্র রাঘবেন্দ্র রায়। রাঘবেন্দ্রের তিন পুত্র,—রামজীবন, কৃষ্ণজীবন ও রামদেব। রামজীবনের দুই পুত্র,—রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণের পুত্র নরনারায়ণ বংশহীন। রামনারায়ণের ছয়পুত্র,—রামকান্ত, আত্মারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণগোবিন্দ, রামশঙ্কর ও কৃষ্ণশরণ। রামকান্তের পুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র রামকমল, কনকরাম ও কৃপারাম। রামকমল ও কৃপারাম বংশহীন। কনকরামের পুত্র দুর্গাচরণ ও রামদয়াল। রামদয়াল পুত্রহীন। দুর্গাচরণের রজনী ও তারিণীকান্ত এই দুই পুত্র। ইঁহারা বংশহীন। আত্মারামের তিন পুত্র—বিজয়রাম, কেবলকৃষ্ণ, ও ভবানী। বিজয়রাম ও ভবানী অপুত্রক। কেবলকৃষ্ণের তনয় আনন্দচন্দ্রও বংশহীন। লক্ষ্মীনারায়ণের শিবনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ নামে দুই পুত্র। ইঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান।

কৃষ্ণগোবিন্দের জয়গোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ এই দুই পুত্র। জয়গোবিন্দের তিন পুত্র—জগমোহন, শীতল ও প্রাণনাথ। শীতলের পুত্র কাশীদাস পুত্রহীন। জগমোহন ও প্রাণনাথ অপুত্রক। রাধাগোবিন্দের তনয় রাজচন্দ্র, তৎপুত্র শম্ভুচন্দ্র ও যাদবচন্দ্র। যাদবচন্দ্র নিঃসন্তান। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র প্রহ্লাদচন্দ্র, তৎপুত্র প্রতাপচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্রের অঘোর ও নরেশ নামে দুইপুত্র। সুরেশচন্দ্রের পুত্র মুরারি।

রামশঙ্কর সন্তানহীন। কৃষ্ণশরণের চারি সন্তান—রামনিধি, জগন্নাথ, ভৈরবনাথ ও জয়নাথ। ভৈরবনাথ বংশহীন। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র কৃপানাথও নিঃসন্তান। রামনিধির পুত্র রামরত্ন ও কালীকমল। কালীকমল নিঃসন্তান। রামরত্নের তিন তনয়—রামগতি, কৃষ্ণগতি ও দুর্গাগতি। ইঁহারা তিন জনই বংশহীন। জয়নাথের পুত্র জগচ্চন্দ্র, তৎপুত্র মহিমাচন্দ্র। তাঁহার উপেন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ, কৃষ্ণনাথ ও মণীন্দ্রনাথ এই চারি পুত্র। উপেন্দ্র ও মন্মথ পুত্রহীন। কৃষ্ণেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র—অমরেন্দ্র, রণেন্দ্র, তেজেন্দ্র, জিতেন্দ্র ও সতীন্দ্র।

রাঘবেন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণজীবনের প্রাণকৃষ্ণ, বিষ্ণুরাম ও শ্যামরাম এই তিন তনয়। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র অনুপনারায়ণ। অনুপনারায়ণের চারি পুত্র—কৃষ্ণকান্ত, রাধাকান্ত, গোপীকান্ত ও রাধানাথ। কৃষ্ণকান্তের রুদ্রকান্ত, রামসুন্দর, নবকান্ত, কৃষ্ণমোহন ও কালীমোহন এই পাঁচ পুত্র। রুদ্রকান্তের পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ, তৎপুত্র গিরিশনারায়ণ বংশহীন। রামসুন্দরের কৃষ্ণসুন্দর ও হরানন্দ এই দুই পুত্র। হরানন্দ বংশহীন।

কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র বসন্তকুমার, তৎপুত্র জগন্নাথ ও বলরাম। নবকান্তের একমাত্র পুত্র কাশীকান্ত বংশহীন। কৃষ্ণমোহনের মনোমোহন ও ভুবনমোহন নামে দুই পুত্র। মনোমোহনের দুইপুত্র মোহিনীমোহন ও শশিমোহন। শশিমোহনের পুত্র পার্ব্বতীমোহন। মোহিনীমোহনের মাতঙ্গিনী নামে এক কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম মাধবীলাল গোস্বামী। ভুবনমোহনের পাঁচ পুত্র—প্যারীমোহন, শরচ্চন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, রমণীমোহন ও প্রমথনাথ। যজ্ঞেশ্বর গ্রামস্থ ভিন্ন গোত্রের জগচ্চন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র শৈলেন্দ্র। ভুবনমোহনের অপর চারি পুত্র বংশহীন।

অনুপনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্ত রাধামোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাধামোহন বংশহীন। গোপীকান্তের তিন পুত্র—প্রাণকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও উমাকান্ত। প্রথম দুইজন বংশহীন। উমাকান্তের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত। রুক্মিণীকান্তের তিন পুত্র—নলিনীকান্ত, গিরিজাকান্ত ও হেমচন্দ্র, তৎপুত্র রাধানাথের হরনাথ ও শিবনাথ নামে দুই পুত্র। শিবনাথ পুত্রহীন। হরনাথের রাজেন্দ্র ও হরেন্দ্র নামে দুইটী ঔরসপুত্র এবং শ্যামসুন্দর নামে এক দত্তকপুত্র। ইঁহার তিন জনই বংশহীন।

কৃষ্ণজীবনের দ্বিতীয় তনয় বিষ্ণুরামের পুত্র আন্দিরাম। তৎপুত্র কমলাকান্ত ও কালীকান্ত। কালীকান্তের কালীচন্দ্র, হরচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ও কালীমঙ্গল এই চারি সন্তান। কালীচন্দ্রের পুত্র কালীসুন্দর ও দুর্গাসুন্দর। ইঁহারা বংশহীন। চন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র গঙ্গানাথ বংশহীন। হরচন্দ্র ও কালীমঙ্গল নিঃসন্তান। কমলাকান্তের তিন পুত্র—কাশীচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও কালীভৈরব। কালীভৈরব বংশহীন। শিবচন্দ্রের পুত্র গদাধর, তৎপুত্র দুর্গাপ্রসন্ন, তৎপুত্র দীনেশ, সুরেশ ও রমেশ। দীনেশচন্দ্র বংশহীন। সুরেশের পুত্র সুখদাপ্রসন্ন। কাশীচন্দ্রের পাঁচপুত্র,—ঈশ্বরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র বংশহীন। মহেশচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্রও বংশহীন। গিরিশচন্দ্রের শ্যামাচরণ, যোগেশচন্দ্র, ও সারদাচরণ, এই তিনপুত্র। সারদাচরণ সন্তানহীন। যোগেশচন্দ্রের জ্যোতিষচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র এই দুই পুত্র। শ্যামাচরণের চারি পুত্র,—সতীশচন্দ্র, জিতেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, ও নরেন্দ্রনাথ। সতীশচন্দ্রের পুত্র অনিলচন্দ্র। নধরচন্দ্রের তিনপুত্র—কালীকুমার, রোহিণীকুমার ও মহিম। কালীকুমার অপুত্রক। রোহিণীকুমারের সূর্য্যকুমার, বিনয়কুমার ও অখিলকুমার নামে তিন পুত্র। মহিম বাঁশিলার স্বর্ণময়ীকর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হন।

কৃষ্ণজীবনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামরামের সদাশিব ও শম্ভুনাথ নামে দুই পুত্র। শম্ভুনাথের পুত্র কৃষ্ণকুমার, তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র বংশহীন। সদাশিবের দুইপুত্র—কাশীনাথ ও কৃষ্ণনাথ। কাশীনাথ নিঃসন্তান, কৃষ্ণনাথের পুত্র দুর্গানাথ ও রামপ্রসাদ। দুর্গানাথের পুত্র গুরুগোবিন্দ ও হরগোবিন্দ। রামপ্রসাদের পুত্র মাণিকগোবিন্দ।

রাঘবেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামদেবের তিন সন্তান,—হরিকৃষ্ণ, হরিদেব ও হরিনারায়ণ। হরিকৃষ্ণের পুত্র রামকৃষ্ণ, তৎসুত গৌরীপ্রসাদ। ইঁহার হরকান্ত, কেদারনাথ, কালীকুমার ও চন্দ্রকুমার এই চারি ঔরসপুত্র এবং দীনবন্ধু নামে এক দত্তক পুত্র। ঔরসপুত্রগণ বংশহীন। দত্তক দীনবন্ধুর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের নগেন্দ্র, যতীন্দ্র ও পূর্ণেন্দ্র এই তিনপুত্র। নগেন্দ্রের পুত্র নৃপেন্দ্র ও নীরেন্দ্র। যতীন্দ্রের বিমলেন্দ্র ও অমলেন্দ্র এই দুই পুত্র। পূর্ণেন্দ্রের তিনপুত্র—সমরেন্দ্র, টীকেন্দ্র ও বীরেন্দ্র।

হরিদেবের পুত্র রমাকান্ত। তৎপুত্র শ্রীকান্ত, কালাচাঁদ ও ভীমচন্দ্র। কালাচাঁদের পুত্র গোবিন্দ বংশহীন। ভীমচন্দ্রের চারি পুত্র,—ভৈরব, বিজয়, কৈলাস ও প্রসন্ন। ভৈরবের সুত বসন্ত সন্তানহীন। বিজয়ের গিরিবালা নাম্নী এক কন্যা। গিরিবালার তিন তনয়—সতীশ, ক্ষিতীশ ও চারু তালুকদার। কৈলাস ও প্রসন্ন বংশহীন। শ্রীকান্তের শ্রীধর, রক্তকান্ত, করুণাকান্ত ও গুরুচরণ এই চারিতনয়। শ্রীধর ও করুণাকান্ত বংশহীন। রক্তকান্তের একমাত্র সুত কালীকৃষ্ণও বংশহীন। গুরুচরণের সাত সন্তান—বামাচরণ, গোপালচন্দ্র, ভবানীচরণ, অম্বিকাচরণ, অন্নদাচরণ, কামদা ও প্রাণদাচরণ। বামাচরণের শিশিরকুমার নামে এক পুত্র। গোপালচন্দ্রের এক সুত ব্রজেন্দ্র। ভবানীচরণের সুত ভবেশ। অম্বিকাচরণের অতুল নামে একপুত্র। অন্নদাচরণের তিন পুত্র,—অনুকুল, অনিল ও অরবিন্দ। কামদাচরণ সন্তানহীন।

হরিদেবসহোদর হরিনারায়ণের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র কাশীশরণ। ইঁহার জগবন্ধু, কালীবন্ধু ও মুকুন্দবন্ধু এই তিন সন্তান। কালীবন্ধু ও মুকুন্দবন্ধু বংশহীন। জগদ্বন্ধুর তিনপুত্র,—মধুসূদন, বৈকুণ্ঠনাথ, ও ভোলানাথ। মধুসূদনের পুত্র শশধর ও অমূল্য। বৈকুণ্ঠনাথের চারি তনয়, যথা—মতিলাল, জ্ঞানেন্দ্র, মনীন্দ্র ও জিতেন্দ্র। ভোলানাথের ভূপেন্দ্র ও গিরীন্দ্র নামে দুই পুত্র।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়—নন্দনবাসী গাঞি-(টুটহলা) থোঁড়াচার্য্য বংশ।

টুটহলার থোঁড়াচার্য্যের দুই পুত্র—মাহিওঝা ও ত্রিলোচন হাজরা। মাহিওঝার জয়দেব ও হরিদেব নামে দুই পুত্র। জয়দেবের দুই পুত্র—শ্রীধর ও নরসিংহ। শ্রীধরের পুত্র অনন্ত, দৈত্যারি, অপ্রত, রক্ষিত ও শক্তি। অনন্তের পুত্র মাধব। তৎপুত্র দামোদর এবং তাঁহার পুত্র গোবিন্দ আচার্য্যসিংহ। গোবিন্দের বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যালঙ্কার নামে দুই পুত্র। বাচস্পতির দুই পুত্র ভবানন্দ ও বাণীনাথ চক্রবর্ত্তী। ভবানন্দের রতিনন্দন, কাশীনাথ ও মধুসূদন নামে তিন পুত্র এবং বাণীনাথের নীলকণ্ঠ নামে এক পুত্র। রতিনন্দনের চারি পুত্র—গঙ্গারাম, শ্রীরাম, বিষ্ণুদেব এবং রামনারায়ন। গোবিন্দাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র বিদ্যালঙ্কারের কন্দর্প ও রামনারায়ণ নামে দুই পুত্র।

জয়দেবের দ্বিতীয় পুত্র নরসিংহের গদাধর ও ত্রিবিক্রম নামে দুই পুত্র। ত্রিবিক্রমের চারি পুত্র—সুরন্ত, ভরত, কেশব ও পরাশর। সুরন্তের পুত্র বাসুদেব পণ্ডিত ও তৎপুত্র রঘুনাথ আচার্য্য। রঘুনাথের তিনপুত্র—ষষ্ঠীদাস আচার্য্য, রমণ চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ আচার্য্য। ষষ্ঠীদাসের পুত্র শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী এবং তৎপুত্র রতিনাথ চক্রবর্ত্তী। রমণ চক্রবর্ত্তীর ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী নামে এক পুত্র।

শ্রীধরের দ্বিতীয় পুত্র দৈত্যারির মুক্তিধর নামে একপুত্র। মুক্তিধরের পুত্র নারায়ণ এবং তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের রামচন্দ্র, লক্ষ্মীকান্ত, কালীকান্ত ও জগন্নাথ আচার্য্য নামে চারিপুত্র। লক্ষ্মীকান্তের চন্দ্রশেখর, রঘুনাথ ও রতিনাথ নামে তিন পুত্র। চন্দ্রশেখরের বিশ্বনাথ নামে এক পুত্র। বাণীকান্তের রত্নেশ্বর, গঙ্গাহরি ও বিষ্ণুদেব নামে তিন পুত্র। রত্নেশ্বরের পাঁচ পুত্র—গোপীনাথ, যদুনাথ, মধুসূদন, অমরনাথ ও অনন্তরাম।

শ্রীধরের চতুর্থ পুত্র রক্ষিতের কানাই, বামনাই ও ধরণীধর নামে তিন পুত্র। বামনাই-য়ের দ্বিজরাজ নামে এক পুত্র। দ্বিজরাজের চারি পুত্র—সহদেব, বিশ্বনাথ, দিবাকর ও বংসারি। সহদেবের বিরূপাক্ষ সমাদ্দার ও কমলাকান্ত নামে দুই পুত্র। বিরূপাক্ষের বেদগর্ভ ও ভূগর্ভ নামে দুই পুত্র। বেদগর্ভের পুত্র সাধু সমাদ্দার, তৎপুত্র গোবিন্দ। ভূগর্ভের গোপীকান্ত ও চণ্ডীদাস নামে দুই পুত্র।

শ্রীধরের কনিষ্ঠ পুত্র শক্তিতের বৎস নামে এক পুত্র। তাহার পুত্র ঠাকুর লক্ষ্মী। তৎপুত্র কুলপতি ও তৎপুত্র নরহরিসিংহ। নরহরির নিতাই, মাধাই ও রামভদ্র নামে তিন পুত্র। তাহার রাঘব সরখেল নামে এক পুত্র। রাঘবের তিন পুত্র—রামকৃষ্ণ, শিব ও মহেশ।

সহদেবের দুই পুত্র হিরণ্য ও গুণার্ণব। হিরণ্যের পুত্র চরণ ভট্টাচার্য্য। তৎপুত্র হলধর। তৎপুত্র সারঙ্গধর; তৎপুত্র বারকড়ি; তৎপুত্র রাজধর; তৎপুত্র জগন্নাথ; তৎপুত্র শ্রীহরি; তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ; তৎপুত্র রামচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র মহেশ্বর। মহেশ্বরের চারি পুত্র—রতিনাথ, বিশ্বনাথ, দেবীদাস ও গণেশ। রতিনাথের তিন তনয়—রূপনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, ও শ্রীনারায়ণ। রূপনারায়ণের তিন তনয়—নরনারায়ণ, শ্যামনারায়ণ ও বীরনারায়ণ।

গঙ্গানারায়ণের দুই তনয়—বিশ্বনাথ ও দেবীদাস। দেবীদাসের দুই তনয় বাসুদেব ও বেণী সরকার। বাসুদেব সরকারের ১ম পক্ষে রাজারাম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণরাম এবং ২ পক্ষে রামেশ্বর নামে চারি তনয় জন্মগ্রহণ করেন। রাজারামের রামরাম নামে এক তনয়। রামরামের রামভদ্র, দয়ারাম, শিবরাম, সীতারাম, শম্ভুরাম ও শ্যামরাম নামে ছয় তনয়। রামভদ্রের কমলাকান্ত নামে এক তনয়। ইনি প্রথমে পাইতের পরে পাঁচুখরিয়া আসিয়া বাস করেন।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়—নন্দনাবাসী গাঁঙ্গি (ঢাকোপাড়া) বিনায়কবংশ।

এই বংশের বিনায়ক হইতেছেন বীজপুরুষ। তাঁহার দুইপুত্র—দেবপতি ও নরপতি। দেবপতির পুত্র - গজপতি ও অশ্বপতি। গজপতি প্রথমে ঢাকোপাড়া গিয়া বসতি স্থাপন করেন। গজপতির পুত্র ত্রিবিক্রম ও অশ্বপতির পুত্রের নাম গাছা। ত্রিবিক্রমের হানাইওঝা ও কবিবল্লভ নামে দুই পুত্র। কবিবল্লভের পুত্র দামোদর। তৎপুত্র উৎসাকর ও তৎপুত্র নরসিংহ। নরসিংহের দুইপুত্র—মাধব ও কুবের পাঠক। মাধবের দুই পুত্র—দুর্লভ ও জ্ঞবিপণ্ডিত। দুর্লভের মাধানি ও শ্রীগর্ভ নামে দুই পুত্র। মাধানির দুই পুত্র—লক্ষ্মীনাথ ও ভোলানাথ। লক্ষ্মীনাথের প্রভুরাম, ভবানী ও শ্রীরাম নামে তিন পুত্র। প্রভুরামের রামেশ্বর নামে এক পুত্র।

এদিকে কুবের পাঠকের সুলোচন, গোপীনাথ আচার্য্য ও লোকনাথ নামে তিন তনয়। সুলোচনের চারি পুত্র—নিতাই, বসন্তরায়, রঘুনাথ আচার্য্য ও বৈদ্যনাথ। বসন্তরায়ের ১ম পক্ষে জগৎনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ এবং ২য় পক্ষে রামনারায়ণ চৌধুরী ও রতিরাম নামে চারি পুত্র। জগৎনারায়ণের শ্যামনারায়ণ ও কৃষ্ণচরণ; শ্রীনারায়ণের গোপাল ও মাধব এবং রামনারায়ণের ১ম পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ এবং ২য় পক্ষে জয়কৃষ্ণ নামে দুই পুত্র। বৈদ্যনাথের গঙ্গানারায়ণ, জয়রাম চক্রবর্ত্তী ও গঙ্গাহরি চক্রবর্ত্তী নামে তিন পুত্র। জয়রামের দুই পুত্র - জয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ।

গোপীনাথ আচার্য্যের জীবানন্দ আচার্য্য, বাসুদেব আচার্য্য, মধুসূদন, মঙ্গল, মধুকণ্ঠ ও রাজেন্দ্র নামে ছয় পুত্র। মধুসূদনের ভিক্ষাকর নামে এক তনয়। তৎসুত গোবিন্দ। মঙ্গলের চারিপুত্র—রামচন্দ্র, জগদীশ, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ। রামচন্দ্রের রামেশ্বর, রামনাথ, প্রভুরাম, কালিদাস ও গৌরীদাস নামে পাঁচপুত্র। মধুকণ্ঠের গণেশ ভট্ট নামে এক পুত্র।

রাজেন্দ্রের জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী নামে এক তনয়। তাঁহার দুই পুত্র—রাজারাম ও রামচন্দ্র। রাজারামের কৃষ্ণজীবন, রামবল্লভ ও সীতারাম নামে তিন পুত্র। কৃষ্ণজীবনের দর্পনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও বৈদ্যনাথ নামে তিন পুত্র। দর্পনারায়ণের দুই পুত্র—সূর্য্যনারায়ণ ও রামমোহন। শিবনারায়ণের শিবপ্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ, রামনিধি ও নিলু নামে চারি তনয়। রামনিধির রাধানাথ ও রাজচন্দ্র নামে দুই তনয়। রাজচন্দ্রের ঈশানচন্দ্র নামে এক তনয়।

লোকনাথের নবীন নামে এক তনয়। নবীনের ১ম পক্ষে শ্রীমুখ ও সদুবারি এবং ২য় পক্ষে বাণীনাথ আচার্য্য, রূপনাথ আচার্য্য ও ভবানী নামে তিন তনয়। শ্রীমুখের যাদব ও রাসমণি নামে দুই তনয়। সদুবারির পীতাম্বর, দেবীদাস ও কাস নামে তিন তনয়। পীতাম্বরের চারি তনয়—পদ্মনাভ, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গণেশ। বাণীনাথের দুই তনয়—ভারতীদাস ও রাজকৃষ্ণ। রূপনাথের চাঁদ, যদুনাথ, কার্ত্তিক ও অনন্তরাম নামে চারি তনয়। ভবানীর কৃপাময় নামে এক তনয়।

চম্পটী গাঞি শেখর হাজরা ও মাধবের বংশ।

এই বংশের বীজপুরুষ মাধবের পুত্র অভিমন্যু (১৯ পৃষ্ঠা দেখ)। তৎপুত্র বৎস চম্পটী ও বল্লভ ভাড়িয়াল। বৎস চম্পটীর আট সন্তান,—অজ (পিপলিয়া), পঞ্জ, মনু, মার্কণ্ড প্রভৃতি পঞ্জের তিন সন্তান। রাম, মেরু ও কালিন্দী ওঝা (বিশী)। রামের পুত্র বংরুচি, তৎপুত্র শেখর ওঝা হাজরা ও শ্রীকান্ত ওঝা (মৎস্যাশী)। শেখর ওঝার বাসুদেব, দেবানন্দ ও হরিহর এই তিন পুত্র। বাসুদেবের পুত্র ধৃতিকর অগ্নিহোত্রী। তৎপুত্র আমুআই, পদুয়াই ও বামনাই। আমুয়াইর তিন পুত্র,—ঈশান পাঠক, উমাপতি পাঠক ও শিবাচার্য্য (শিমুলিয়া গ্রাম শাসন)। ঈশান পাঠকের পাঁচ সন্তান—সুরোত্তম পাঠক, নরোত্তম, অর্জ্জুন মিশ্র (পাঁচপাড়া), ভরত আচার্য্য ও হরিহর পাঠক।

ধৃতিকরের দ্বিতীয় পুত্র পদুয়াইর পুত্র হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র বিশ্বম্ভর, তৎপুত্র রামমিশ্র, শ্রীকান্ত ও রাঘব। শ্রীকান্তের তিন সন্তান মধুসূদন, রত্নগর্ভ ও সুলোচন। রত্নগর্ভের পুত্র বিশ্বনাথ ও রাঘব। রাঘবের পুত্র হিরণ্যগর্ভ।

পদুয়াইর সহোদর বামনাইয়ের তিন পত্নী। প্রথম পক্ষে শুভাই, সরুয়াই, গঙ্গাধর, মুক্তিধর, নিতাই, দুর্গাবর, শ্রীপতি ও মানাই আট সন্তান; দ্বিতীয় পক্ষে শশিধর, ভূধর ও হলধর এই তিন সন্তান এবং তৃতীয় পক্ষে শুক্লাম্বর, দিগম্বর ও মহীধর এই তিন পুত্র। ভূধরের পুত্র পরমানন্দ মিশ্র, তৎপুত্র কংসারি আচার্য্য ও মহেশ ব্রহ্মচারী। শশিধরের পুত্র শুভঙ্কর, তৎপুত্র পরমেশ্বর মিশ্র; তৎপুত্র কৃষ্ণাচার্য্য ও গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য। কৃষ্ণাচার্য্যের পুত্র কমল ও তৎপুত্র রামেশ্বর। গৌরীনাথের রঘুনাথ, রামচন্দ্র, শ্রীহরি বিদ্যালঙ্কার, নরহরি পাঠক ও রামচন্দ্র আচার্য্য এই পাঁচ সন্তান। রঘুনাথের পুত্র হরিরাম। রামচন্দ্র আচার্য্যের তিন পুত্র,—গণেশ, বংশী ও মহেশ। গণেশের পুত্র রাজেন্দ্র ও রত্নেশ্বর। রাজেন্দ্রের তনয় রূপরাম।

শুক্লাম্বরের দুই পুত্র জগাই ও গোপীনাথ। জগাইর পুত্র শ্রীমন্ত ও সুন্দর। শ্রীমন্তের পুত্র গোবিন্দ, তৎসুত গোপীরমণ ও তৎপুত্র কৃষ্ণচরণ, সুন্দরের পুত্র রঘুনাথ, তৎপুত্র নারায়ণ ও তৎপুত্র নরসিংহ।

গোপীনাথের পুত্র মঙ্গল মাঝি ও শতানন্দ, মঙ্গল মাঝির পুত্র বৈদ্যনাথ ও কৃষ্ণাই। বৈদ্যনাথের তিন সন্তান, শ্রীমুখ, শ্রীপতি ও শিবানন্দ। শ্রীমুখের পুত্র চণ্ডীদাস ও রামচরণ। চণ্ডীদাসের তনয় হরিনারায়ণ। তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ, বিশ্বনাথ ও কৃষ্ণদেব। জয়কৃষ্ণের পুত্র দয়ারাম। তৎপুত্র নন্দকিশোর, যুগলকিশোর ও কৃষ্ণগোবিন্দ।

শ্রীপতির দুই সন্তান,—গোপালপ্রসাদ চৌধুরী ও রামচরণ চৌধুরী। গোপালপ্রসাদের পুত্র রামকানু বিশ্বাস। তৎপুত্র কৃষ্ণজীবন, কৃষ্ণদেব, মোহনকৃষ্ণ ও যাদুরাম। কৃষ্ণজীবনের

পুত্র জয়দেব ও শুকদেব। জয়দেবের পুত্র আন্দীরাম ও রামবল্লভ। আন্দীরামের পুত্র রামোত্তর ও রামকৃষ্ণ। রামবল্লভের পুত্র বাঁধু বানিয়াদি বাস করেন।

শ্রীপতির দ্বিতীয় সন্তান রামচরণ চৌধুরীর দুই পুত্র রামগোবিন্দ ও কৃষ্ণরাম। রামগোবিন্দের তনয় সৃষ্টি ও রামনাথ। সৃষ্টির পুত্র দুলাল। ইনি সিমুলিয়া গণকপাড়ায় বসতি করেন।

কংসারি আচার্য্যের পুত্র রামভদ্র তর্কবাগীশ। ইঁহার প্রথম পক্ষে তিন সন্তান,—পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী, বাণীনাথ চক্রবর্ত্তী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার দ্বিতীয় পক্ষে বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী ও উমানন্দ চক্রবর্ত্তী এই তিন সন্তান। যদুনাথের পুত্র লক্ষ্মণ ও মোহন। লক্ষ্মণের তিন পুত্র,— নরসিংহ, জয়হরি ও বিষ্ণু।

হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তীর রঘুপতি, জানকীনাথ ও রতিকান্ত এই তিন সন্তান। জানকীনাথের দুই পুত্র রামদেব ও রামানন্দ। রতিকান্তের পুত্র রাধাকান্ত। রঘুপতির চারি পুত্র,—রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, জয়দেব চক্রবর্ত্তী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। রাজেন্দ্রের পুত্র নরসিংহ, রামনাথ, শ্রীরাম ও রামজীবন। দেবীপ্রসাদের পুত্র রামনারায়ণ, রামচন্দ্র হরিদেব ও মহাদেব। মহাদেবের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ও জয়দেবের পুত্র রামনাথ; বিশ্বনাথের, পুত্র রবিলোচন।

মহেশ ব্রহ্মচারীর পুত্র দামোদর আচার্য্য। তৎপুত্র গণেশ চক্রবর্ত্তী, গণেশের পুত্র রামশঙ্কর। বিশ্বনাথের দুই পুত্র দুর্গারাম ও রামগোপাল। দুর্গারামের পুত্র কৃষ্ণহরি।

সুরোত্তম পাঠকের দুই সন্তান,—অনিরুদ্ধ পণ্ডিত ও অন্যায় পণ্ডিত। অনিরুদ্ধ পণ্ডিতের প্রথম পক্ষে দুইটী ও দ্বিতীয় পক্ষে দুইটী সন্তান। প্রথম পক্ষের সন্তানদ্বয়ের নাম শ্রীনাথ কারফরমা ও বাসুদেব কারফরমা এবং দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্রের নাম গোপাল কবিরাজ ও নবাই তলাপাত্র।

রামবল্লভের পুত্র রামরুদ্র, তৎসুত মৃত্যুঞ্জয়, তৎসুত জানকীনাথ, তৎসুত রামরতন, তৎসুত লোকনাথ ও তৎসুত দুর্গাচরণ।

শ্রীনাথ কারফরমার পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎসুত রূপচন্দ্র ও শ্রীরাম রায়। বাসুদেব কারফরমার পুত্র,—শ্রীচন্দ্র খাঁ, অনন্ত কারফরমা, রমানাথ কারফরমা ও কেশব। শ্রীচন্দ্রের প্রথম পক্ষে সদানন্দ রায় ও গজেন্দ্র রায় নামে দুইটী এবং দ্বিতীয় পক্ষে জগদানন্দ রায়, গন্ধর্ব্ব রায়, কন্দর্প রায় ও মুকুন্দ রায় নামে চারিটী সন্তান। সদানন্দের পুত্র ভবানন্দ তৎপুত্র শ্রীপতি, তৎসুত জগদানন্দ ও সুবুদ্ধি। জগদানন্দের পুত্র বাসুদেব বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র শিবরাম তর্কবাগীশ ও রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। শিবরামের পুত্র রঘুদেব, রামনাথ, রাজীব, রামদেব ও বিনোদ পাঠক। বিনায়কের পুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোপীনন্দন ও তৎপুত্র পরশুরাম।

সুবুদ্ধি রায়ের তনয় চাঁদরায়, রামরায় ও কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রঘুদেব, জয়দেব, হরিদেব ও নরসিংহ। রঘুদেবের পুত্র রামবল্লভ। নরসিংহের পুত্র হরিকৃষ্ণ, ইনি বনগ্রামে বাস করেন। হরিদেবের তিন সন্তান,—প্রেমনারায়ণ, সনাতন ও রামনারায়ণ। প্রেমনারায়ণের তনয় রামচন্দ্র। রামনারায়ণের তনয় কৃষ্ণদেব। সনাতনের পুত্র রাধাকৃষ্ণ। তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ, লোচন ও শ্যামাচরণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র রামকুমার।

জয়দেবের রামেশ্বর, রত্নেশ্বর, রামদেব, ভীমনারায়ণ ও প্রাণকৃষ্ণ এই পাঁচটি সন্তান। রামেশ্বরের তনয় সূর্য্যনারায়ণ, তৎপুত্র দেবীপ্রসাদ, তৎপুত্র গৌরীপ্রসাদ। রত্নেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, তৎসুত শীতল ও নিহাল। রামদেবের পুত্র কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তের লক্ষ্মীকান্ত ও কমলাকান্ত এই দুই তনয়। ভীমনারায়ণের রামপ্রসাদ, বাঞ্ছারাম ও আনন্দীরাম নামে তিন সন্তান।

শ্রীচন্দ্র খাঁর দ্বিতীয় তনয় গজেন্দ্ররায়ের দুই সুত হরিশ্চন্দ্র ও চাঁদ। চাঁদের পুত্র হরিচরণ ও রামগোপাল। হরিচরণের তনয় রামনাথ, তৎপুত্র রঘুদেব, তৎসুত জয়দেব।

শ্রীচন্দ্রের অপর সন্তান গন্ধর্ব্ব রায়ের ছত্ররায় ও মদন নামে দুই পুত্র। ছত্ররায়ের দুই তনয় গোপাল ও কৃষ্ণবল্লভ।

গন্ধর্ব্ব রায়ের সহোদর কন্দর্পের পুত্র গোবিন্দ, তৎপুত্র রামচন্দ্র ও অব্যয় পণ্ডিত। অব্যয় পণ্ডিতের তিন সন্তান—হিরণ্য, গুণার্ণব ও চতুর্ভুজ। গুণার্ণবের পাঁচ সন্তান,—জানকীবল্লভ, কেশব, ভুবন, নিরঞ্জন ও শ্রীচন্দ্র। জানকীবল্লভের পুত্র জিতামিত্র। তৎপুত্র গৌরীকান্ত, গোপীকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত। গোপীকান্তের পুত্র রামচরণ। গৌরীকান্তের সুত রামনাথ, তৎসুত রবিলোচন ও কৃষ্ণদেব। রবিলোচনের প্রথম পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পক্ষে নীলকণ্ঠ নামে দুই সন্তান। কৃষ্ণদেবের দুই পক্ষে চারিটী সন্তান—প্রথম পক্ষে নন্দরাম ও শুকদেব এবং দ্বিতীয় পক্ষে শ্রীরাম ও হরিরাম।

জিতামিত্রের কনিষ্ঠ সন্তান লক্ষ্মীকান্তের রামকৃষ্ণ ও রাঘব এই দুই তনয়। রাঘবের পুত্র রাধাবল্লভ বৈষ্ণব ও নরোত্তম বৈষ্ণব। রাধাবল্লভের পুত্র খেলারাম বৈষ্ণব, ভুবন বৈষ্ণব, শ্রীধর বৈষ্ণব ও বল্লভ বৈষ্ণব। ভুবনের দুই পুত্র গঙ্গাধর চৌধুরী ও পরমানন্দ রায়। গঙ্গাধরের তিন সন্তান—শ্রীরাম, বসন্তরাম ও শিবরাম। বসন্তরামের সুত চাঁদরায়। শ্রীরামের সুত গন্ধর্ব্বরায়, তৎসুত রামকান্ত, রামগোপাল ও রামদেব। রামকান্তের পুত্র বীরনারায়ণ। রামগোপালের সুত রামগোবিন্দ, শুকদেব ও মনোহর। রামদেবের প্রথম পক্ষে রঘুদেব ও দ্বিতীয় পক্ষে জয়দেব এই দুই সন্তান। রঘুদেবের তনয় কৃষ্ণকান্ত ও মহাদেব। জয়দেবের তনয় ঝড়ুরায়। ইনি কৃষ্ণপুরে বাস করেন।

গঙ্গাধর-সহোদর পরমানন্দ রায়ের দুই তনয় রাজেন্দ্র ও নিরঞ্জন। নিরঞ্জন-সুত বাসুদেব ও পুরুষোত্তম পাঠক। পুরুষোত্তমের দুই পক্ষে দুইটী সন্তান,—যুধিষ্ঠির ও দুর্গাবর।

যুধিষ্ঠিরের পুত্র শ্রীকর কবিশেখর ও বিনায়ক পাঠক। শ্রীকরের পাঁচ পুত্র,—যদুনন্দন, সুবুদ্ধি মিশ্র, দামোদর, রঘুনন্দন ও কবিচন্দ্র। দুর্গাবরের পুত্র প্রসাদ ও ছকড়ি। প্রসাদের পুত্র অমোঘ আচার্য্য, তৎপুত্র বংশীবদন, তৎসুত কামদেব ভট্টাচার্য্য। কামদেবের প্রথম পক্ষে শ্রীরাম বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে দুই সন্তান এবং দ্বিতীয় পক্ষে গঙ্গাধর ও গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য নামে দুই সন্তান। শ্রীরাম বিদ্যাবাগীশের পুত্র গোপীবল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের ছয় সন্তান—গৌরীচরণ, ত্রিপুরারি দাস, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ সার্ব্বভৌম ও চন্দ্রনারায়ণ। গৌরীচরণের দুই তনয়—মহাদেব ও জয়দেব। মহাদেবের পুত্র নন্দকিশোর, রামচরণ ও শ্রীরাম। রামনারায়ণের পুত্র রঘুনন্দন।

হরিনারায়ণের প্রথম পক্ষে রামদেব নামে এক সন্তান ও দ্বিতীয় পক্ষে রামচন্দ্র ও রামগোপাল নামে দুই সন্তান। ইন্দ্রনারায়ণ সার্ব্বভৌমের পাঁচ পুত্র,—রামনাথ, রঘুরাম, ঘনশ্যাম, রামজীবন ও রুদ্ররাম। চন্দ্রনারায়ণের গোবিন্দরাম ও জয়রাম এই দুই পুত্র।

দুর্গাবরের অপর তনয় ছকড়ির শক্তিধর নামে এক পুত্র। শক্তিধরের চারি সন্তান,—নন্দন, দৈবকীনন্দন, যদুনন্দন ও রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র রাঘব। রাঘবের সন্তান রুদ্রদাস ও শিবদাস। যদুনন্দনের তিন তনয়—কেশব ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য ও কুশল তর্কপাত্র। কেশবের পুত্র রামভদ্র চক্রবর্ত্তী। গঙ্গাদাসের তনয় রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী। কুশলের তিন সন্তান—রামানন্দ, রমাপতি ও নরোত্তম। রমাপতির গোপাল ও বঁধু এই দুই তনয়।

কামদেব ভট্টাচার্য্যের অপর পুত্র গঙ্গাধরের তিন সন্তান—রাজীব, রামেশ্বর ও রমাকান্ত। রমাকান্তের সুত রামদেব। রাজীবের পুত্র গোবিন্দরাম, তৎসুত কৃষ্ণরাম, রামচন্দ্র ও রামভদ্র। রামেশ্বরের প্রথম পক্ষে হরিদেব নামে একটী এবং দ্বিতীয় পক্ষে জয়দেব ও শুকদেব নামে দুইটী সন্তান।

চৌগাঁয়ের রাজবংশ

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে নাটোর দিঘাপতিয়া দিয়া যে রাজপথ বগুড়ামুখে গিয়াছে, চৌগ্রাম তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বিল। সিঙ্গড়া থানা ইহার ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে। চৌগ্রামের জমিদারদিগকে প্রজারা রাজা বলিয়া সম্বোধন করে।

সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ নামে তিন ভাই, গৌড়ের বাদশাহের অধীনে পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুবুদ্ধি ও কেশবকে খাঁ উপাধি ও জগদানন্দকে রায় উপাধি দান করেন। ইঁহারা উদনরাচার্য্যের বংশধর রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি আছে।

জগদানন্দের দুই বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম পাঁচুরায় ও ভুবন রায়। পাঁচুরায়ের তনয় রসিকরায় রাজা রামজীবনের সমসাময়িক ছিলেন। রসিকের দুই তনয়। কনিষ্ঠ তনয় রামকান্তকে

নাটোরের রাজা রামজীবন দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই নাটোর-রাজবংশের রাজা রামকান্ত বলিয়া খ্যাত। রসিকরায় রাজা রামজীবনের নিকট হইতে রাজসাহীর অন্তর্গত পরগণা চৌগ্রাম ও রঙ্গপুরের অন্তর্গত পরগণা ইসলামাবাদ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

রসিক রায়ের জ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। তিনিই চৌগ্রাম রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। কৃষ্ণকান্তের তনয় রুদ্রকান্ত রোহিণীকান্ত নামে দত্তক সুত গ্রহণ করেন। রোহিণীকান্তের কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায়, তিনি নিরাবিল পটীর কুলীন কৃপানাথ মৈত্রের এক তনয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রমণীকান্ত। তিনি বুদ্ধিমান্, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত। তিনি জমীদারীর আয় বৃদ্ধি করেন ও একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [১৪৪ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

শাণ্ডিল্য গোত্র—রামগোপালপুরের বাগছী-বংশ

রুদ্র বাগছী, [১৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ], তৎসুত হরদেব, তৎসুত রামদেব, তৎসুত কামদেব। তৎসুত আনাই আচার্য্য, অন্য নাম অমোঘ আচার্য্য, তৎপুত্র জিঙ্কনি ওঝা অন্য নাম জৈমিনি ওঝা, তৎপুত্র রেখ বাসস্থান বা সমাজ জিয়াগাইল, তৎপুত্র পণ্ডু মহানিধি অন্যনাম গণ্ডু মহানিধি, মহানিধির দুইপুত্র ধুবাই বা ধুমাই এবং হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষবর্দ্ধন ছয়ঘরিয়া দলে গিয়া নিষ্কুল হন।

ধুমাইর তিনপুত্র প্রথম হিরাই অন্যনাম ছিয়াই, দ্বিতীয় কিরাই, তৃতীয় জগাই। ছিয়াইর তিনপুত্র প্রথম সুথাই অন্যনাম সুয়াই, দ্বিতীয় লথাই অন্যনাম লুয়াই, তৃতীয় ধনহার অন্যনাম ধনঞ্জয়, ও বামনাই। সুয়াই বাগছীতে কালাপুরী অবসাদ পড়ে, পরে তার নিষ্কৃতি হয়।

সুয়াইর তিন পুত্র মানাই, শ্রীপতি, গোপাই বা গোপাল। বাসস্থান বা সমাজ কেয়ালজানি। সবাইর চারি পুত্র লখাই, বলাই, জগাই, ও দুধাই। লখাইর চারিপুত্র শশাই, শনাই, নরসিংহ, আধাই। শশাইর পাঁচ পুত্র শুকাই, নিতাই, ধরাই, অনন্ত এবং ধ্রুব জগন্নাথ। ধ্রুব জগন্নাথে পরাণ মৌলিকী অবসাদ জন্মে, জীবধর মৈত্রের সহিত করণ করিয়া অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পান। শুকাইর চারি পুত্র কৃষ্ণ, জগদানন্দ, রাম ব্রহ্মচারী ও রঘু। রঘুর তিন তনয় বাগেশ্বর, জয়কৃষ্ণ ও বাহু। জয়কৃষ্ণের তনয় শ্রীকৃষ্ণ বাগছী, ইনি নওপাড়ার জমিদার জনার্দ্দন খাঁর কন্যা বিবাহ করিয়া আণ্ডদিয়া গ্রাম যৌতুক পান, ও জনার্দ্দনী অবসাদে আস্তাড়িত হন। তিনি কিছু দিন আণ্ডদিয়ায় থাকিয়া তথা হইতে নওপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। উক্ত পল্লীতে জটাধর বাগছীকে উৎপাদন করিয়া পরে তিনি বোয়ালজানি চলিয়া যান। তথায় উপকারের করণ করিয়া জনার্দ্দনী অবসাদ হইতে মুক্ত হন। জটাধর বাগছী, নওপাড়া হইতে আণ্ডদিয়ায় গিয়া বসতি করেন। জটাধরের তনয় রামকৃষ্ণ বাসস্থান আণ্ডদিয়া। রামকৃষ্ণের পাঁচটী তনয়, প্রথম হিরণ্যগর্ভ, দ্বিতীয় রামনারায়ণ, তৃতীয় পদ্মগর্ভ ন্যায়ালঙ্কার, চতুর্থ রত্নগর্ভ, পঞ্চম বেদগর্ভ। রামকৃষ্ণ বাগছীর দ্বিতীয় তনয় রামনারায়ণ, তৎসুত কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণজীবনের

তিন তনয় কৃষ্ণরাম, রঘুরাম, ও অনন্তরাম। রঘুরামের সুত শ্যামরায় বিদ্যাভূষণ (রামরায়ের অন্য দুই নাম বিষ্ণু ও কৃষ্ণকান্ত।) শ্যামরায় বিদ্যাভূষণের তনয় কাশীচন্দ্র (অন্য দুই নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র) কাশীচন্দ্রের তিন তনয়, গোলক, রামদুলাল বিদ্যামণি, এবং দুর্গাচরণ বাগছী। ইঁহারা রামগোপালপুর রাজবাড়ীর পুরোহিত। দুর্গাচরণের দুই তনয় ঈশ্বর বাগছী ও অভয় (ফটিক) বাগছী। ঈশ্বরের তনয় উমাপ্রসন্ন। অভয়ের তনয় হরিপদ বাগছী, বসতি রামগোপালপুর।

শাণ্ডিল্য গোত্র—সাঁতৈলের রাজবংশ।

সাঁতৈলের রাজা বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে একজন ছিলেন। যে স্থানে আত্রাই নদী ও করতোয়া নদীর সংযোগ ঘটিয়াছে, সেই স্থানে সাঁতৈল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিকটেই সাঁতৈলের বিল নামক প্রকাণ্ড জলাশয় চলনবিলের সহিত মিশিয়াছে। সাঁতৈলের রাজবংশ শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব।

আত্রাই নদীর উভয় পার্শ্বস্থ ভাতুড়িয়া প্রদেশ এবং তদন্তর্গত ১৪১২৭ টাকা বার্ষিক আয়ের ১৩ খানি পরগণা সাঁতৈল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে যে সাঁতৈল রাজ্যের আয় ছিল ২৯০০২৭-দাম (৪০ দামে এক টাকা)। অরঙ্গজেবের পুত্র আজিম উস্‌সানের শাসনকালে সীতানাথ সাঁতৈলের রাজা ছিলেন। সীতানাথের পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন। রামেশ্বর অতিশয় সুচতুর, বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে এক সময়ে সমগ্র উত্তর বঙ্গ কম্পিত হইত। তিনি জ্যেষ্ঠ সীতানাথকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। কিন্তু শেষ কালে তিনি সীতানাথের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। এজন্য সীতানাথ মনোকষ্টে দেহত্যাগ করেন।

রামেশ্বরের পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী শর্ব্বাণী রাজ্য পরিচালনা করেন। রাণী শর্ব্বাণী করতোয়া নদীতটে এক মহাপীঠ আবিষ্কার করেন। সেখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। রাণী-ভবানী-ঐ-মন্দির পরে সংস্কার করাইয়া দেন। রাণী-শর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণরামের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। কিন্তু তিনি অন্ধ ও বধির ছিলেন বলিয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হয়েন। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সাঁতৈল রাজ্য আক্রমণ করেন। সাঁতৈল নাটোরের রঘুনন্দনের হস্তগত হয়।

শাণ্ডিল্যগোত্র—টেংরামারি ভট্টাচার্য্য বংশ।

এই বংশ ভিক্ষাকরের সন্তান আঢ্য ঝাপ, রুদ্র বাগছি বংশোদ্ভব। ইহাঁদের এক পূর্ব্বপুরুষ পুষ্করিণীর জলে দাঁড়াইয়া একদিন আহ্নিক করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি টেংরা মাছ তাঁহাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল, তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক গণ্ডূষ জল

মন্ত্রপূত করিয়া তাহা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে পুকুরের সমস্ত টেংরামাছ ভাসিয়া উঠে। সেইজন্য এই বংশের নাম টেংরামারির ভট্টাচার্য্য বংশ হয়।

ইঁহাদের পূর্ব্ববাস বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে। সেইজন্য ইঁহাদিগকে সেরপুরের বাগছী বলা হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে বাঁকুড়ায় লইয়া যান ও ঢেঙ্গাতলায় জমী জমা দিয়া বাস করান। ইঁহাদের বংশের অনেক বিষ্ণুপুর রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপের আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ঢেঙ্গাতলা হইতে ইঁহাদের এক পূর্ব্বপুরুষকে নবদ্বীপে লইয়া আসেন ও নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সেই সময় হইতে ইহারা এখনও বিষ্ণুপুরের জমী জমা ভোগ করিতেছেন। এই বংশের অনেকে তান্ত্রিক সাধনায় ও জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বর্ত্তমানে নীলকণ্ঠের সঙ্গীতবিদ্যা খ্যাতি প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের উপাধি বাগছী ভট্টাচার্য্য।

কাসিমপুরের রায় বাহাদুর বংশ।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কাসিমপুরের লাহিড়ী বা রায় বাহাদুর বংশ নামে পরিচিত, কেন না এই বংশের গিরিশচন্দ্র ও কেদারপ্রসন্ন গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র, ভট্টনারায়ণের অধস্তন সন্তান। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ লোকনাথের পৌত্র বল্লভাচার্য্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। বল্লভাচার্য্যের আকাই, কেশাই ও দনুজাই নামে তিন পুত্র হয়।

কেশাইয়ের অধস্তন পুরুষ গদাধর লাহিড়ী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ঝিকড়া গ্রামে বাস করিতেন। গদাধর তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া নৌকাপথে কাসিমপুর হইয়া গঙ্গাযাত্রা করিতেছিলেন। কাসিমপুর-নিবাসী রঘুনাথ চৌধুরীর এক অনূঢ়া প্রাপ্তযৌবনা কন্যা ছিল। উপযুক্ত কুলীনের সন্ধান না পাওয়ায় তিনি এত দিন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। এখন কুলীনশ্রেষ্ঠ গদাধরকে পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। বলা বাহুল্য অতি অল্পকাল মধ্যেই গঙ্গাতীরে গদাধর দেহত্যাগ করিলেন।

গদাধরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামকিশোর লাহিড়ী কাসিমপুরে আইসেন। উক্ত গ্রামের রুদ্রকান্ত চৌধুরী তাঁহার সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কাসিমপুরে বাসোপযোগী ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও কম খাজনায় কয়েকখানি জোত প্রদান করেন। তখন হইতে রামকিশোর কাসিমপুরেই বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

রামকিশোরের কালীকান্ত, কাশীকান্ত ও কালীশঙ্কর নামে তিন পুত্র হয়। কালীকান্ত অপুত্রক ছিলেন। কাশীকান্তের দুই পুত্র—কমলাকান্ত ও রজনীকান্ত। কালীশঙ্করের একটী পুত্র গিরিশচন্দ্র। কালীকান্তেরা তিন ভাই একান্নে ছিলেন। কালীকান্ত প্রথমে নাটোরে পরে রামপুর-বোয়ালিয়াতে মোক্তারী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি নাটোর ছোট তরফের, কাসিমপুর চৌধুরীদের, মুক্তাগাছার ও ডিহি ছাওনীর জমীদারদের মোক্তার

ছিলেন। তিনি এই সময়ে অনেক ভাল ভাল জমিদারী ক্রয় করেন ও রাজসাহীতে বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। তিনি নানা কৌশলে জমিদারী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারীর আয় প্রায় আশীহাজার টাকা হইয়াছিল। তিনি দুইবার বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার প্রথমা পত্নী কাশীশ্বরী ও দ্বিতীয়া পত্নী মৃণ্ময়ী। মৃণ্ময়ী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া কালীকান্ত তাঁহার নিকট বৈষয়িক বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ লইতেন। কালীকান্তের দুই ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র কমলাকান্ত তাঁহার জীবিত সময়েই পরলোক গমন করেন। তখন কালীকান্তের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রহিলেন দুই জন মধ্যম ভ্রাতার পুত্র রজনীকান্ত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র গিরীশচন্দ্র। কালীকান্ত রজনীকান্তকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম দিলেন সারদাকান্ত। ইহার পর হইতে মৃণ্ময়ী গিরিশচন্দ্রকে বিষচক্ষু ত দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালীকান্তের প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাশীশ্বরী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গিরিশ নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠতাতের নিকট সম্পত্তি অংশ চাহেন। কিন্তু কালীকান্ত সকল সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া গিরিশকে কিছুই দিলেন না। বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া গিরিশ মোকদ্দমা করেন; তাহাতে তাঁহার নামে বার্ষিক ৯০০ টাকা মাসহারা মঞ্জুর হয়।

কালীকান্তের মৃত্যুর পর সারদাকান্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তখন কাশীশ্বরী ৺কাশীধামে বাস করিতে যান ও মৃণ্ময়ী ইহলীলা সংবরণ করেন। সারদাকান্ত অপুত্রক অবস্থায় অতি অল্প বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। কিন্তু সারদার বিধবা পত্নী দত্তক রাখিবার সুযোগ পান নাই, কেন না তিনি স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরেই পরলোকে গমন করেন, তখন কালীকান্তের প্রথমা পত্নী কাশীশ্বরই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। তিনি তখন কাশী বাস করিতেন। গিরিশ কাশীশ্বরীকে বশীভূত করিয়া ও মাসহারা দিতে স্বীকৃত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করেন।

সারদাকান্তের স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমলারা অনেক টাকা চুরি করিয়াছিল। গিরিশ প্রথমে ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধিবলে অল্প দিন মধ্যেই তিনি তাঁহা পরিশোধ করেন। গিরিশ অত্যন্ত পরোপকারী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি কাশীমপুরে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি অনেক ছাত্রকে নানারূপে সাহায্য করিতেন। বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি বিশেষ মাননীয় ছিলেন। নিরাবিল, রোহেলা, ভূষণাপ্রভৃতির কুলীন-পাত্রে তিনি তাঁহার পাঁচ কন্যাকে সম্প্রদান করেন ও জামাতাদিগকে ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রেষ্ঠ কুলীনে কন্যাদান করায় তিনি বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে স্পর্শমণি আখ্যায় খ্যাত হন।

গিরিশচন্দ্রের পুত্র কেদারপ্রসন্ন পিতার সদ্গুণরাজির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনিও রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

শাণ্ডিল্য গোত্র—ভবানন্দ লাহিড়ীর ধারা

ভিটাদিয়া ও বাণীগ্রামের গোস্বামিবংশ

লোকনাথ লাহিড়ীর দুই পুত্র শ্রীনাথ ও ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র দিগম্বর ওঝা, তৎপুত্র বেদগর্ভ, তৎপুত্র সনাতন, তৎপুত্র চ্যুত বা টুট ওঝা, চ্যুতের সাত পুত্র—হলী, বলী, বৎস, বল্লভ আচার্য্য, সোম, দিবাকর, ও ত্রিবিক্রম। হলী জাতিভ্রষ্ট বর্ণব্রাহ্মণ। আর সকলেই পণ্ডিত আচার্য্য উপাধি। বল্লভাচার্য্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কন্যা লীলাবতীকে করণ করিয়া পরিবর্ত্ত নিয়মে বিবাহ করেন। এই পরিবর্ত্ত নিয়মে উদয়নের কন্যা বল্লভাচার্য্য এবং বল্লভের ভগিনী উদয়নপুত্র পশুপতি গ্রহণ করেন। উদয়ন হইতে কন্যাগত কুল এবং শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়।

বল্লভাচার্য্যের তিন পুত্র অর্ক, দনুজারি ও কেশব। দনুজারি ছয়ষরিয়া দলে প্রবেশ করিয়া নিষ্কুল হন। কেশবের সমাপ্ত নকৈড়। কেশবের পুত্র সুবিখ্যাত খেখাই লাহিড়ী, ইঁহার আসল নাম শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী। তাঁহার সাত পুত্র—অনন্ত, মাধব, শ্রীকর, শ্রীবৎস, সারঙ্গ, দামোদর, ও ঈশান ওঝা। ঈশান ওঝা অন্য স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত শুনা যায়।

শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মাধব। মাধবের পাঁচ পুত্র, মহামিশ্র, নরপতি, বারকড়ি, নিতাই, ও অরুণ।

মহামিশ্রের ছয় পুত্র—বিদ্যাপতি, প্রগর্ভ ভট্ট, সর্ব্বানন্দ, গোসাঞি মিশ্র, রঘুপতি মিশ্র ও মুকুন্দ মিশ্র।

প্রগর্ভ ভট্টের তিন পুত্র রামচন্দ্র আচার্য্য বা রামাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ, ও হরিভট্ট। রামাচার্য্যের তিন পুত্র, সত্যভানু, জনার্দ্দন, এবং মধুসূদন। মধুসূদনের উপাধি বাচস্পতি মিশ্র এবং তর্কবাগীশ।

মধুর এক পত্নীর পুত্র বিজয় লাহিড়ী অন্য পত্নীর পুত্র ভবানন্দ লাহিড়ী, এবং সারঙ্গাই লাহিড়ী। ভবানন্দের উপাধি আচার্য্য।

ভবানন্দ বেতালের জমিদার সদানন্দ রায়ের কন্যাকে প্রথম বিবাহ করেন, তাহাতে ভিটাদিয়া গ্রাম যৌতুক পান। সেই পত্নীর গর্ভে ভবানন্দের তিন পুত্র জন্মে, শ্রীগর্ভ ভট্টাচার্য্য, পদ্মগর্ভ আচার্য্য এবং বেদগর্ভ ভট্টাচার্য্য। পদ্মগর্ভ বড় পণ্ডিত ছিলেন, গীতাভাষ্য, দ্বাদশ উপনিষদ্‌ভাষ্য, পৈঙ্গীরহস্য, ব্রাহ্মণভাষ্য, এবং ক্রমদীপিকার টীকা রচনা করেন। ক্রমদীপিকার টীকায় পদ্মগর্ভ সর্ব্বশেষে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।*

---

* ক্রমদীপিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"সম্ফুল্লেন্দীবরাভং স্মিতসিতবদনং কৌস্তভোদ্ভাসিকান্তিং,
বর্হাপীড়ং ত্রিভঙ্গং ব্রজজনললনাচিত্তপুষ্পৈকভৃঙ্গং।
শান্তং সৌম্যং সুপীতাম্বরযুগরুচিরং পুষ্পমালং সবেণুং,
বন্দেবৃন্দাবনেন্দুং সুবিদিতচরিতং গোপবেশং মুকুন্দং ॥১

ভবানন্দ সুসঙ্গে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্রের নাম রামচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁহার বংশ নারায়ণগঞ্জহর প্রভৃতি স্থানের জমিদার-গোষ্ঠী। ভবানন্দ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র হিরণ্যগর্ভ আচার্য্য এবং শ্রীবৎস আচার্য্য উভয়ের বাস নবদ্বীপ। ভবানন্দ মধ্যদেশে এক বিবাহ, বিক্রমপুরে দুই বিবাহ এবং অন্যান্য স্থানেও বিবাহ করেন। ভবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র পদ্মগর্ভ আচার্য্য পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপে প্রথমবিবাহ করেন, নবদ্বীপের পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য্য, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, বাসস্থান নবদ্বীপ, চৈতন্যের প্রিয়পার্ষদ। ইঁহার বংশ নাই।

নিপীয় যৎকীর্ত্তিকথাং সুধাময়ীং, সুদারমত্তে নিতরাং বিপশ্চিতঃ।
তং বেদবেদান্ত বিদং যতীশ্বরং লক্ষ্মীপতিং নাম গুরুং ভজামাহং ॥২
প্রখ্যাতাস্তি বরেন্দ্রভূঃ সুরনদীতীরে সমুদ্ভাসিনী,
তস্যাং গ্রামবরঃ সুরেন্দ্রনগর প্রখ্যো নকেড়াখ্যকঃ।
তত্রাসীৎ প্রপিতামহো মম পুরা শ্রীলাহিড়ীবংশজো,
রামাচার্য্য সুধীঃ সুগীতচরিতঃ শ্রেষ্ঠঃ কুলীনান্বয়ে ॥৩
তস্য চ পরমকোবিদাত্মজঃ সুতাত্রয়ী প্রবুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
সত্য ভানুজনার্দ্দনাবিত্যাস্তং যাবতিবিশ্রুতো ॥৪
একোঽপরো বিপুলধী র্বাচস্পতিমিশ্রতর্কবাগীশঃ।
দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি মধুসূদনাভিধান আসীৎ॥৫
মিশ্রসূরিঃ কৃতা তেন স্মৃতীনাং সারসংগ্রহঃ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাং বৈ টীকা কৃতাতিযত্নতঃ ॥৬
তস্য পুত্রো ভবানন্দলাহিড়ো লোকবিশ্রুতঃ।
আচার্য্যো বিদুষাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৭
যঃ কামরূপেশ্বর-মুখ্যমন্ত্রিণো, বেতালরাজস্য মহাযশস্বিনঃ।
শ্রীমৎসদানন্দমহীসুরস্য বৈ রাজস্য কন্যা মুনবোঢ় ধর্ম্মতঃ ॥৮
এপারসিন্দুর প্রদেশশাস্তা যস্মৈ সদানন্দ-মহোদরেন।
আচাৰ্য্যবরায় নরোত্তমায় ভিটাদিয়েত্যাখ্যপুরী প্রদত্তা ॥৯
ভবানন্দতো জাতা স্তুতঃ শ্রীসুনীতিগর্ভে বিদগ্ধাঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রপারীণা ত্রয়ঃ পুত্রা অতিরমণীয়াঃ ॥১০
জ্যেষ্ঠস্তযীবা শ্রুতিবিদ্বরিষ্ঠো মনোজ্ঞকান্তি গুণিনাং গরিষ্ঠঃ।
আচার্য্যভট্টো নিতরাং সুশিষ্টঃ শ্রীগর্ভনামান্বয় সংপ্রতিষ্ঠঃ ॥১১
শতানি সচ্ছাত্রগণান্ বরেণ্যঃ, সদান্নদানেন প্রহর্ষ্য ধীমান্।
অধ্যাপ্য সম্যক্ শ্রুতিশাস্ত্রজাতং, যমাগ্রজো লব্ধবিভাংস্বকার ॥১২
কনিষ্ঠো বেদগর্ভস্ত বেদবেদান্তপারগঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো বদান্যশ্চ নীতিজ্ঞো ধার্ম্মিকঃ সুধীঃ ॥১৩
আস্তোদরে তস্য ষড়ঙ্গবেদা বিভাসমানাঃ সততং ভজোহস।
অথর্ব্বযুক্তং কৃতিনোপদিষ্টং শ্রীবেদগর্ভেতি সুনামধেয়ং ॥১৪
বেদান্তমুক্তিকাণ্ডজৈমিনিনয়ৌলুক্যেতিহাসশ্রুতি-
সাখ্যন্যায়পুরাণতর্কমলধিজ্ঞানোজ্জ্বলপ্রজ্ঞকঃ।

দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র লক্ষীনাথ লাহিড়ী বাসস্থান ভিটাদিয়া। ইহার বংশ বহু বিস্তৃত, বাণীগ্রামের গোস্বামিগণ ইহার বংশধর।

পদ্মগর্ভের তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যদুনাথ লাহিড়ী, ইঁহার বংশধর ভট্টাচার্য্যগণ কানিহারি বাস করেন। এইবংশে পণ্ডিতের বিশ্রাম না থাকায় ইঁহাদিগকে পণ্ডিতের ঘর বলে। পদ্মগর্ভের চতুর্থ পত্নীর গর্ভে অমরনাথ লাহিড়ী ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের বংশ নাই। পদ্মগর্ভের দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী। চৈতন্যদেব শ্রীহট্ট যাওয়ার সময় কিছু দিন ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন; ইঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন, সেই বরে লক্ষ্মীনাথের এক প্রবীণ পণ্ডিতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্য রূপনারায়ণ সরস্বতী গোস্বামী। রূপনারায়ণ সুবিখ্যাত লোক ছিলেন, ইনি জীব গোস্বামীর সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠতাত স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সামাজিক ইতিহাসস্বরূপচরিতে এবং রূপনারায়ণচরিতে ইঁহার জীবনচরিত আছে, প্রেমবিলাসে ও ইঁহার কথা কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দিল্লীর বাদসাহ হইতে অনেক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লাভ করেন। দেশে বিদেশে ইনি বহুতর শিষ্য সেবক করেন। লোহজঙ্গের পালচৌধুরী জমীদারগণ এবং ভাগ্যকুলের রায়চৌধুরী জমিদারগণ বাণীগ্রামের গোস্বামী বংশের শিষ্য।

রূপনারায়ণ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, পত্নীর পুত্র নন্দরাম বিদ্যাসাগর এবং শ্রীধর তর্কালঙ্কার। রূপনারায়ণ ভিটাদিয়া আসিয়া আরও এক বিবাহ করেন। সেই পত্নীর পুত্র কৃষ্ণজীবন বাণীকণ্ঠ বাচস্পতি।

আচার্য্যপ্রবরঃস্বকীর্ত্তিকিরণৈঃ প্রোদ্ভাসিতাশান্তকঃ।
কারুণ্যামৃতপূর্ণপুণ্যহৃদয়ো গণ্যঃ শরণ্যঃ সতাং॥১৫
সম্যক্‌ধর্ম্মপরায়ণঃ শ্রুতিধরো ধন্যো ধনেশেশ্বরো,
দারিদ্র্যাম্বুধিমগ্নমর্ত্ত্যবসতা মুক্তারপোতঃ স্বয়ং।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচারুচরণদ্বন্দারবিন্দাশ্রিতো,
ভৃঙ্গঃ সদ্গুণভূষণগুণিজনপ্রিয়স্বহং মধ্যমঃ॥ ১৬
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মমমলং যঃ পদ্মগর্ভঃ সুধীঃ,
গীতাদ্বাদশসঙ্খ্যকোপনিষদাং পৈঙ্গীরহস্যস্য বৈ।
বেদান্তস্য চ রম্য ভাষ্যনিচয়ং সারার্থযুক্তং মতং,
শ্রীরামানুজসম্মতং ব্যরচয়ৎ প্রালোচ্য সদ্বৈষ্ণবৈঃ॥১৭
সোঽয়ং সুনীতিজননীং শিরসা প্রণম্য, লক্ষ্মীপতেঃ সুচরণার্পিতদেহগেহঃ।
ভিটাদিয়াখ্যনগরে নিবসন্ মনোজ্ঞাং, টীকামিমাং রচিতবান্ ক্রমদীপিকায়াঃ॥১৮
পুরুষোত্তম বনস্য ব্যাখ্যাং দৃষ্টা, যথামতি। তাং চিত্তরঞ্জনীং নাম বিদ্বষাং চিত্তরঞ্জিনী॥১৯

রূপনারায়ণ কিছুদিন পুত্রগণ সহ এগারসিন্দুরে বাস করেন, বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবন চলিয়া যান, তথায় রাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন।

মানসিংহ এবং ঈশাখাঁর যুদ্ধের সময় এগারসিন্দুর হইতে নন্দরাম, শ্রীধর ও কৃষ্ণজীবন বাণীয়া গ্রামে চলিয়া আসেন, তথায় তিনটী টোল স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃত্রয় অন্নদান করিয়া বহুছাত্রের অধ্যাপনা করাইতেন। সেই বাণীয়া গ্রাম এখন বাণীগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।

রূপনারায়ণের প্রথম পুত্র নন্দরাম বিদ্যাসাগর। তৎপুত্র ব্রজকিশোর শিরোমণি, অন্যনাম ব্রজবল্লভ। ব্রজকিশোরের পাঁচ পুত্র। প্রথম রাধামাধব গোস্বামী, ইনি লাল ঠাকুরগোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ, বৈষ্ণব, পণ্ডিত এবং ভক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী, তৃতীয় রামমাণিক্য গোস্বামী, চতুর্থ ফকির ও পঞ্চম রাধু। রামমাণিক্য, ফকির ও রাধু এই তিনের বংশ নাই।

রাধামাধব বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। রাধামাধবের পুত্র ভুবনমোহন। তৎপুত্র গোলকমোহন। তৎপুত্র রামকুমার গোস্বামী। তাহার দুই পুত্র—নন্দকুমার ও রাজেন্দ্র লাল গোস্বামী। যে বৎসর সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত কলেজে তীর্থ উপাধি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর নন্দকুমার গোস্বামী কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অন্য উপাধি তত্ত্বনিধি। ইনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্র। নন্দকুমার কলিকাতায় উপেন্দ্রমোহন গোস্বামীর নিকট শ্রীভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন।

নন্দকুমার গোস্বামীর ছয় পুত্র—নিখিলানন্দ, ব্রজানন্দ, নিত্যানন্দ, অচ্যুতানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ। প্রথম পুত্র নিখিলানন্দ ব্যাকরণ-কাব্য-তর্কতীর্থ উপাধিতে উত্তীর্ণ। নবদ্বীপের আশুতোষ তর্কভূষণের ছাত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ; সুকবিও বটেন।

নিখিলের পুত্র অপূর্ব্বকৃষ্ণ ও অনিলকৃষ্ণ। অপূর্ব্বের অন্যনাম হরিদাস। নন্দকুমার গোস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র ব্রজানন্দ, তৎপুত্র নারায়ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বাৎস্যগোত্র নবদ্বীপের জটিয়া যাদু সান্যালের বংশ।

জটিয়া যাদু আগমবাগীশের সহিত একত্রে তান্ত্রিক উপাসনা করিতেন। কথিত আছে—জটিয়া যাদুর পরামর্শ মত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আগমেশ্বরী মাতার ভোগ দিতেন। জটিয়া যাদু ধরাধর বংশীয় দিবাইয়ের নবম অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি কুলভঙ্গ করিয়া আঢ্য হয়েন। কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—

"আগমবাগীশ সহস্রাক্ষ জটিয়া যাদু ভিকে।
এই চারি আঢ্য কাপ নদীয়ায় লেখে॥"

তাঁহার মস্তকে জটা ছিল। ন্যাস ও প্রাণায়ামের সময়ে তাঁহার জটা ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইত বলিয়া তাঁহার নাম জটিয়া যাদু হয়।

এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। জটিয়া যাদুর ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ তিতুরাম তর্কপঞ্চাননের পৌত্র তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি স্মৃতিশাস্ত্রে নবদ্বীপের মধ্যে একজন গণনীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি স্বগৃহের চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করাইতেন। ইঁহার শান্ত প্রকৃতিতে সকলে মুগ্ধ হইত। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করিয়াছেন।

[২৪৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

—— ——

কাসিমপুরের চৌধুরী বংশ।

কাসিমপুরের চৌধুরীরা বাঙ্গালার চৌদ্দ চৌধুরীর অন্যতম। গঙ্গানন্দ সান্যাল হইতে উক্ত চৌধুরী বংশের উন্নতি আরম্ভ হয়। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ভেঁপেড়ার গ্রামে গঙ্গানন্দ বাস করিতেন। তিনি নিরাবিল-পটীর কুলীন ছিলেন, পরে কাপের কন্যা গ্রহণ করিয়া কাপ হইয়াছিলেন। কাপের মধ্যে কাসিমপুর, হরিপুর ও নাটোরের চৌধুরীরা শ্রেষ্ঠ। প্রবাদ আছে যে কাসিম খাঁ নামক মোগল জায়গীরদারের উপর বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালার সুবেদার তাঁহার জায়গীর গঙ্গানন্দের পুত্র শিবরামকে প্রদান করেন। সেই হইতে ইঁহারা "চৌধুরী" উপাধিতে পরিচিত।

গঙ্গানন্দের চারি পুত্র—শিবরাম, সীতারাম, রামনারায়ণ ও দেবীদাস। ইঁহাদের বংশধরেরাই কাসিমপুরের চৌধুরী বলিয়া পরিচিত। কাসিমপুর হইতে ইঁহাদের বার্ষিক তিন

১৪ দিবাই লাঙ্গাল (৬২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)

১৫ কেশাই মানাই অর্জ্জুনমিশ্র

১৬ অনন্ত সত্যবান্ প্রভৃতি ৯ পুত্র

১৭ অনিরুদ্ধ

১৮ ব্যাস

১৯ শ্রীনিবাস

২০ পরমেশ্বর

২১ পুষ্পকেতন মীনকেতন

২২ জটিয়া যাদু (কুলভঙ্গে আঢ্য কাপ)

২৩ গঙ্গাহরি

২৪ রমাকান্ত গৌরীকান্ত

২৫ যাদবেন্দ্রবিদ্যালঙ্কার রামভদ্র বলরাম জয়রাম রামকানাই

নীলকণ্ঠ রুদ্রন্যায়ালঙ্কার মুকুন্দ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণদেব ভবানী

গোপীনাথ অযোধ্যারাম গণেশ

গোকুল তিতুরাম রাম ব্রজ কেবল বিশ্বনাথ অম্বিকানাথ

২৮ কাশীনাথ বৈদ্যনাথ ভোলানাথ বিশ্বনাথ হরনাথ রামনাথ

২৯ রামদাস দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ জিতেন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথ

৩০ ঈশানচন্দ্র শিবচন্দ্র আদিত্য জগচ্চন্দ্র মাধবচন্দ্র

রাখালদাস ৩১ তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি তারাবিলাস

গণেশজননী যোগেশ ক্ষিতীশ সতীশ

শরৎকুমারী স্নেহলতা

লক্ষ টাকা আয় হইত। ইহা ব্যতীত শিবরামের আরও অনেক সম্পত্তি ছিল। শিবরামের প্রথম পক্ষের দুই পুত্র জয়কৃষ্ণবল্লভ ও বিষ্ণুবল্লভ কাসিমপুরেই থাকিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শ্যামমোহন রাজরাহাটী নামক স্থানে বাস করিতেন। জয়কৃষ্ণের পুত্র ব্রজবল্লভ নাটোরের রাজা রামজীবনের সমসাময়িক। রাজা রামজীবন একবার কাসিমপুরে আসিয়া ব্রজবল্লভের গৃহে আহার করেন। ব্রজবল্লভ তাঁহাকে লৌকিকতা স্বরূপ কালিগড় পরগণা দিয়াছিলেন। রাজা রামজীবন কেবল মাত্র কাসিমপুর পরগণা ব্রজবল্লভের জন্য রাখিয়া অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

বিষ্ণুবল্লভের বংশধর বৃন্দাবনবল্লভ কাসিমপুর ত্যাগ করিয়া জোয়াড়ী নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

বর্ত্তমানে গঙ্গানন্দের বংশ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং সম্পত্তিরও বহু ভাগ হইয়াছে। ইহার মধ্যে রুদ্রকান্ত চৌধুরীর বংশই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রুদ্রকান্তের পুত্র হরকান্ত পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন। তিনি বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্র সারদাকান্ত বুদ্ধিমান্ ও সুশিক্ষিত। রঘুনাথের প্রপৌত্র কিশোরীনাথ বিশেষ সজ্জন ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। রঘুনাথের ভগিনীর সহিত ঝিকড়ানিবাসী কুলীন গদাধর লাহিড়ীর বিবাহ হয়। ইহাতে গদাধর কুল হারাইয়া কাপ হয়েন। ইঁহাদের কন্যা অনেক কুলীন পাত্রে অর্পিত হইয়াছেন। [২৪৮ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

বাৎস্যগোত্র বলিহার-রাজবংশ।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐতিহাসিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাঙ্গালাদেশে যে সকল জমীদার বংশের উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে বলিহার রাজবংশ অন্যতম। বলিহারের রাজবংশের প্রাচীন বাসস্থানের নাম ছিল কুড়মইল গ্রাম। কুড়মইল গ্রামের নাম কুলজ্ঞ শাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বলিহার রাজবংশ বাৎস্য গোত্র রাঘবের প্রপৌত্র বেদান্তাচার্য্য হইতে উদ্ভূত। বেদান্তাচার্য্যের দুই পুত্র—হরিহর ও লক্ষ্মীধর। হরিহর ও লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্দ্ধমান কুড়মইল গ্রামে বাস করিতেন। বর্দ্ধমান কুড়মইল গ্রাম ত্যাগ করিয়া পৈত্রিক সাম্ভাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। লক্ষ্মীধরের অধস্তন সন্তান অনন্ত ও রামনাথ হইতে যথাক্রমে বলিহার-রাজবংশ ও দিনহাটার রায়চৌধুরী বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

অনন্তের প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র,—কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরায়। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদেব রঙ্গপুর জেলার বাহিরবন্দ পরগণার সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারী রাণী সত্যবতীর

কাসিমপুরের চৌধুরী বংশ।

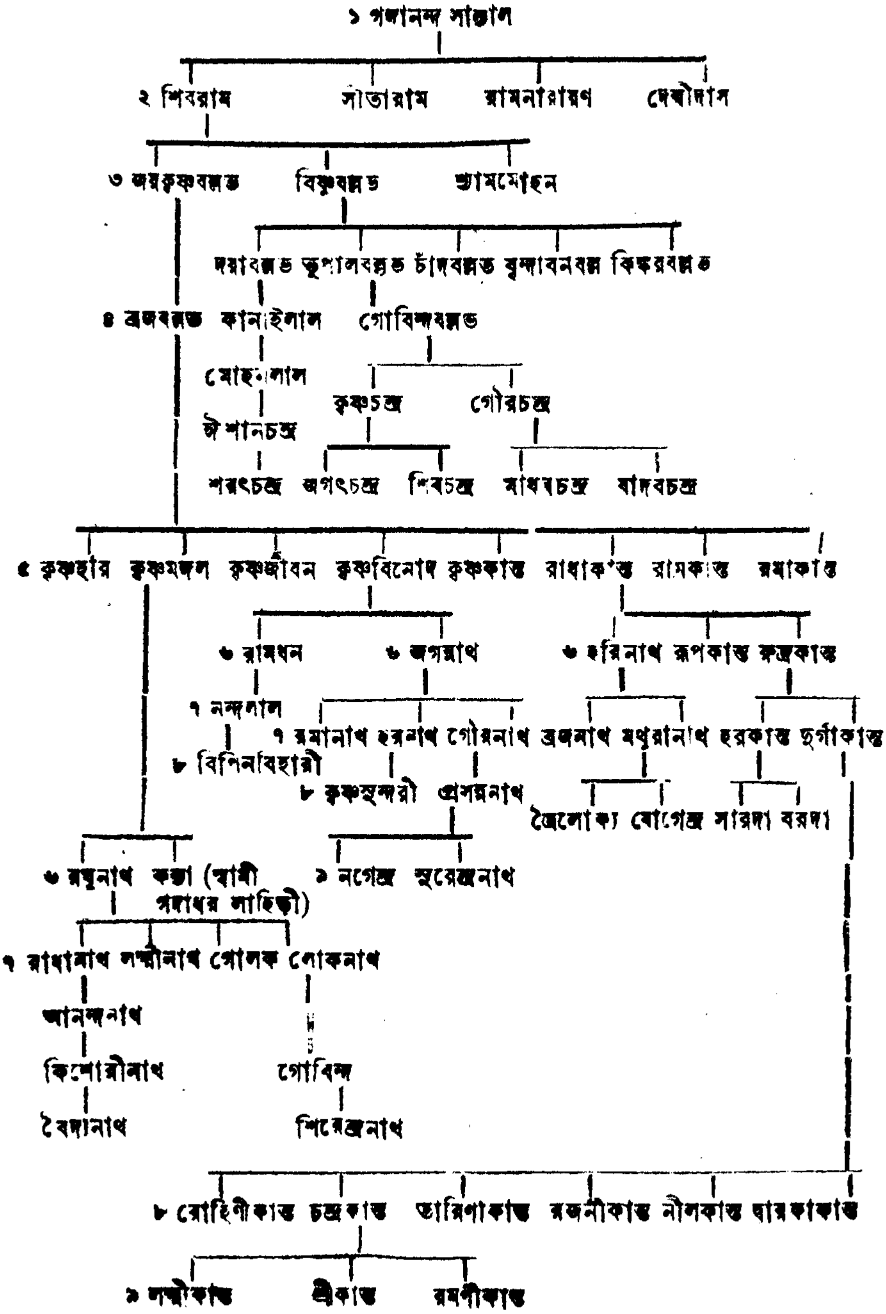

ভগিনীকে বিবাহ করেন। এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে কৃষ্ণদেবের দুই ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর জমীদারীতে প্রধান কার্য্যকারকের পদ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা দুই ভাই কৌশলজাল বিস্তার করিয়া ভিতরবন্দ নামক সুবিস্তৃত পরগণা অধিকার করিয়া লয়েন। এই পরগণার ।১৫ লইলেন রামরাম আর ।৵৫ লইলেন প্রাণকৃষ্ণ। এই প্রাণকৃষ্ণের বংশই বলিহার-রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত।

প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র রাজেন্দ্র রায়। তিনি নাটোরের বিখ্যাত রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বহু ভূসম্পত্তি লাভ করেন। সেই সময় হইতে বলিহার-রাজবংশের শ্রী বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

রাজেন্দ্র রায়ের পৌত্র কৃষ্ণেন্দ্র রায় এই বংশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র শিবপ্রসাদ রায়ের দত্তক পুত্র। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনায় ও গ্রন্থাদি রচনায় সমান নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তৎকালে রাজসাহী জেলার জমীদারের মধ্যে তাঁহার মত বিদ্যানুরাগী আর কেহই ছিলেন না। বাল্যকালে ঘটনা-বিপর্য্যয়ে তিনি ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরিণত বয়সে নিজের অসামান্য অধ্যবসায় বলে বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করেন। তিনি নিজেও বেশ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "স্বভাব-নীতি," "সীতাচরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "স্বভাবনীতি" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, যৌবনকালে তাঁহার একটু পদস্খলন হইয়াছিল—কিন্তু পরে তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের অমায়িক ব্যবহারে ধনী দরিদ্র সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইলে এত্তালা দিবার জন্য দরওয়ানদের খোসামুদ করিতে হইত না। তাঁহার দ্বার সকলের নিকট অবারিত ছিল। তিনি মৃগয়াতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই জন্য সাহেবদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। তিনি পরের দুঃখ মোচনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অতিথিসেবা প্রভৃতি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। রথযাত্রা ও অন্যান্য দেবার্চ্চনায়, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বলিহার গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি একটি বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—তাঁহার সহিত স্বীয় দত্তক পুত্রের বিবাহ দেন।

বলিহারের কুমারগণ অধুনা ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত ও সমাজহিতৈষী।

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

বলিহারের রাজবংশ।

- শিকাই সান্যাল (৩৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
  - কানাই
    - মহী
      - দামোদর
        - অনন্ত
          - গোপীজন চক্রবর্ত্তী
            - নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী
              - গোপাল
                - কৃষ্ণদেব
                - প্রাণকৃষ্ণ
                  - রামনাথ
                    - নীলকণ্ঠ
                      - রাজেন্দ্র (রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন)
                        - শিবপ্রসাদ
                          - রাজা কৃষ্ণেন্দ্ররায়
                - রামরাম
        - রামনাথ
          - কৃষ্ণগোপাল সান্যাল
            - কৃষ্ণকান্ত
              - কালীকান্ত
                - আনন্দচন্দ্র
                  - মহেশচন্দ্র
                    - যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
        - রমানাথ
  - বলাই
  - পিয়াই
    - আমুরাই

বাৎস্যগোত্র কানাই ঠাকুরের বংশ।

বাৎস্যগোত্রজ ধরাধর হইতে এই বংশের গণনা হইয়া থাকে। ধরাধরের পুত্র বেদওঝা; তৎপুত্র সিদ্ধেশ্বর পাঠক। সিদ্ধেশ্বরের দুইপুত্র চতুর্ব্বেদাচার্য্য (বারেন্দ্র) ও দামোদর ওঝা (রাঢ়ী)। চতুর্ব্বেদের ছয় পুত্র—হরিহর কুড়মুড়ি, লক্ষীধর সান্যাল, জয়মান মিশ্র কালিয়াই, দিবাকর ভাড়িয়াল, শক্তিধর ও শশধর। লক্ষীধরের পুত্র বর্দ্ধমান, তৎপুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র মেধাতিথি। তাঁহার পাঁচ পুত্র নৃসিংহ, হিরণ্য, হরদেব, পুরদেব ও মুরদেব। হিরণ্যের মহেশ্বর, সোমেশ্বর, প্রহেশ্বর, গোপালাচার্য্য ও মুরারি পাঠক নামে পাঁচ পুত্র।

মহেশ্বরের পুত্র বাপী। বাপীর পুত্র শূতাই (ওরফে ভূতনাথ) শূতাইয়ের দুইপুত্র শিখাই ও দামাই। শিখাইয়ের আট পুত্র পিয়াই (বাস বগুড়া, তালসন), পুরাই (পাবনা, গারুদহ), বৈকুণ্ঠাই (পাবনা চামটা), কানাই (মালদহ পুখুরিয়া), অচ্যুতাই (বগুড়া মাইজদিয়া), মুরাই (যশোর), শঙ্কর (পুখুরিয়া) ও মধুমিশ্র। কানাইয়ের চারিপুত্র রামাই, বাসুয়াই, মুরাই ও পজাই সান্যাল। মুরাইয়ের দিবাই, অমুয়াই, তিয়াই, বৃহস্পতি, ঈশাই, বিবর্ত্ত, গনাই (পক্ষে), রঘুয়াই ইত্যাদি পুত্র। ঈশাইয়ের পুত্র গদাই। গদাইয়ের দুই পুত্র সাতাই ও কুবের পাঠক। সাতাইয়ের পুত্র বংশধর সান্যাল। ইহার বংশ এখন রাজসাহীতে আছে।

কুবেরের বাসুদেব, ধনঞ্জয় ও বৈষ্ণবমিশ্র নামে তিন পুত্র। বৈষ্ণবমিশ্রের চারিপুত্র—মুকুন্দ, হরিগোসাঞি (পক্ষে), দামোদর ও নৃসিংহ সান্যাল। হরির ছয় পুত্র—নন্দ, নারায়ণাচার্য্য, লোকবন্ধু, দেবকী, রত্নগর্ভ, মাধব ও গোপাল আচার্য্য। নন্দের চারিপুত্র রাঘবাচার্য্য, মুরারি, জগন্নাথ ও কানাই ঠাকুর।

৺কানাই ঠাকুর মালদহে কানশাঠ পুখুরিয়া গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সের সময় বাক্‌সিদ্ধ হয়েন। সিদ্ধপুরুষ কানাই ঠাকুরের বহু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হন। এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে।

কানাই ঠাকুরের চারিপুত্র—চাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামজীবন, মাধবাচার্য্য ও রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণের কামদেব ন্যায়বাগীশ, রামদেব তর্কবাগীশ ও শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামে তিনপুত্র। কামদেবের তিন পুত্র—নন্দরাম তর্কালঙ্কার, মুকুন্দরাম বাচস্পতি ও বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বাণেশ্বরের সদানন্দ তর্কশিরোমণি, প্রাণনাথ ন্যায়ভূষণ, হরেকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ও মনোহর সিদ্ধান্তবাগীশ নামে চারিপুত্র। সদানন্দের তিনপুত্র বলরাম ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত ও কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য। কালাচাঁদের রামনরসিংহ, ভবানীপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর নামে তিন পুত্র। ব্রহ্মানন্দের গুরুনাথ শিরোমণি, হরিনাথ কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী, কুঞ্জমোহন ভাগবতভূষণ ও মোহিনীমোহন জ্যোতিভূ‍র্ষণ নামে চারিপুত্র। হরিনাথের পুত্র বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং কুঞ্জমোহনের পুত্র অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চামটা সমাজ—ভবাই সান্যালবংশ।

ধরাধরের অধস্তন পুরুষ শঙ্কর মিশ্রের পুত্র ভবাই চামটা হইতে চামটা-সমাজের সান্যালবংশের উৎপত্তি। ভবাইর ষোড়শ অধস্তন পুরুষ মধুসূদন সান্যাল এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নদীয়া ও ২৪পরগণা জেলায় বিস্তর জমীদারী করেন। তিনি জমীদারীর আয়-

লব্ধ অর্থে নিজের বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করিতেন না। তিনি বহুসংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিতেন ও অতিথিসেবাদি কার্য্যে কালাতিপাত করিতেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডের জাব-মল্লিকের বাড়ীর সম্মুখে তাঁহার বাড়ী ছিল। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি গ্রামে। সন্ধিকী বিবাদে মধুসূদন নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। মৃত্যুকালে মধুসূদন তাঁহার তাঁহার পুত্র নিমচাঁদ সান্ন্যালকে বারলক্ষ টাকা ও কন্যাকে তিনলক্ষ টাকা দিয়া যান।

নিমচাঁদ একযোগে বারলক্ষ টাকা হাতে পাইয়া আমীরী চালে চলিতে থাকেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়—এমন কি কলিকাতার পৈত্রিক বসতবাটীও বিক্রয় হইয়া যায়। তখন নিমচাঁদ শ্বশুরবাড়ী যাইয়া অতিকষ্টে শেষজীবন যাপন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মধুসূদনের দৌহিত্র—কোঁড়কদির লাহিড়ী ও ভাদুড়ীরা ধনাঢ্য হইয়া দেশমধ্যে মাননীয় হইয়া আছেন। যখন কলিকাতায় কোন থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ হয় নাই, চিৎপুর রোডস্থিত উক্ত মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ীতেই "ন্যাসানাল থিয়েটার" রঙ্গমঞ্চ প্রথম নির্ম্মিত হয়।

সলপের সান্ন্যাল জমিদার বংশ।

আদিশূর আনীত পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর হইতে এই বংশের উদ্ভব। ইঁহারা সপ্তামিনী বা সান্ন্যাল গাঞি, শঙ্কর মিশ্রের ধারা।

শিকাই (৩৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
- কানাই
- বলাই
- মিয়াই বা শঙ্কর মিশ্র
  - ভবাই (চামটা)
    - বলাই (কাপ)
    - বনাই (কাপ)
    - ভীম (কুলীন)
    - রামনাই বা মধুরাই (কুলীন)
      - হয়গ্রীব (চামটা)
      - সুধাকর (উপলসর)
        - কুকাই
        - কানাই
        - শঙ্কর
      - দামোদর (উপলসর)
    - মধুরাই (কুলীন)
  - আজাই
  - গঙ্গাদাস ওঝা
- বৈকুণ্ঠ
- অচ্যুতাই

সুধাকর ও দামোদরের সন্তানগণ উপলসরের সাণ্ডাল নামে খ্যাত। উপলসর রাজসাহী জেলায় বড়াই গ্রাম থানার অধীনে। চলন-বিলের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। উপলসরে এখন সাণ্ডাল বংশের বাস নাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন গোত্রীয় নিয়োগী উপাধিধারী। কানাইএর বংশীয় জপাইগাছার ঢোল উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশ হইতে সলপের সাণ্ডাল জমিদারগণের পুরোহিত সাণ্ডাল-বংশ উদ্ভূত।

কৃষ্ণাই

- শূলপাণি
- শ্রীনিবাস
  - ধ্রুব
    - কংশারি
      - বলাই বা বারকড়ি (কাপ)
        - গৌরীকান্ত
          - বেণী শিকদার
            - অভিরাম চৌধুরী
            - নরনারায়ণ
              - প্রেমনারায়ণ
                - রঘুনাথ
                - কালীচরণ
                - জয়গোপাল
          - গঙ্গারাম
        - শ্রীকান্ত
    - শিবানন্দ
  - শেখর
  - শিতিকণ্ঠ
- চতুর্ভুজ বা ব্রজ
- শম্ভু
- পৃথ্বীধর
- মীনকেতন
- কুবের
- পীতাম্বর
- শক্তিধর
- ভুবন
- মকরন্দ

কালীচরণের পিতা প্রেমনারায়ণ সলপ মৌজার দক্ষিণে শ্রীবাড়ী মৌজায় বাস করিতেন। তাঁহার বসত ভিটা আজও "প্রেমার ভিটা" নামে কথিত হয়। রঘুনাথের বংশীয় গোবিন্দপুরের সাণ্ডালগণ মধ্যে ললিতমোহন সাণ্ডাল বি-এল্ পাবনায় ওকালতি করেন এবং রমেশচন্দ্র সাণ্ডাল জলপাইগুড়ী দেবীগঞ্জের সবরেজিষ্টার। বর্ত্তমানে পাঁচঘর সাণ্ডাল গোবিন্দপুরে বাস করেন।

জয়গোপালের বংশীয় খাটিনার সাণ্ডালবংশে ৺তারিণীশঙ্কর সাণ্ডাল সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ঐ ব্যাকরণ বাঙ্গালার বহু বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০বৎসর কাল একমাত্র পাঠ্য ছিল। এখনও অনেক স্কুলে পাঠ্য আছে।

৺কালীচরণ সান্যালই সলপে বাস করেন, তাঁহার বংশধরগণই সলপের সান্যাল নামে খ্যাত। পিতামাতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ শ্রীবাড়ীর পৈত্রিক বাস ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুরে বাড়ী করেন। জয়গোপাল খাটনাতে বসতি করেন। কালীচরণ নাটোরে চলিয়া যান। তিনি একজন বিশিষ্ট শক্তিসাধক ছিলেন, সেজন্য অতি সহজেই মহারাণী ভবানীর অনুগ্রহভাজন হন। তিনি মহারাণীকে মা বলিয়া ডাকিতেন। মহারাণী তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন বলিয়া তিনি মহারাণীর খাস দরবারে প্রজাসাধারণের পক্ষে মোক্তারী করিতেন। ক্রমে রাজদরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হয়, তাঁহার প্রতিপত্তিতে ঈর্ষাপরবশ হইয়া রাজসরকারের কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাণীর নিকট মিথ্যা অপবাদ করেন যে, তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণকে "লাগান গাইয়ের বাছুর" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। ঐ কথায় মহারাণী ক্রুদ্ধা হইয়া কালীচরণকে তদ্দণ্ডেই নাটোর হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দেন, কিন্তু তাৎকালিক রাজগুরু বরিয়া-পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় কালীচরণ অবিলম্বে মিথ্যা অপবাদমুক্ত হইয়া রাজসরকারে আবার ক্ষমতাপন্ন হন। প্রবাদ এইরূপ, মিথ্যা নির্য্যাতিত হইয়া কালীচরণ অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহার মিথ্যাপবাদকারীর যেন ত্রিরাত্র মধ্যে পুত্রনাশ হয়। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটে। এই ঘটনায় তাঁহার পুনঃ প্রতিপত্তিলাভে বিশেষ সাহায্য হয়।

বাঙ্গালা ১১৮০ সালের কিছু পূর্ব্বে মহারাণী ভবানী নাটোরে প্রতিষ্ঠাকল্পে একখানি ৺জয়কালী মূর্ত্তি গঠন করাইয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে শিবমূর্ত্তি শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত না হইয়া উভয় মূর্ত্তিই কাল কষ্টিপাথরে খোদিত হওয়ায় ঐ মূর্ত্তি তাঁহার অপছন্দ হয়। তখন কালীচরণ মহারাণীর নিকট ঐ মূর্ত্তি প্রার্থনা করেন। মহারাণী তাঁহাকে ঐ মূর্ত্তি দান করেন এবং সেবা পূজা নির্ব্বাহ জন্য সলপ সন্নিহিত নলসোন্দা মৌজায় একটী ব্রহ্মোত্তর কালীচরণকে দেন। ঐ ব্রহ্মোত্তর অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। বাং ১১৮০ সালে (ইং ১৭৭৩ অব্দে) কালীচরণ সলপে ৺জয়কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ ৺জয়কালীমাতার এবং অন্যান্য পৈত্রিক ও পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত ৺দধিবামন, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ, ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন, ৺শ্যামরায়, ৺লক্ষ্মীমাতা, ৺গোপালজিউ, ৺মঙ্গলচণ্ডীমাতা ও ৺বুড়াশিব দেবদেবীগণের নিত্য পূজা ভোগ, সেবা, অতিথি-সৎকার আদি ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

কালীচরণের দুই পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ও গৌরীশঙ্কর। গঙ্গাগোবিন্দের আট পুত্র এবং গৌরীশঙ্করের ছয় পুত্র। দুই ভাইয়ের এই চৌদ্দ পুত্র সলপের চৌদ্দ সরিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্রগণ বড় তরফ এবং গৌরীশঙ্করের পুত্রগণ ছোট তরফ নামেও কথিত। এই চৌদ্দ সরিক সান্যাল ভ্রাতৃগণের আমলে নাটোর-রাজ-বংশের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত পরগণে পুকুরিয়ার নিলাম খরিদদার পুটিয়ারাজের

সহিত নাটোররাজের ভীষণ বিবাদ আরম্ভ হয় এবং নাগাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেই সময় নাটোরের মহারাজ বিশ্বনাথ সলপে শুভাগমন করেন এবং ছয় মাস কাল সলপে অবস্থান করিয়া গোপীনাথ, বিশ্বনাথ, শিবশঙ্কর, রাজশঙ্কর আদি সান্যাল-ভ্রাতৃগণের অধিনায়কত্বে বহু বরকন্দাজ সৈন্য পুখুরিয়ায় প্রেরণ করেন। ঐ সান্যাল ভ্রাতৃগণের অদম্য সাহস, উৎসাহ ও চেষ্টায় নাটোররাজ বিবাদে জয়ী হন এবং পরগণা পুখুরিয়া মধ্যে নাটোর-রাজের বর্ত্তমান সম্পত্তি বাজে তালুক সুরক্ষিত হয়। নাটোররাজের বহু কর্ম্মচারীই বিশ্বাসঘাতকতা করায় এবং সলপের সান্যালগণ বরাবর রাজসরকারের হিতসাধন করায় নাটোর-রাজসরকার সলপের সান্যালগণকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। এমন কি, নাটোর ছোট তরফের পরলোকগত রাজা যোগেন্দ্রনাথ অনেক সময় বলিতেন যে, "সেওয়ার সলপ আর সব নিমকহারাম"।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নাটোররাজের পরগণা ইউসুফসাহী বাকী সদর রাজস্ব আদায় জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিহিতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন লাটে নিলাম হয়। পাবনা জেলার স্থল ও নওহাটার পাকড়াশী ও ভট্টাচার্য্য জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ ৺কাশীনাথ ও রামকমল পাকড়াশী ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত উভয় সম্পত্তি নিলাম খরিদ করেন। কালীচরণের বিশেষ নিষেধ থাকায় তাঁহার বংশধর অন্য কেহ খরিদ না করিলেও তাঁহার পৌত্র গোপীনাথ তাঁহার বন্ধু কাশীনাথ পাকড়াশীর সহিত গোপনে উভয় ডিহির অর্দ্ধাংশ পাকড়াশীদের বেনামীতে খরিদ করেন এবং অর্দ্ধেক টাকা কাশীনাথকে দেন। কিন্তু খরিদের পর পাকড়াশীরা অংশ দিতে অসম্মত হন। তাহাতে ডিহি সাহাজাদপুর ও তদধীন সলপের মৌরসী জোত তরফ চাপড়ীর মোকদ্দমা কয়েকবার Privy Council পর্য্যন্ত গিয়া অবশেষে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে নিষ্পত্তি হয়। তৎকালে সলপের সান্যাল ও নওহাটার ভট্টাচার্য্যগণের উভয় পক্ষের দেনাপাওনা স্থির হইয়া ভট্টাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে সান্যালগণের প্রায় তিন লক্ষ টাকার ডিক্রী হয়। ঐ ডিক্রিজারীর মোকদ্দমাও বহুবার Privy Conuoil পর্য্যন্ত চলিলে Privy Cuncil বিশেষ আদেশ দেন যে, এই ডিক্রীর টাকা চূড়ান্ত আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এই ডিক্রীজারী খারিজ হইবে না।

চৌদ্দ সরিক সান্যাল-ভ্রাতৃগণ মধ্যে বড় তরফের পাঁচ ভাই এবং ছোট তরফের পাঁচ ভাই বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে গোপীনাথের চেষ্টায় কতকগুলি প্রধান সম্পত্তি অর্জ্জিত বা রক্ষিত হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সকল সম্পত্তির চারি আনা অংশ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট বার আনার ।৵০ ছয় আনা বড় তরফের অপর চারি ভ্রাতা এবং বাকী ।৵০ ছয় আনা ছোট তরফের পাঁচ ভ্রাতা প্রাপ্ত হন। সেজন্য বড় তরফকে ৷৷৵০ দশ আনী এবং ছোট তরফকে ।৵০ ছয় আনীও বলে। গোপীনাথকে চারি আনা অংশ দেওয়া সম্বন্ধে ছোট তরফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর অন্যান্য ভাইদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্বীকার হন, কিন্তু পরে কোন ২ ভাই আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন দ্বিতীয় ভ্রাতা জয়শঙ্কর ভাইদিগকে বুঝাইয়া সম্মত করান। তাহাতে রামশঙ্কর জয়শঙ্করের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া

আশীর্ব্বাদ করেন যে, "তুমি আমার মুখ রক্ষা করিলে, আশীর্ব্বাদ করি তুমি রাজা হও"। তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদ শীঘ্রই ফলবান্ হয়। অল্পকাল মধ্যেই রাজসাহী কালেকটরীর তৌজির ১নং সম্পত্তি পরগণা লস্করপুরের ৵৩৷৴ ক্রান্তির ছাহাম যাহা পুঁটিয়ার রাণী সত্যভামার ছিল, তাহা বাকী সদর রাজস্ব জন্ম নিলাম হওয়ায় জয়শঙ্কর নামমাত্র মূল্য দশহাজার টাকায় ঐ বহু মূল্যবান্ ও বহু সম্মানের রাজসম্পত্তি খরিদ করেন। এই রাজসম্পত্তি অর্জ্জিত হওয়ায় রাজসাহী জেলার সদর মফঃস্বলে জয়শঙ্কর এবং তাঁহার ওয়ারিশগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হয়।

জয়শঙ্কর নিঃসন্তান, কিন্তু নিজে খুব আমীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে সময় রেল্ ষ্টীমার আদি সৃষ্টি নাই। সলপ হইতে রাজসাহী সদরে নৌকা হাতী পাকী ঘোড়া আদিতে যাতায়াত করিতে হইত। জয়শঙ্করের বজরা নৌকা এক মাইল দূরবর্ত্তী ফুলজোর নদী হইতে সলপে বাড়ীর ঘাটে আসিবার জন্ম তিনি ঘাটিনা হইতে সলপ পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করান। ঐ খাল ঘাটিনা-খাল নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া জয়শঙ্করের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ঐ খাল নৌকা আনার জন্ম সৃষ্ট হইলেও পরে উহা বর্ষার প্রথম ভাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রাম মধ্যে প্রবাহিত হইতে দিয়া জোলাহাটী, বাহিমান, সলপ, শ্রীবাড়ী, হাতিভাঙ্গা, গোপীনাথপুর, সড়াতৈল, কানসোন, রামনগর, কোনাবাড়ী নলসোন্দা আদি গ্রামের দূষিত জল আবর্জ্জনাদি ধৌত করিয়া ঐ গ্রামগুলির স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিত। কয়বৎসর যাবৎ ঐ খালের মুখ ঘাটিনায় জনকতক অধিবাসী পাট বুনিয়া আবদ্ধ করায় বালি ও পলিমাটী আবদ্ধ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, সেজন্য ঐ সমুদয় গ্রামের সমূহ স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। গত ১৯১৪ ও ১৯১৫ সনে প্রমদাশঙ্কর সান্যাল পাবনা জেলাবোর্ডের মেম্বর থাকা কালে তিনি ঐ খাল পুনর্খনন জন্ম জেলাবোর্ডের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, নানা অজুহাতে ও প্রধানতঃ ঘাটিনা গ্রামবাসী ঐ কয়েকজন কৃষকের প্রতিবন্ধকতায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বহু বর্ষ ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে সম্প্রতি ঐ খাল Bengal Agricultural & Sanitary Improvement Act অনুসারে পুনঃ সংস্কার করার আদেশ হইয়াছে।

বড় তরফের কাশীনাথ এবং ছোট তরফের ভবানীশঙ্কর বিশেষ দয়াবান্ ও দয়াশীল ছিলেন। তাঁহাদের নিকট কোন প্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না। শুনা যায় জমিদারী সুশাসন জন্ম অপরাপর ভ্রাতা সময় সময় যে সকল প্রজাকে গারদে আবদ্ধ রাখিতেন, উঁহারা গোপনে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। বড় তরফের কৃপানাথ এবং ছোট তরফের মনোমোহনের কর্ত্তৃত্বকালে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার চরম সীমায় উঠে। ঐ নীলকরের অত্যাচার দমনে দেশের প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্ম সলপের সান্যাল জমিদারগণ নিকটবর্ত্তী সগুনা, বনবাড়িয়া, কাছাই, বেড়া, সলজা আদি ৭।৮টী নীলকুঠি এক অহোরাত্র মধ্যে ধ্বংস করেন। সেই ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী ধরিবার জন্ম যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং পুলিশ ফৌজ সহ সলপ যেয়াও করেন তখন মহাপ্রাণ

মনোমোহন সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া হাজির হন এবং নীলকুঠি-ধ্বংসষড়যন্ত্রের আহুতিস্বরূপ ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে পাবনা কারাগারে দেহত্যাগ করেন। এই সমুদয় প্রজাহিতকর কার্য্যের জন্য এবং প্রজাগণ বহু অনাবাদি, পতিত, বিলভরাট জমি, জঙ্গল আদি আবাদ করিয়া জোতভুক্ত করা সত্ত্বেও প্রজাগণের জোত জরীপ জমাবন্দী আদি করিয়া জমা বৃদ্ধি না করায় প্রজাসাধারণ সান্যাল জমিদারগণকে বিশেষ ভাল-বাসিত। ইং ১৮৭২।৭৩ অব্দ বাং ১২৮০ সালে পাবনা জেলায় যে Agrarian Riot বা প্রজাবিদ্রোহ হয়, (যে বিদ্রোহের কথা ইং ১৮৮৫ অব্দের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ভূমিকায় ঐ আইন প্রণয়নের অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে), জমিদারগণের বিরুদ্ধে প্রজাগণের ঐ বিদ্রোহ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন পরগণা ইউসুফসাহী হইতেই আরম্ভ হয়। সলপ হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী খুকনী দৌলতপুরের ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। ঐ বিদ্রোহ ক্রমে সমুদয় পাবনা জেলায় বিস্তৃত হয় এবং ছেমরা, গোপালনগর, পোরজনা আদি বহু সমৃদ্ধ জমিদারপল্লী বিদ্রোহীরা লুটতরাজ করিয়া ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে। কিন্তু ঐ বিদ্রোহীগণ সলপ আক্রমণ করে নাই। এমন কি, পরবর্ত্তীকালে আত্মকলহের ফলে যখন সলপের বহু সম্পত্তি নীলাম বিক্রয় হইয়া যায়, তখনও প্রজাগণ ভালবাসার খাতিরে দীর্ঘ ১২।১৪ বৎসর কাল পর্য্যন্ত নীলাম খরিদদারগণকে দখল দেয় নাই।

সলপ সান্যাল বংশের এই দুর্দ্দিনের শেষভাগে ৺বসন্তকুমার, দক্ষিণারঞ্জন, উমাশঙ্কর, জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও বিজয়শঙ্কর প্রমুখ বংশধরগণের অভ্যুদয় হয় এবং তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টায় এই অবনতির গতি প্রতিরুদ্ধ হয়।

জ্ঞানদাশঙ্কর প্রাচীন ন্যায়, সাংখ্য, ও পাতঞ্জল দর্শন অধ্যয়নান্তে "সাংখ্য-শাস্ত্রী" উপাধি এবং গীতার উপাধি পরীক্ষায় "তত্ত্ববিশারদ" উপাধি লাভ করিয়া চরক-সুশ্রুত-আদি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক কবিরাজী করিতেছেন। জ্ঞানদাশঙ্কর একজন সুকবি এবং সাহিত্যিক। তাঁহার প্রণীত "ভারতবাসী" সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। তিনি "ভারতযুদ্ধ", "সিন্ধুবিজয়", "মিলনের পথে" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং "ভক্ত নন্দকুমার" আদি উপন্যাসও প্রণয়ন করিয়াছেন। নিত্যনিরঞ্জন প্রণীত "কল্যাণী" নামক সত্ত্বপূর্ণ স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী এবং এই বংশের স্ত্রীকবি শ্রীমতী মনোরমা দেবী প্রণীত "বনফুল" নামক কবিতাবলী ও সুখপাঠ্য এবং প্রশংসার্হ।

প্রমদাশঙ্কর সলপ সান্যাল বংশে সর্ব্বপ্রথম graduate বি-এ, বি-এল, তিনি সিরাজ-গঞ্জে ওকালতী করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনফলে ওকালতী ছাড়িয়া দিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রকুমার বি-এ, এল এল-বি,—কাশীধামে ওকালতী করেন। নিত্যনিরঞ্জন বি-এ, শৈলজাকুমার বি-এ। রমাপতি বি-এ সলপ-স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। কুলদাকুমার বি-এ, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

সলপের সান্যাল বংশ (বড় তরফ)।

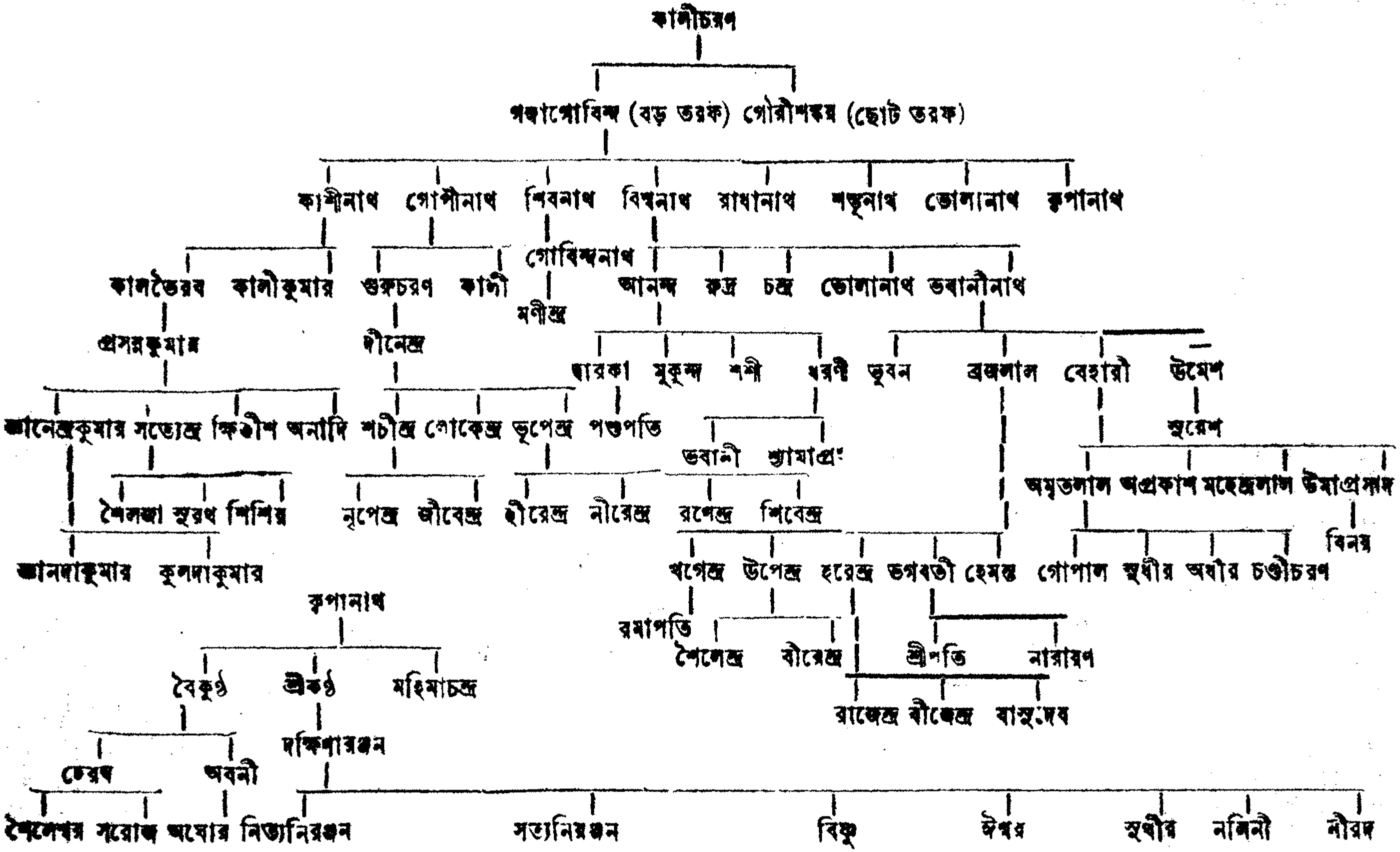

সলপের সান্যাল-বংশ (ছোট তরফ)।

- কালীচরণ
  - গঙ্গাগোবিন্দ (বড় তরফ)
  - গৌরীশঙ্কর (ছোট তরফ)
    - রামশঙ্কর
      - কাশীদাস
    - জয়শঙ্কর
    - ভবানীশঙ্কর
      - মনোমোহন
      - কালিদাস
        - উমাশঙ্কর
          - প্রমদাশঙ্কর বি-এ, বি-এল্
          - জ্ঞানদাশঙ্কর
            - প্রতাপশঙ্কর
            - প্রবোধ
            - প্রভাস
      - দুর্গাদাস
        - বিজয়শঙ্কর
        - রমণীমোহন
          - ধীরেন্দ্র
          - নরেন্দ্র
      - গুরুদাস
    - শিবশঙ্কর
    - কৃষ্ণশঙ্কর
    - রাজশঙ্কর

- গৌরীশঙ্কর (ছোট তরফ)
  - শিবশঙ্কর
    - হরশঙ্কর
      - প্রমথশঙ্কর
        - মন্মথ
        - প্রভাত
        - সুবোধ
    - কেদারশঙ্কর
    - ভুবনশঙ্কর
      - গিরিজাশঙ্কর (দত্তক)
    - তারাশঙ্কর
  - রাজশঙ্কর
    - কালীশঙ্কর
      - বসন্তকুমার
        - জ্যোতিরিন্দ্র বি-এ, এল্‌-এল্-বি
      - তারা
        - তারকেশ্বর
          - জগদীশ
          - যতীশ
      - অন্নদা
        - সুখদা
        - গণেশ
        - হরি
    - কৈলাসশঙ্কর
      - যজ্ঞেশ্বর
        - ব্রজেশ্বর
        - মাখন
      - সুরেশ্বর
        - সুবোধ
          - ভক্তেশ্বর
      - জগদীশ্বর
        - শৈলেশ্বর

বাৎস্যগোত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধরের বংশ।

সান্ন্যাল কুলের গৌরব চতুর্বেদ আচার্য্য ওরফে চণ্ডী বেদান্তী। উক্ত আচার্য্যের পুত্র হরিহর, লক্ষ্মীধর, ও জয়মান মিশ্র। হরিহর কুড়মইল, লক্ষ্মীধর সান্ন্যাল এবং জয়মান মিশ্র কালিহাই-গ্রামী।

জয়মান মিশ্রের তিন পুত্র—সুগ্রীব (নিম্রাণী), হলধর (দেবলী) ও চক্রপাণি (কালিয়াই)। চক্রপাণির পুত্র নারায়ণ রাজগুরু। তৎপুত্র পীতাম্বর মিশ্র। তৎপুত্র বলদেব অগ্নিহোত্রী। তৎপুত্র অধিপতি। অধিপতির ছয় পুত্র—জয় (ভীম কালিয়াই), শশী (শামদেব কালিহাই), ভগবান্ (কানসোনার কালাই), তন্ত্রবেলী; অনন্ত (নাগাসুর), ভীম, শশীকাম। জয়ের দুই পুত্র—অচ্যুধর (কালিহাই) ও মহীধর, (কটুশালী)। অচ্যুধরের পুত্র—ভঙ্গাই ও বেটুয়াই। ভঙ্গাইয়ের অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা, বাসুদেব ও গদাধর নামে তিন পুত্র। অনন্তের ধরাই (পোনসুয়ার), দুরাই (দুরগ্রাম), অচ্যুতাই (বোয়ালিয়া কিম্বাদাড়া) ও বরাই (হাঁপানিয়া)। বরাইয়ের দশ পুত্র—ধরাই, শশাই, পঙ্গাই, পদ্মনাভাই, সিতাই (রায়সা), মাধাই (রায়সা), ডাকুয়াই (পাঁচুড়িয়া), গোবিন্দ (ঐ) ও মর্য্যাদ (ঐ)।

ডাকুয়াই একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। এক সময় একজন উদাসীন তাঁহার অধিকারে আসিয়া তান্ত্রিক সাধন করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে এক খানি অচল পাথর ছিল। সেই পাথরের উপর বসিয়া তিনি জপাদি করিতেন। উদাসীনের দৈব-শক্তিতে মুগ্ধ হইয় ডাকুয়াই তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি উদাসীনের নিকট সাধনের ক্রিয়াদি শিক্ষা করিয়া তান্ত্রিক সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাধনায় তাঁহার অভীষ্ট দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসীর নিকট যে পাথর আছে, সেই পাথর খানি চাহিয়া লও, আমি তোমার গৃহে থাকিব।" ডাকুয়াই উদাসীনের নিকট প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি পাথর খানি দিয়া চলিয়া গেলেন। ডাকুয়াই সেই পাথর খানির উপর বসিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে, তাঁহার অধিকারের লোকেরা বামাচার অবলম্বন করিলেন। কেবল তাঁহার বিধবা ভগিনী ও পুরোহিত বামাচার অবলম্বন করেন নাই। একদিন অমাবস্যায় ডাকুয়াই মহাসমারোহে শ্যামাপূজার আয়োজন করিলেন। মহানিশায় একটি মহিষবলি দিতে হইবে, কিন্তু বলিদানকালে মহিষ গোয়াল ঘরে পলাইয়া যায়; সকলেই সুরাপানে উন্মত্ত, মহিষভ্রমে একটি কাল রঙ্গের গরু গোয়াল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইল। বিধবা ভগিনী ও পুরোহিত বাধা দিতে আসায় তৎক্ষণাৎ কাটা পড়িল। গুরুপত্নী

দেবীদর্শনে আসিয়াছিলেন, নেশায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুপত্নীকে ধরিয়া বলাৎকার করা হইল। এই ঘটনা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। গোহত্যা, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও গুর্ব্বাঙ্গনাগমন, এই পঞ্চ মহাপাতক হওয়ায় দেশস্থ অধ্যাপক ও সামাজিক লোকেরা একত্র হইয়া বিচার করিয়া ডাকুয়াইকে পাঁচুড়িয়া দোষে আস্তাড়ন করিলেন। সেই অবধি ডাকুয়াই ও তাঁহার বংশধরগণ এবং তাঁহাদের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্ত হইয়া আসিতেছেন। সামাজিক অপরাপর বহু দোষ হইতে আদান প্রদান দ্বারা অনেকে দোষমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বংশগত পাঁচুড়িয়া দোষ হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই।

ডাকুয়াইর সাত পুত্র—বিশ্বম্ভর, দিবাকর, দুর্গাবর, রাম, সনাতন, সত্যবান্ ও চণ্ডীদাস। দিবাকরেরও ছয় পুত্র—হরিহর, সিদ্ধেশ্বর, শ্রীধর, নরোত্তম, কৃত্তিবাস ও দ্বিতীয় পক্ষে লোহাই। হরিহরের পুত্র বলভদ্র। বলভদ্রের চারি পুত্র—জনার্দ্দন, পুষ্পকেতন, মীনকেতন ও বদন পাঁজা। বদন পাঁজার ধনাই, কৃষ্ণাই, পদ্মনাভ ও বামন নামে চারিপুত্র। বামনেরও চারি পুত্র—চক্রপাণি পাঠক, বশিষ্ঠ, ভীম ও পরাশর। চক্রপাণির কালিদাস নামে একপুত্র। কালিদাসের পুত্র হলধর। তৎপুত্র জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী। জানকীনাথের তিনপুত্র—কেশব আচার্য্য, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী ও জগদানন্দ মিশ্র। জগদানন্দের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামে দুই পুত্র। বিশ্বনাথের পুত্র রামচন্দ্র পাঠক। তৎপুত্র গুরাম্বর পাঠক। তৎপুত্র শতানন্দ আচার্য্য। তৎপুত্র জীবু আচার্য্য। জীবু আচার্য্যের চারি পুত্র—গদাধর ভট্টাচার্য্য, দয়ারাম সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার ও রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গদাধর ন্যায়শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

জীবু আচার্য্যের পুত্র গদাধর শিরোমণির নাম নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সমাজে সর্ব্বজন-পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস, চারি সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গদাধর বৃহস্পতির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বোধ ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

গদাধরের টীকা পড়িয়াই অনেকে ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই টীকাই "গাদাধরী" নামে পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। গদাধর নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া আর গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করেন নাই, নবদ্বীপেই বাসভবন ও চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া এখানে ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—রাম তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, রামদেব তর্কবাগীশ, মহাদেব ভট্টাচার্য্য ও রঘুদেব ন্যায়বাগীশ, এই পাঁচজনেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরিদেব তর্কসিদ্ধান্ত। ইনি পোষ্যপুত্র ছিলেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—ভিতুরাম তর্কপঞ্চানন, কৃপারাম তর্কভূষণ, শ্যাম সার্ব্বভৌম, গোকুল বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র—শ্রীরাম শিরোমণি ও রঘুমণি শিরোমণি। শ্রীরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রে এক

জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কেবল বঙ্গদেশের নানাস্থান বলিয়া নহে, সুদূর মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বহু স্থান হইতে ছাত্রেরা আসিয়া শ্রীরাম শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন; তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও তাঁহার জীবনে অহঙ্কার কখনই স্থান পায় নাই; তিনি অতিশয় বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন চূড়ামণিও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া পিতার ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ন্যায়শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি অতি কটুভাষী ও অহংকারী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সংস্কৃত কলেজের প্রধান স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন; তিনিও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

ভুবনমোহনের পুত্র নগেন্দ্র, তৎপুত্র নরেন্দ্র। মধুসূদনের পুত্র সন্তোষ ও গোপাল। সন্তোষের পুত্র মনোমোহন ও ধীরেন্দ্র। রঘুমণির দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য নামে একপুত্র। দ্বারকানাথের পুত্র হরিদাস স্মৃতিভূষণ ও রামগোপাল তর্কতীর্থ।

বাৎস্যগোত্র বারুইহুদা-নিবাসী দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়ের বংশ।

প্রসিদ্ধ শিকাই সান্যালের পুত্র পিয়াই। এই পিয়াইর পৌত্র মতাই বা সাভাই। [৫৭ ও ৬২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য]

সাভাই হইতে এই বংশের গণনা হইয়া থাকে। সাভাইয়ের বিজয়, নিমাই, শ্রীরাম্ ও বঙ্গ নামে চারি পুত্র। বিজয়ের তিন পুত্র—শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ ও ঈশ্বর। শ্রীকণ্ঠের সুরেশ, পুরুষোত্তম, শ্রীবৎস, জনার্দ্দন, প্রভাকর ও দামোদর নামে ছয় পুত্র। পুরুষোত্তমের দুই পুত্র—কালিদাস ও বিষ্ণুদাস। বিষ্ণুদাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ আচার্য্য। তৎসুত রামচন্দ্র আচার্য্য। রামচন্দ্রের দুই পুত্র—গোবিন্দ পাঠক ও দেবিদাস বাচস্পতি। গোবিন্দের ষষ্ঠীদাস ও কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী নামে দুই পুত্র। ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। পরশুরাম পঞ্চাননের আখ্যায়িকায় ইঁহার কুলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণদেবের বংশধরেরা নবদ্বীপে ছিলেন।

ষষ্ঠীদাসের তিন সুত—জ্যেষ্ঠ দেওয়ান রামরাম চক্রবর্ত্তী। মধ্যম রামভদ্র এবং কনিষ্ঠ রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী। দেওয়ান রামরামের দুই সুত—দেওয়ান রামগোপাল চক্রবর্ত্তী ও দেওয়ান মদনগোপাল চক্রবর্ত্তী। রামগোপাল ও মদনগোপাল রোহেদাপত্নীর মধ্য হইতে

কতকগুলি কুলীন বাহির করিয়া মমিনপুরভাব পত্তন করিয়া ছয়ঘরিয়া মত স্থাপন করেন।

মদনগোপালের দুই সুত—দেওয়ান রাধাকান্ত রায় ও দেওয়ান রত্নেশ্বর রায়। রত্নেশ্বরের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাধাকান্তের তিন সুত—দেওয়ান তারাকান্ত, শিবকান্ত ও ভোলাকান্ত (অপর নাম উমাকান্ত রায়)। এই তিন ভ্রাতার ভাগিনেয় সর্ব্বজন পরিচিত ধার্ম্মিক ৺রামতনু লাহিড়ী এবং তাঁহার ভ্রাতা কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, লক্ষ্মীপ্রসাদ লাহিড়ী এবং কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী।

ভোলাকান্তের দুই পুত্র—উমেশচন্দ্র ও দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। উমেশচন্দ্রের জামাতা ব্যারিষ্টার মাননীয় মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কুলীনে কন্যা দান করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ কবিনাট্যকার জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার অধুনা সঙ্গীতবিদ্যায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।

বাৎস্যগোত্র ভট্টশালী গাঞি মহীধরের বংশ ময়ূরভট্টের ধারা।

মহীধর হইতে এই বংশ গণনা করা হইয়া থাকে। মহীধরের পুত্র ময়ূরভট্ট। ময়ূর ভট্টের বাণভট্ট, বাচস্পতি, মেরু, সমুদ্রভট্ট ও উর্দ্ধসভট্ট নামে পাঁচ পুত্র। বাণভট্টের পুত্র নীলমেঘ। নীলমেঘের উধাই ও কণাধর নামে দুইপুত্র। কণাধর বা কনাবির পুত্র দানবারি। দানবারির ইতিহাস (সিমীতল), পুরন্দর (বায়রা), ভূতনাথ (বায়েরা) ও দিগম্বর নামে চারিপুত্র। ইতিহাসের চারিপুত্র—নিধিপতি, বাপিমিশ্র, যদুনন্দন ও কবিকর। নিধিপতির আসাই ও আদাই নামে দুইপুত্র। আসাইয়ের চারিপুত্র—মীনকেতন হাজরা, শ্রীধর, গৌরীধর ও ধরণীধর। মীনকেতনের পুত্র উদ্ধব। তৎপুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের দুই পক্ষে রঘুনাথ, যদুনাথ, ভবাই, কাশীনাথ ও সোহাই নামে পাঁচপুত্র। রঘুনাথের পুত্র গোবিন্দ। তৎপুত্র জয়রাম। জয়রামের চারিপুত্র—কামদেব, মাধব, মধু ও গোপীরমণ। কামদেবের পুত্র হরিশঙ্কর।

ভবাইয়ের পুত্র শতানন্দ। তৎপুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পাঁচ পুত্র—রামেশ্বর, দুর্গাপ্রসাদ, কাশীশ্বর, নন্দরাম ও কৃষ্ণদেব। রামেশ্বরের বিশ্বেশ্বর, রামদেব, জয়দেব, রুদ্রদেব, সূর্য্যনারায়ণ ও রামচন্দ্র নামে ছয় পুত্র। দুর্গাপ্রসাদের চারিপুত্র—কামদেব, হরিদেব, জীবননারায়ণ ও রামনারায়ণ। কামদেবের তিন পুত্র—কানু বলরাম ও মঙ্গল। বলরামের শঙ্কর, রঘুনন্দন ও রামানন্দ নামে তিন পুত্র। হরিদেবের দুই পুত্র—মাণিক ও রামভদ্র।

মাণিকের শম্ভুচন্দ্র, ব্রজনাথ ও গোপীনাথ নামে তিন পুত্র। গোপীনাথ কড়ুয়াজানি গিয়া বাস করেন।

লোহাইয়ের কুশল নামে এক পুত্র। তাঁহার পুত্র রমাই। তৎপুত্র গঙ্গাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের দুই পুত্র—রামকৃষ্ণ ও রাজীব। রামকৃষ্ণের পুত্র রামেশ্বর। তৎপুত্র শুকদেব। রাজীবের পুত্র কালিকাপ্রসাদ। তাঁহার রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে দুই পুত্র।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ভট্টশালী গাঞি—সিদ্ধান্ত-বংশ।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মীরপুর গ্রামের (পূর্ব্ব নিবাস মুর্শিদাবাদ) সিদ্ধান্ত বংশ প্রসিদ্ধ ময়ূরভট্ট হইতে এই বংশের গণনা হইয়া থাকে। ময়ূরভট্টের পুত্র বাণভট্ট। তৎপুত্র নীলমেঘ। নীলমেঘের চারি পুত্র—ইতিহাস, পুরন্দর, ভূতনাথ ও দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র রাঘব ও ত্রিপুরারি। রাঘবের পুত্র রঘুনন্দন; তৎপুত্র পরমানন্দ, তৎসুত জয়রাম। জয়রামের তনয় বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র ভবানী। তৎপুত্র বিশ্বনাথ; তৎপুত্র কুশানন। তৎপুত্র গোবিন্দ; তৎপুত্র শঙ্কর। শঙ্করের কামদেব নামে এক পুত্র। কামদেবের পুত্র কৃষ্ণদেব। তৎপুত্র অনন্ত। তৎসুত দুর্গাচরণ। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র জগজ্জীবন। তৎপুত্র কৃপারাম পঞ্চানন (স্ত্রী ভগবতী দেবী)। কৃপারামের পুত্রের নাম কালীচরণ বিদ্যাবাগীশ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার গৌরীচরণ ও কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামে দুই পুত্র জন্মে। ২য়া স্ত্রীর গর্ভে রামনাথ সার্ব্বভৌম নামে এক পুত্র জন্মে। রামনাথের পুত্র হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তৎপুত্র ঈশানচন্দ্র। ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—সুরেন্দ্র ও হেমেন্দ্র।

গৌরীচরণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী)। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—ঈশ্বর, ভগবান (স্ত্রী বামাসুন্দরী) ও গৌরচন্দ্র। ভগবানের পুত্র—শশীভূষণ। শশীভূষণের প্রিয়বালা ও সরযূবালা নামে দুই কন্যা এবং ইন্দুভূষণ ও বিধুভূষণ নামে দুই পুত্র।

কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের (স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী) দুই পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবচন্দ্র (স্ত্রী চন্দ্রকলা দেবী) ও গঙ্গাগোবিন্দ সিদ্ধান্ত (স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবী)। কন্যাগণের নাম তারামণি (স্বামী অমৃত রায় সাং ধামরাই), উমা (স্বামী কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সাং বেতকা বিক্রমপুর), ভৈরবী (স্বামী শম্ভুনাথ মৈত্র সাং পাইকপাড়া, বিক্রমপুর) ও দুর্গা (স্বামী রামসুন্দর মৌলিক সাং ধামরাই)।

শিবচন্দ্রের পুত্র কালীহর। গঙ্গাগোবিন্দ সিদ্ধান্তের হরিহর (স্ত্রী বিমলাসুন্দরী), মহেন্দ্রনাথ (স্ত্রী বগলাসুন্দরী), অবনীনাথ (স্ত্রী মৃণ্ময়ী ও ষোড়শীবালা) ও অবিনাশ

হরিহরের সাত পুত্র ও দুই কন্যা, পুত্রগণের নাম যামিনীরঞ্জন, মনোরঞ্জন, সত্য, দক্ষিণা, প্রিয়, প্রভাত ও নিত্যরঞ্জন। যামিনীরঞ্জনের পুত্র সুনীতকুমার ও গোস্বামী। অবিনাশের পুত্র জগদীশ ও জ্যোতীন্দ্র। অবনীনাথের পুত্র—ধীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, নগেন্দ্র ও শচীন্দ্র।

বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রামস্থ ভট্টশালী বংশ।

এই বংশ বর্ত্তমানে ভট্টশালী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিক্রমপুর বারেন্দ্র-সমাজে ইহাদিগকে ভাড়িয়াল বলিয়াও জানে। ভাড়িয়াল কষ্টশ্রোত্রিয়, ভট্টশালী সিদ্ধশ্রোত্রিয়।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবীদাস রাজসাহী অঞ্চল হইতে রাজা টোডরমল্লের বঙ্গাগমন কালে এই অঞ্চলে আগমন করেন বলিয়া পরিবার মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি আছে। দেবীদাসের নাকি তিন খানা হাত ছিল, দুইটি স্বাভাবিক হস্ত, অপর একটি ক্ষুদ্রায়তন অকর্ম্মণ্য হস্ত নাকি দক্ষিণ বাহুর মূলদেশ হইতে ঝুলিয়া থাকিত। দেবীদাস প্রথমে মিরকাদিমের হাটের নিকটস্থ বামন ভিটা নামক স্থানে বাড়ী করেন। খালের ঘাটে তদগত চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনায় নিযুক্ত দেবীদাসকে দেখিয়া বজরা আরোহণে খাল দিয়া যাইবার সময় টোডরমল্লের শ্রদ্ধা হয় এবং দেবীদাস দান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে দেবীদাসের পুত্র বিশ্বনাথ শর্ম্মার নামে তিনি এক খানি তালুক নিষ্কর করিয়া দিয়া যান। অদ্যাপি পাইকপাড়ায় ভট্টশালীগণ তালুক বিশ্বনাথ শর্ম্মা নামে পরিচিত এই তালুক ভোগ করিতেছেন।

দেবীদাসের তিন পুত্র বিশ্বনাথ, বলরাম ও গঙ্গারাম। বিশ্বনাথের চারিপুত্র রাঘব, রমাবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও হরিবল্লভ। হরিবল্লভের তিন পুত্র গৌরীপ্রসাদ, নন্দরাম ও বিষ্ণুরাম। গৌরীপ্রসাদের পুত্র সৃষ্টিধর, তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র নটবর ও শিবনাথ। নটবরের তিন পুত্র গৌরীশঙ্কর, রামদুলাল ও রামরূপ। গৌরীশঙ্করের চারিপুত্র অভয়, কাশী, মহিম ও গোবিন্দ। অভয়ের পুত্র আনন্দ ও শশীকুমার। আনন্দের পুত্র জিতেন্দ্র ও হরেন্দ্র। কাশীর পুত্র দেবীপ্রসাদ। মহিমের পুত্র বরদাকান্ত, তৎপুত্র উপেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, প্রফুল্ল।

রামরূপের পুত্র রোহিণীকান্ত ও অক্ষয়চন্দ্র। রোহিণীকান্তের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র হন জগদীশ, সুধীর ও দীনেশ।

হাটুরিয়ার ভীমকালিহাই রাজ দেবীদাস রায়ের বংশ :

বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ জয়মান মিশ্র ভীমকালিহাই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে জয়মানমিশ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীধর মহারাজ বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। জয়মানের অপর নাম ছিল ভীম। তিনি রাজগুরু হওয়ায় কালিহাই গ্রাম প্রাপ্ত হন। সেই জন্য তাঁহার বংশধরগণ ভীমকালিহাই গ্রামী বলিয়া পরিচিত হয়েন। কালিহাই গ্রাম গৌড়ের সন্নিকটে ছিল। মালদহে কালিয়াচক নামে যে গ্রাম আছে, সম্ভবতঃ উহাই প্রাচীন কাল কালিহাই গ্রাম নামে পরিচিত ছিল।

জয়মানমিশ্রের পৌত্র নারায়ণ রাজগুরু ছিলেন। ইনি রাজার নিকট হইতে যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তাঁহার বংশধরগণ এখনও ভোগ করিতেছে

নারায়ণের অষ্টম অধস্তন পুরুষ অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা নামে খ্যাত হন। কেননা তিনি কালিহাই গ্রাম ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বোয়ালিয়া গ্রামে বাস করেন। আধুনিক ভীমকালিহাইগণ তাঁহার সন্তান। অনন্তের পুত্র অচ্যুতানন্দ নিজের চেষ্টায় অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইনি বোয়ালিয়ার সমাজপতি হইয়াছিলেন। অচ্যুতানন্দের পৌত্র ঠাকুর কুশলী।

ঠাকুর কুশলীই দেশবিখ্যাত "রাজা দেবীদাস"। ইনি কৌলীন্য হারাইয়া প্রথমে কাপ হয়েন। ইনি বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বোয়ালিয়ার আবাস ত্যাগ করেন ও পাবনাজেলার দক্ষিণপূর্ব্বভাগে আত্রেয়ী নদীতীরে ছাতক নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ছাতক এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে গৌড়ের বাদশাহ সোলেমান কররাণীর সেনাপতি ইমেরু খাঁন ছাতক আক্রমণ করিলে বৃদ্ধ রাজা দেবীদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিক রায় ও বংশের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির সহ যুদ্ধে নিহত হয়েন। রাজমহিলারা ইঁদারায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সতীত্ব রক্ষা করেন।

কার্ত্তিক রায়ের শিশুপুত্র পুরোহিত হরুঠাকুরের হস্তে সমর্পিত হয়েন। ভবিষ্যতে ঐ শিশু রাজা ভবানীপ্রসাদ নামে পরিচিত হইয়া চাঁদপ্রতাপের রাজা হয়েন। তিনি যে পুরোহিতের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি রাঢ়ীয়শ্রেণীর ছিলেন বলিয়া ভবানী প্রসাদ রাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েন। ঢাকাজেলার রোয়াইলের রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদারেরা অদ্যাপি রোয়াইলের কাশ্যপ বলিয়া খ্যাত। রাজা দেবীদাসের দুই পুত্র কাশীরায় ও কেশব রায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রক্ষা পান। বাদসাহ তাঁহাদিগকে ছাতকের সন্নিকটে লাখেরাজ প্রদান করেন। অদ্যাপি লাখেরাজপুর নামক গ্রাম ইঁহাদের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। আমিনপুরের ও এলাচিপুরের মিঞারা উক্ত দুই ভ্রাতার সন্তান।

দেবীদাসের অপর তিন পুত্র চণ্ডীদাস, কালিদাস ও নরোত্তম জোলা নাপিতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করেন। ইঁহারা সাবালক হইয়া পুনরায় পৈতৃক জমীদারী উদ্ধার করেন। কালিদাস অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা প্রজাপীড়ন ও দেশমধ্যে উপদ্রব করিতেন। এমন কি সময় সময় জাহাঙ্গীর নগর হইতে গৌড় নবাবের খাজনা যাওয়ার সময় পথে উহা লুণ্ঠন করিতেন। এইরূপ লুণ্ঠনের কথা নবাবের কর্ণগোচর হইলে, রাজা কালিদাস অষ্টাদশ পুত্র সহ নিহত হয়েন। কেবলমাত্র কণাই ফৌজদার নামক পুত্র ভৃত্যের বেশে পলায়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সন্তানগণ কাশীনাথপুর, খেতুপাড়া, পাকুড়িয়া, শঙ্কর পাশায় রায় ও বালিয়াকান্দির চৌধুরী বলিয়া পরিচিত।

কালিদাসের ভ্রাতা নরোত্তমের বংশধরগণ সাতল্লা, সারাকিয়া, বেকটোল, দৌলতপুর ও এলাসিনের রায় নামে খ্যাত। কালিদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীদাসের প্রথম পুত্র বৃহস্পতি তাঁহার সন্তানেরা করজার ব্রহ্মচারী। তাঁহার তৃতীয় পুত্র মধুকররায় বংশধরগণ কারিকোলায় মৌলিক। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শঙ্করের বংশধরগণ—তারেজার চৌধুরী। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শূলপাণির দুই পৌত্র ঠাকুর আনন্দ পাঁজা ও শ্রীমন্ত তলাপাত্র। শ্রীমন্তের সন্তানেরা ধোপাঘাটার ভট্টাচার্য্য। এই বংশের গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরের জজপণ্ডিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার শাস্ত্র বিচার হইয়াছিল।

ভীম কাশিহাট রাজা দেবীদাসের বংশ।

অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা, তৎপুত্র অচ্যুতানন্দ

- অভয়
  - ঠাকুর কুশলী ইনি দেশ বিখ্যাত "রাজা দেবীদাস"
    - ঠাকুর চণ্ডীদাস
      - বৃহস্পতি
      - বশিষ্ঠ
      - মধুচাজরা
      - মকাই
      - শঙ্কর
      - গোবিন্দ
      - শূলপাণি
        - ঠাকুর মহানন্দ
          - ঠাকুর আনন্দ পাঁজা
            - ঠাকুর সনাতন ডাকুয়াই
              - ঠাকুর ভুবন
              - ঠাকুর সানন্দ
                - ঠাকুর নারায়ণ মণ্ডল
                  - পর্ব্বত দেব রায়
                    - রাজবল্লভ রায়
                    - গন্ধর্ব্ব রায়
                    - বিশ্বনাথ রায়
                    - আত্মারাম রায়
                  - গোবিন্দ চরণ ভৌমিক
              - ঠাকুর নয়ন
              - ঠাকুর কুবের
              - ঠাকুর জ্ঞান
          - শ্রীমন্ত তলাপাত্র
    - ঠাকুর কালিদাস
    - ঠাকুর নরোত্তম
- অতিথি
- জগাই

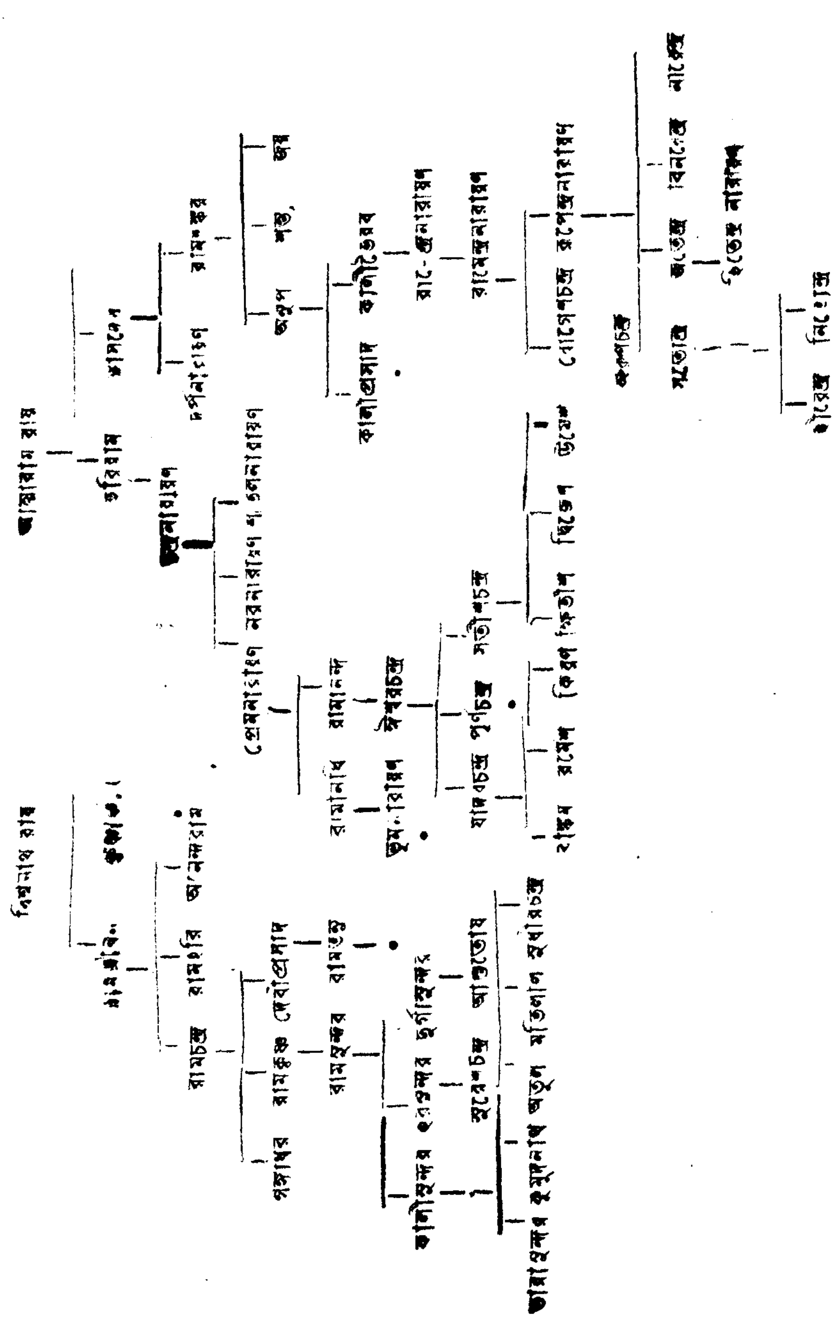
বিশ্বনাথ রায়
রামচন্দ্র রামহরি আনন্দরাম
গঙ্গাধর রামকৃষ্ণ দেবীপ্রসাদ
রামসুন্দর রামতনু
কালীসুন্দর দুর্গাসুন্দর
সুরেশচন্দ্র আশুতোষ
তারাসুন্দর কুমুদনাথ অতুল মতিলাল সুধীরচন্দ্র
আত্মারাম রায়
হরিরাম
প্রেমনারায়ণ নরনারায়ণ
রামানাথ রামানন্দ
ভূমনারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র
যাদবচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র সতীশচন্দ্র
রমেশ কিরণ ক্ষিতীশ
দর্পনারায়ণ রামশঙ্কর
অনুপ জয়
কালীপ্রসাদ কালীভৈরব
রামেন্দ্রনারায়ণ
যোগেশচন্দ্র রূপেন্দ্রনারায়ণ
নারেন্দ্র
নিত্যেন্দ্র

ইটাকুমারী-নিবাসী ঠাকুর কালিদাসের বংশ।

রঙ্গপুর জেলায় ইটাকুমারীর ঠাকুর কালিদাসের বংশে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ ঠাকুর কালিদাস। তিনি ঠাকুর কুশলী বা রাজা দেবীদাসের পুত্র। রাজা দেবীদাস কৌলীন্য হারাইয়া কাপ হয়েন। কালিদাসের দুই পুত্র নাতাই ও প্রাসাই চৌধুরাণীর পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ মহামহোপাধ্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ উদীচ্য ভট্টাচার্য্য। রাজারায় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রামকৃষ্ণ রঙ্গপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রামকৃষ্ণ "উদীচ্য ভট্টাচার্য্য" নামে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে রামকৃষ্ণের সম্মুখে সহসা একদিন সরস্বতী দেবীর আবির্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আর্য্যাচ্ছন্দে স্বরচিত শ্লোকপঞ্চকে সরস্বতীকে স্তব করেন। দেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় কবিত্ব শক্তি প্রদান করেন এবং গ্রন্থকাররূপে যশঃ অর্জ্জন করিবার বর দেন। তিনি আরও বলেন যে রামকৃষ্ণ হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এই বংশের লোকেরা স্বাভাবিক কবিত্ব-সম্পন্ন হইবেন। এই প্রবাদ নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা এখনও বলিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ন্যায় "শুদ্ধিকৌমুদী" প্রভৃতি অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধগ্রন্থ এবং পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের "অধিকরণ কৌমুদী" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে যে বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই ও যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্য্য সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি মীমাংসাদর্শনের অবলম্বিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কোন কোন সিদ্ধান্তের খণ্ডনও করিয়াছেন। উদীচ্য ভট্টাচার্য্যের প্রদর্শিত অনেক ব্যবস্থা রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তৎকৃত "অধিকরণকৌমুদীর" অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণের তিন পুত্র—রুদ্রেশ্বর, রত্নেশ্বর ও ভুবনেশ্বর। কনিষ্ঠ ভুবনেশ্বরের বংশই পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সমধিক উজ্জ্বল। ভুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেশ্বর খ্যাতিমান্ পণ্ডিত ছিলেন। জরাগ্রস্ত হইয়াও কাকিনার রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কাকিনার রাজা তাঁহাকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন। দেবেশ্বর প্রথমে তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে যাইয়া তাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও ধ্যান ধারণার বিঘ্ন হয়। তাই তিনি সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া মাত্র চারি টাকা মাসিক বৃত্তিতে সন্তুষ্ট রহেন। তিনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কৃত "শুদ্ধিকৌমুদী" ও উদীচ্য ভট্টাচার্য্য কৃত উক্ত নামের অপর একখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। ইহাতে ছাত্রদের অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হয়। অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

দেবেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র লোকেশ্বরও পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি রাণী অন্নপূর্ণার সহিত পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে যখন দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, তখন ভূতলে একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। এই গ্রন্থের নাম জানা যায় নাই।

দেবেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গঙ্গেশ্বর। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামকান্ত ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রামকান্তের দ্বিতীয় পৌত্র ঈশ্বরকান্ত পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সকলের আদরণীয় হইয়াছিলেন। তৎকৃত "কাতন্ত্রকারিকা" কাতন্ত্র-ব্যাকরণের ব্যাখ্যা স্বরূপ। "কাতন্ত্রকারিকা" অধুনা 'আশুবোধব্যাকরণ' নামে পরিচিত।

দেবেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণেশ্বর মাঘের শিশুপালবধের একটী টীকা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ঐ টীকা ছাত্রগণের উপকার সাধন করিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র হরিনারায়ণ সিদ্ধান্তের পুত্র আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য্য। আনন্দেশ্বরের পুত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্নের নাম কেবলমাত্র বঙ্গদেশে নহে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তিনি একাধারে কবি, পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও "সারনাথের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

উদীচ্য ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণের প্রপৌত্র রামশঙ্কর বিদ্যামণি, তাঁহার দুই পুত্র—ভবানীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং মহাকবি ও নৈয়ায়িক কেশবেশ্বর তর্কপঞ্চানন। কেশবেশ্বরের পুত্র রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকিল মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য; তাঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রগণের নাম—শৈলেশ্বর, যোগেশ্বর, যতীশ্বর ও অতুলেশ্বর।

উদীচ্য ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি। চূড়ামণির পুত্র—ধনেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, হরাধন ও হরকান্ত বিদ্যাভূষণ। হরকান্ত বিদ্যাভূষণের পুত্র—দুর্গাকান্ত, কালীকান্ত ও মাধবেশ্বর, মাধবেশ্বরের পুত্র রজনীশ্বর। বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয় হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামানন্দ পঞ্চানন ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার। বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র খ্যাতনামা দার্শনিক রাজেন্দ্রনারায়ণ শ্রাস্ত্র।

উদীচ্য ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য্যের পাঁচ পুত্র—দুর্গেশ্বর বিদ্যাবাগীশ, রূপেশ্বর, তারিণীশ্বর, গৌরীশ্বর ও মহাকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার। শ্রীশ্বরের পুত্র গোপালেশ্বর এবং নানাগ্রন্থরচয়িতা পণ্ডিতবর কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ এম-এ। কোকিলেশ্বরের পুত্র ব্রজেশ্বর ও মানেশ্বর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজগোত্র উচ্ছরাখ গাঞি —সুসঙ্গ রাজবংশ।

ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সুসঙ্গ-রাজবংশ স্বাধীন ও প্রতাপশালী ছিলেন। স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবার পরও ইঁহারা বঙ্গের সামাজিক ও রাজনীতিক ইতিহাসের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সুসঙ্গ-রাজবংশের ইতিহাস বাঙ্গলার ইতিহাসের একাংশ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে (৬৮৬ বঙ্গাব্দে) সোমেশ্বর পাঠক নামক ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ কামাখ্যাদি তীর্থ দর্শন করিয়া পার্ব্বতীয় পথে ফিরিবার সময় সুসঙ্গের উত্তরবর্ত্তী গারো পর্ব্বতের নিকট আসিয়া বিশ্রাম করেন। তিনি যে শিলাখণ্ডদ্বয়ের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'দেওশিলা' নামে পূজিত হইতেছে। তিনি স্থানীয় ধীবরগণের অনুরোধে অত্যাচারী গারো সর্দ্দার বাইস গারোকে পরাজিত করেন। তিনি বাইস গারোর অধিকৃত স্থানগুলি নিজের শাসনে আনিয়া তাহাকে মাত্র বাণাঝুরি ও মান্দাবাড়া নামক দুইখান গ্রাম প্রদান করেন। এইরূপে সোমেশ্বর পাঠক সুসঙ্গ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বদেশ হইতে আত্মীয়স্বজন ও সুশিক্ষিত অনুচরবর্গকে আনয়ন করেন। তাঁহাদের সহায়তায় পার্শ্ববর্ত্তী জোয়ারদারগণের জোতগুলি অধিকার করেন। তদ্ব্যতীত হোসেনপ্রতাপ পরগণা ও নস্তিং পুঞ্জি রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে নংমন্, নংলু, নংস্থপা ও রংচু নামক গ্রামগুলি লাভ করেন। তিনি নিকটবর্ত্তী নদীর গতি ফিরাইয়া নিজ রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া উহা প্রবাহিত করান এবং নিজ নামানুসারে তাহার নাম সোমেশ্বরী নদী রাখেন। তাঁহার পূজিত শালগ্রাম আজও সুসঙ্গ রাজবংশে অর্চ্চিত হইতেছেন। সোমেশ্বর পাঠক অশোককুঞ্জস্থিত কয়েকজন সাধুর উপদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানের নাম সুসঙ্গ রাখেন। তিনি ৭১৭ বঙ্গাব্দে একমাত্র পুত্র বুদ্ধিমন্ত পাঠককে বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর ছিলেন পিতার জীবিতকালে তিনি নবাব নাসির উদ্দীনের সৌহার্দ্দ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে বুদ্ধিমন্তখাঁ উপাধি প্রদান করেন। তিনি রাজা হইয়া সুসঙ্গের চতুর্দ্দিকের দস্যু তস্করাদি দমন করেন। তিনি জোয়ারদারগণকে পুনরায় পরাজিত করেন এবং ৭১৯ বঙ্গাব্দে কড়ৈবাড়ী ও ৭২০ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টের বংশীকুণ্ডা পরগণা দখল করেন। তিনি উচ্চকুল ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিম্ন

কন্যাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া নবাব নাসির উদ্দীনকে সুপাত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। নবাব শ্রীনিবাস মৈত্র নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমন্ত তাঁহার সহিত প্রথমা কন্যাকে বিবাহ দিয়া নিজরাজ্যে প্রভূত সম্পত্তি দিয়া তাঁহাকে বাস করান। সেই সময় হইতে সুসঙ্গ রাজপরিবারের কন্যাগণের বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। বুদ্ধিমন্ত প্রথমে সুসঙ্গে হস্তী-খেদা বা হাতী ধরার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

বুদ্ধিমন্তের পুত্র কানাই হাজরা, পৌত্র বাসুদেব খাঁ ও প্রপৌত্র জগদানন্দ খাঁর সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। জগদানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মল্লিক জানকীনাথ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের পুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত তিনি নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সামাজিক বন্ধনে তিনি "উদয়াচল" খ্যাতি লাভ করেন। বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে আটটী পটী আছে তাহার প্রত্যেকের সঙ্গেই সুসঙ্গ রাজ কন্যাদের বিবাহ হইতে পারে এই নিয়ম করিয়া তিনি "সর্ব্বদ্বারিক" খ্যাতি লাভ করেন। এখনও সুসঙ্গ রাজপরিবারের সামাজিক নায়কত্ব খ্যাতি আছে।

জানকীনাথের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজপদে আরূঢ় হয়েন। তিনি অত্যন্ত বলশালী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বলবত্তার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একবার বওলার জোয়ারদার রঘুনাথকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দেন। বিবাহের রাত্রে রঘুনাথ বাসরঘরে তাঁহার পত্নীর মুখে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া নবপরিণীতা বধূকে পিঠে করিয়া শত্রুবেষ্টিত গৃহ হইতে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসেন। এই ঘটনার পর হইতে সুসঙ্গ রাজকুমারগণের বিবাহের সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইবার প্রথা হইয়াছে। রঘুনাথের বিরুদ্ধে বওলার জোয়ারদারগণ, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেব, চাঁদরায় কেদার রায় প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করেন। এই সকল প্রবল শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া রঘুনাথ মানসিংহের সহায়তায় জাহাঙ্গীর বাদসাহের শরণাপন্ন হয়েন। এই সময় হইতেই সুসঙ্গ রাজবংশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। রঘুনাথ চাঁদরায় ও কেদার রায়কে মানসিংহের নিকট ধরাইয়া দেন ও চাঁদরায়ের গৃহদেবতা দুর্গাদেবীকে (দশভুজাদেবী) নিজ রাজ-ধানীতে স্থাপন করিয়া রাজধানীর নাম দুর্গাপুর রাখেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ তাঁহার কার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ১০০৬ হিজরী সনে ৩১০ শত নায়েবের শাসক ও পঞ্চহাজারী মনসবদারী প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলবন্ত সিংহ উপাধি দেন। রাজা রঘুনাথ অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ঢাকায় রঘুনাথ (রামসীতা) বিগ্রহ স্থাপন, ঠাটারী বাজার, ওয়ারী, আমলীগোলা ও কামরাঙ্গার চরে ঘর স্থাপন, ৺কাশীধামে গৃহ নির্ম্মাণ তথা মাতৃকুণ্ড, পিতৃকুণ্ড স্থাপন, রাজধানীর অনতিদূরে মাধবপুর গ্রামে মঠ স্থাপন

ও সন্তুর গ্রামে শিবস্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথের মাতা কমলাদেবী রাজধানীর অনতিদূরে সাগরদীঘি নামক এক প্রকাণ্ড দীঘিকা খনন করান, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন আছে।

রাজা রঘুনাথের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামনাথ রাজা হয়েন। তিনি দিল্লীতে সনন্দ আনিতে গেলে জাহাঙ্গীর তাঁহার অপর ছয় ভ্রাতার নামেও অন্য ছয় পরগণার সনন্দ দিতে চাহেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন যে ভ্রাতারা আসিয়া সনন্দ লইবে। দেশে ফিরিয়া তিনি দেখিতে পান যে ভ্রাতৃগণ রামজীবন, রামকৃষ্ণ ও যাদবেন্দ্র এই তিন ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হয়েন। নিজের পুত্র না থাকায় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র রামজীবনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন ও যাদবেন্দ্রকে কয়েকটী তালুক দেন। অবশেষে এই তালুক হরিরাম ভাদুড়ী ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হয়েন। সুসঙ্গের জমিদারীর অংশ উল্লেখ করিলে এই তালুকের মালিকগণের সম্মান বৃদ্ধি হইবে বিবেচনায় রাজা রাজসিংহের অনুমতি লইয়া ইঁহারা দশশালা বন্দোবস্তের সময় এই তালুককে সুসঙ্গের দুই আনি ছয় অংশ বলিয়া লেখান। কিন্তু ইহা সুসঙ্গের জমিদারীর অংশ নহে। ২৭৭ পৃষ্ঠায় ৵০ অ নীর বংশলতা দেওয়া হইল।

রামজীবন শাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে সুসঙ্গের সিংহাসনের অধিকারী হয়েন। তিনি দিল্লীতে করস্বরূপ আগর কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে নগদ রাজস্ব প্রদান করেন।*

রামজীবন হাতীখেদার কার্য্যে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন ও অনেক পার্ব্বত্য জন্তু বধ করিয়া রাজ্য নিরুপদ্রব করেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা হয়েন।

---

* দিল্লীর বাদশাহ হইতে রাজা রামজীবন যে সকল পারসী সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটী তরজমা করিয়া এখানে দেওয়া গেল—

"জিসান, আলীসান বমেহের শাহে শুজা। তারিখ ৭ই সাবান সন ১০৬২ হিজরী। মোঃ ২৩এ মাহ সহর এলাহী ২৬ জলুস। জুবদ্‌তল্ আম্ আসান্ অল্ একরান্ রামজীবন জমিদার সুসঙ্গ। যে বিষয়ে তুমি উমেদার ছিলে তৎসম্বন্ধে জানিবে। তুমি সরকারী আদিষ্ট কার্য্যাদি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তুত হইয়াছ, তাহা মহম্মদ বাখরের আরজী দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। কড়ইবাড়ীর জমিদারী কেদারের জিম্মায় ছিল। নানা কারণ বশতঃ তাহার প্রতি বিরক্তি জন্মায়, তাহাকে ঐ জমিদারীর কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়া উহা তোমাকে দেওয়ার অনুমতি করা গেল। তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি অত্র সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগর কাঠের সরবরাহ করিবা ও খাজানা আদায় কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়া তাহা পঁহছাইতে থাকিবে। যে সকল নানকর, রুসুম ও চৌধুরাই জমিদারী কেদার মজুমদারের তহরূপে ছিল, তাহা সমস্ত তোমাকে অর্পণ করা গেল। তোমার উক্ত সম্মানের জন্য পূর্ব্ব মুনসেফের অতিরিক্ত একশত জোত ও ২৫ সোয়ার অতিরিক্ত দেওয়া গেল। তুমি মনোযোগ করিয়া কার্য্য করিলে বিশেষ লাভবান হইবে। এই জমিদারীর কর রীতিমত আদায় করিবে। দিন দিন এইরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিলে তোমার কার্য্যকারিতা এ পক্ষের নিকট প্রকাশ হইবে।"

রামকৃষ্ণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামসিংহ রাজা হয়েন। তিনি বিদ্রোহী হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে এক মুসলমান-কন্যার সহিত বিবাহ দেন ও তাঁহার নাম আবদুল রাখেন। কিন্তু রামসিংহের হিন্দু পত্নী নিজপুত্র রণসিংহকে রাজা করিয়া রাজ্য চালাইতে থাকেন। রামসিংহের মুসলমান-পত্নীর গর্ভজাত কন্যা তারাবিবির সহিত সিন্দুর-আটীয়া গ্রামের জনৈক মল্লিক উপাধিধারী মুসলমানের বিবাহ হয়।

রণসিংহের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কিশোরসিংহ রাজা হন। কিশোর ও তাঁহার ভ্রাতা রাজসিংহের উপর রাজস্ব অনাদায় হেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঢাকাস্থ কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত অত্যাচার করেন; এমন কি নাবালক রাজা ও তাঁহার ভাইকে ঢাকায় লইয়া যাইয়া তোপমুখে উড়াইয়া দিবার আদেশ দেন। কিন্তু রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য বাঞ্ছারাম কৌশলে তাঁহাদিগকে লইয়া ঢাকা হইতে সুসঙ্গে পলাইয়া আসেন। কিশোর সিংহ বাঞ্ছারামকে অনেক জায়গীর দিয়া পুরস্কৃত করেন।

কিশোরসিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর রাজসিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন (১৭৮৭ খৃঃ অঃ)। রাজসিংহ সুকবি ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার রচিত "ভারতীমঙ্গল," "রাগমালা", "সংক্ষিপ্ত মনসার পাঁচালী" ও ঢাকা গমনের একটি খণ্ড কবিতা পাওয়া যায়। তিনি দিল্লীবাসী এক আলেখ্যবিক্রেতার নিকট হইতে রাগরাগিণীর একখানি অতি সুন্দর চিত্র ক্রয় করিয়া উহার বর্ণনামূলক "রাগমালা" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর হইতে অনেক মণিপুরী আসিয়া সুসঙ্গে বাস করিতে থাকেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজসিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ রাজা হয়েন। তিনি বলবান্ ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা গোপীনাথ ও জগন্নাথ কালেক্টারীতে নিজ নিজ নামজারী করিয়া পৃথক্‌ভাবে তংশীলাদি কার্য্য আরম্ভ করেন। এই দুই ভ্রাতার স্ত্রী বিধবা হইয়া সুসঙ্গের ½ অংশ পৃথক্ করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। জগন্নাথের স্ত্রী রাণী ইন্দ্রমণি শ্রীকৃষ্ণ নামে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে বিশ্বনাথের সহিত লেকং দাওয়াক্, সিজু, হেমকিং ও সিঞ্জুরা নামক গারো মহাল লইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থানগুলি তাঁহার জমীদারীভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন।

বিশ্বনাথের পর তাঁহার পুত্র রাজা প্রাণকৃষ্ণ রাজা হয়েন। তিনি নিজের প্রখর বুদ্ধিবলে শরিকানী বিবাদ সত্ত্বেও রাজ্য রক্ষা করেন। রাণী ইন্দ্রমণি দত্তক অসিদ্ধের মামলায় জয়লাভ করিয়া ½ অংশ জমীদারী দখল করেন। গোপীনাথের বিধবা রাণী হরসুন্দরী তাঁহার ½ অংশ জমীদারী লইবার জন্য আদালতের সাহায্য লয়েন। কিন্তু রাজা প্রাণকৃষ্ণ এই মর্ম্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে সুসঙ্গ পরিবারের কৌলিক প্রথা অনুযায়ী

জ্যেষ্ঠ পুত্রই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি ১২৭২ সনে রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ নামক চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

রাজা প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সুসঙ্গ রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রই যে একমাত্র উত্তরাধিকারী, এই প্রথা আদালতের বিচারে রদ হয়। তদনুসারে রাণী হরসুন্দরীর দুই কন্যা সুসঙ্গ জমিদারীর ১/৩ অংশের অধিকারিণী হইলেন এবং রাজকৃষ্ণাদি চারি ভ্রাতা বাকী সম্পত্তি তুল্যাংশে ভাগ করিয়া লয়েন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ২২ আইন দ্বারা গারো পাহাড় দখল করিয়া লয়েন। রাজা রাজকৃষ্ণ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা লইয়া গারোপাহাড়ের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন রাত্রিকালে তস্কর কর্ত্তৃক দশভুজাদেবী অপহৃতা হন। ১২৯৮ সনের ১০ই বৈশাখ এক জঙ্গল মধ্যে দশভুজাদেবীকে আবার পাওয়া গেলে পুনরায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রাজকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে "মহারাজ" উপাধি পান এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বংশপরম্পরায় মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি ১২৯৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কুমুদচন্দ্র, নীরদচন্দ্র, নগেন্দ্রচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নামে চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমুদচন্দ্র মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বর্ত্তমান সুসঙ্গের রাজা বলিয়া পরিচিত। বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রবল ভূমিকম্পে সুসঙ্গ-রাজবাটীর পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদ সমূহ ও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধুনা সুসঙ্গ-রাজপরিবারের প্রায় সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। [২৭৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

ভরদ্বাজ গোত্র সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নাড়িয়াল গাঞি—অদ্বৈত প্রভুর বংশপরিচয়।

কনোজাগত তিথিমেধার পুত্র গৌতম হইতে অধস্তন ১৬শ পুরুষে আরু ওঝা নাড়িয়াল (৬৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য)। আরু ওঝার পুত্র যদু পণ্ডিত, সুধাকর ও জটাধর। যদু-পণ্ডিতের পুত্র শ্রীপতি। শ্রীহট্টের লাউড়পতি সূর্য্যসিংহ শ্রীপতিকে আনাইয়া নবগ্রামে স্থাপন করেন। তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র ঈশান *। ঈশানের পুত্র বিভাকর, তৎপুত্র প্রভাকর। প্রভাকরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়াল।† ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ ও তদনুবর্ত্তী সম্বন্ধনির্ণয়কার এই ঈশানের নাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। ভারেঙ্গা ও চক চণ্ডীপুরের পুথিতে এই নাম পাওয়া গিয়াছে।

† ৩৮ পৃষ্ঠা ও ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভরদ্বাজগোত্র—উচ্ছরখি গাঞি—সুসঙ্গের রাজবংশ ।

বিনায়ক উচ্ছরখি (৩৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ) তৎপুত্র, পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র মধুসূদন মিশ্র, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র বিলক্ষণ, তৎপুত্র বীর তৎপুত্র পিপড়ওঝা, তৎপুত্র ম নাইওঝা, তৎপুত্র কেশাইওঝা, তৎপুত্র সোমেশ্বর পাঠক (সুসঙ্গে বাস), তৎপুত্র রক্ষিত ও বুদ্ধিমন্ত খাঁ, বুদ্ধিমন্তের পুত্র কানাই হাজরা,

- গন্ধর্ব্ব খাঁ
- বাসুদেব খাঁ (বামন খাঁ)
  - জগদানন্দ খাঁ
    - মল্লিক জানকীনাথ
      - রাজা রঘুনাথ সিংহ (২য় পক্ষে)
        - রাজা রামনাথ
          - রামজীবন (ভ্রাতুষ্পুত্র)
            - রামসিংহ
              - রণসিংহ
        - রাজা রমানাথ
        - রাজা গোপীনাথ
        - রাজা রূপনারায়ণ (২য় পক্ষে)
        - রাজা ভবানন্দ
        - রাজা ভূপতি
        - রাজা শ্রীপতি (৩য় পক্ষে)
          - রাজা রামকৃষ্ণ (বিবাহ রঘুবীর আচার্য্যের কন্যা, পরে গোপাল সান্যাল কন্যা,)
            - রাজা রামসিংহ
              - রাজা রণসিংহ
                - রাজা কিশোর সিংহ
                - রাজা রাজসিংহ
                  - বৈদ্যনাথ কোঙর
                  - বিশ্বনাথ সিংহ কোঙর
                    - রাজা প্রাণকৃষ্ণ
                    - মহারাজা রাজকৃষ্ণ
                      - মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি-এ,
                        - মহারাজ ভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুর
                      - নীরদচন্দ্র
                      - নগেন্দ্রচন্দ্র
                      - দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র
                    - রাজা কমলকৃষ্ণ
                    - রাজা জগৎকৃষ্ণ
                    - রাজা শিবকৃষ্ণ
                  - গোপীনাথ কোঙর
                  - কৃষ্ণনাথ কোঙর (২য় পক্ষে)
                  - জগন্নাথ কোঙর
            - রাজা বীরসিংহ
      - পঃ রামদাস কোঙর
      - উমাদাস কোঙর

সুসঙ্গের ভাদুড়ী রাজবংশ।*

মুকুন্দ ভাদুড়ী (৬৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)

গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ

যদুনাথ বাণীনাথ

২য় পক্ষে

লক্ষ্মীনাথ কাশীনাথ রঘুনাথ

২য় পক্ষে

রামবল্লভ হরিবল্লভ প্রাণবল্লভ গৌরীবল্লভ

২য় পক্ষে

বিশ্বেশ্বর শিবরাম নৃসিংহ

রামহরি রামনাথ রামকান্ত গঙ্গাধর

জগজ্জীবন গৌরীকান্ত

রামগোবিন্দ নরোত্তম

২য় পক্ষে

হরিরাম সিংহ শ্রীরাম রায় দ্বিঃ পঃ রামরুদ্র রায়

রঘুনাথ সিংহ কাশীনাথ সিংহ

২য় পক্ষে ৩য়পক্ষে

রামনাথ রমানাথ রাধানাথ গোপীনাথ শ্রীনাথ ভোলানাথ কান্তনাথ কৃষ্ণনাথ চাঁদসিংহ

রামকৃষ্ণ রামকান্ত

গোপালসিংহ জয়কৃষ্ণসিংহ কিশোরসিংহ রাধাকান্তসিংহ গৌরীকান্তসিংহ

---

* ১৫০ পৃষ্ঠায় এই বংশের সংক্ষিপ্ত বংশলতা দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহার মন্ত্রণা লে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥
যার কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি। লাউর প্রদেশে হয় যাহার বসতি॥"

উপযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন তৎকালে কেহ সহজে রাজমন্ত্রী হইতে পারিতেন না। নরসিংহ যে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল রাজকীয় বলিয়া নহে, সামাজিক ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

তৎকালে সামাজিক ব্রাহ্মণ সকলেই একযোগে আহার করিতেন, কোন ব্রাহ্মণের আসিতে বিলম্ব হইলে, অনুসন্ধান করিয়া না আসার কারণ অবগত হইয়া সকলে আহারে বসিতেন। এই-রূপ এক সামাজিক ভোজে নরসিংহ নাড়িয়ালের আসিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায়, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন কুলীন বলিলেন যে নরসিংহ নাড়িয়াল মধুই মৈত্র কি শিঞাই বাগচি নহেন যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবেক। এস, সকলে ভোজন করা যাউক। এই কথায় ব্রাহ্মণেরা আহারে বসিলেন। ইতিমধ্যে নরসিংহ নাড়িয়াল আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। নরসিংহ আহার করিতে না গিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মধু মৈত্রের সহিত যেরূপেই হউক করণ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া একখানি নৌকাতে শালগ্রাম, গাভী, তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে আরোহণ করিয়া মধু মৈত্রের বাসভূমি গুড়নৈগ্রামে মধু মৈত্রের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মধু মৈত্র স্নান ও তর্পণাদি করিবার জন্য সেই ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। নরসিংহ মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মহাশয়! মধু মৈত্রের বাড়ী কোন স্থানে? মধু বলিলেন, 'আমারই নাম মধু মৈত্র, আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন বলুন।' নরসিংহ নাড়িয়াল বলিলেন, "আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, আপনার সহিত করণ করিব, আমার এই কথা।" নৌকায় কন্যাকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, "এই কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিব।" মধু মৈত্র বলিলেন "আপনি শ্রোত্রিয়, আপনার সহিত করণ করিয়া আপনার কন্যা গ্রহণে আমি অপারগ।" ইহা শুনিয়া নাড়িয়াল গভীর জলে মাঝিকে নৌকা লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নৌকাবাহক নদীর মধ্যস্থলে নৌকা লইয়া গেল। তখন নরসিংহ মধুকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি যদি আমার সহিত করণ না করেন, তাহা হইলে এই নৌকায় শালগ্রাম, গাভী ও স্ত্রী, বালকবালিকা এবং আমি ব্রাহ্মণ সকলেই এই নৌকা ডুবাইয়া দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।" এই বলিয়া নৌকা ডুবাইবার উপক্রম করিলেন। মধু মৈত্র তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, কুল গেলে মনুষ্যের ক্ষতির কারণ নাই, সমাজে হীন হওয়া মাত্র; কিন্তু ধর্ম গেলে মনুষ্যের কিছুই থাকিল না, কুলের জন্য ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা এবং শালগ্রাম-শিলা জলমগ্ন হইতেছে, অতএব কুল রক্ষায় প্রয়োজন নাই, ধর্মরক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ চিন্তা করিয়া মধু নরসিংহ নাড়িয়ালকে বলিলেন, "আমি তোমার সহিত করণ করিতেছি। তুমি নৌকা ঘাটে লইয়া আইস।" মধু মৈত্র নরসিংহ নাড়িয়ালের সহিত সেই ঘাটে করণ করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিলেন।

বারেন্দ্র-কুল গ্রন্থে কোন এক স্থানে লেখা আছে,—নরসিংহ নাড়িয়ালের পিতা মাতা তাঁহা শৈশব কালেই পরলোক গমন করেন। তিনি পাণ বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ বুদ্ধি বলে গৌড়ের রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

নরসিংহের পুত্র বিদ্যাধর, তৎপুত্র ছকড়ি, তৎপুত্র কুবেরাচার্য্য তর্কপঞ্চানন। কুবের আচার্য্য গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। কুবের আচার্য্যের ঔরসে নাভাদেবীর গর্ভে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্য দেব যেরূপ বিষ্ণুর অবতার, অদ্বৈত প্রভুও সেইরূপ শিবের অবতার বলিয়া পরিচিত।

যাঁহার আহ্বানে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শান্তিপুরের গোস্বামিপ্রবর সেই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বিস্তৃত পরিচয় এই সামাজিক ইতিহাসে উপযুক্ত স্থানাভাব। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দিতে হইলে, একখানি বৃহৎগ্রন্থ লিখিতে হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, বীরেশ্বর কৃত অদ্বৈতবিলাস ও দিব্য সিংহের বাল্যলীলাসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভুর বিস্তৃত জীবনী বিবৃত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থেই অদ্বৈত প্রভুর প্রসঙ্গ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও নিত্যানন্দপ্রভুর পরই শ্রীল অদ্বৈত গোস্বামী পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি অদ্বৈত প্রভুর বংশধরগণ শান্তিপুর, শিবালয়, ও উথলিগ্রামে প্রধানতঃ বাস করিতেছেন। এখনও এই বংশের শাখা প্রশাখা ঢাকা, ময়মনসিং কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, বগুড়া, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন ও নামকীর্ত্তন প্রচার দ্বারা অদ্বৈত প্রভুর নাম স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র দোলগোবিন্দকে ঈশান নাগরের বংশধর শান্তিপুর হইতে শিবালয়ে আনিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষে রত্নেশ্বর নাটোরের ব্রহ্মত্র পাইয়া ঢাকাজেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত উথলী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দোলগোবিন্দের বংশধরগণ মধ্যে এক শাখা শিবালয়ে থাকেন, এবং দুইভাগ উথলী আসেন, উথলী গ্রামেও উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়ায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের যত্নে উত্তর পাড়া, মধ্য পাড়া ও দক্ষিণপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রত্নেশ্বরের পৌত্র রামচন্দ্র হইতে মধ্যপাড়ায় বড় আটানী ও লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে মধ্যপাড়ায় ছোট আটানি স্থির হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকিশোর হইতে কাঁটোয়ার বড় প্রভু ও ছোট প্রভুঘর বাহির হইয়াছে। উথলীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ধারায় বর্ত্তমান ২৬ ঘর হইয়াছে। এই বংশের পঞ্চম দোলপর্ব্ব পূর্ব্ব বঙ্গে বিখ্যাত। উথলীর দোলমঞ্চ তিন টীর প্রত্যেকটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ। এই পঞ্চম দোল উপলক্ষে দিবসত্রয় ব্যাপী মহামহোৎসব হইয়া থাকে। ২৮০ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বংশলতা প্রদত্ত হইল।

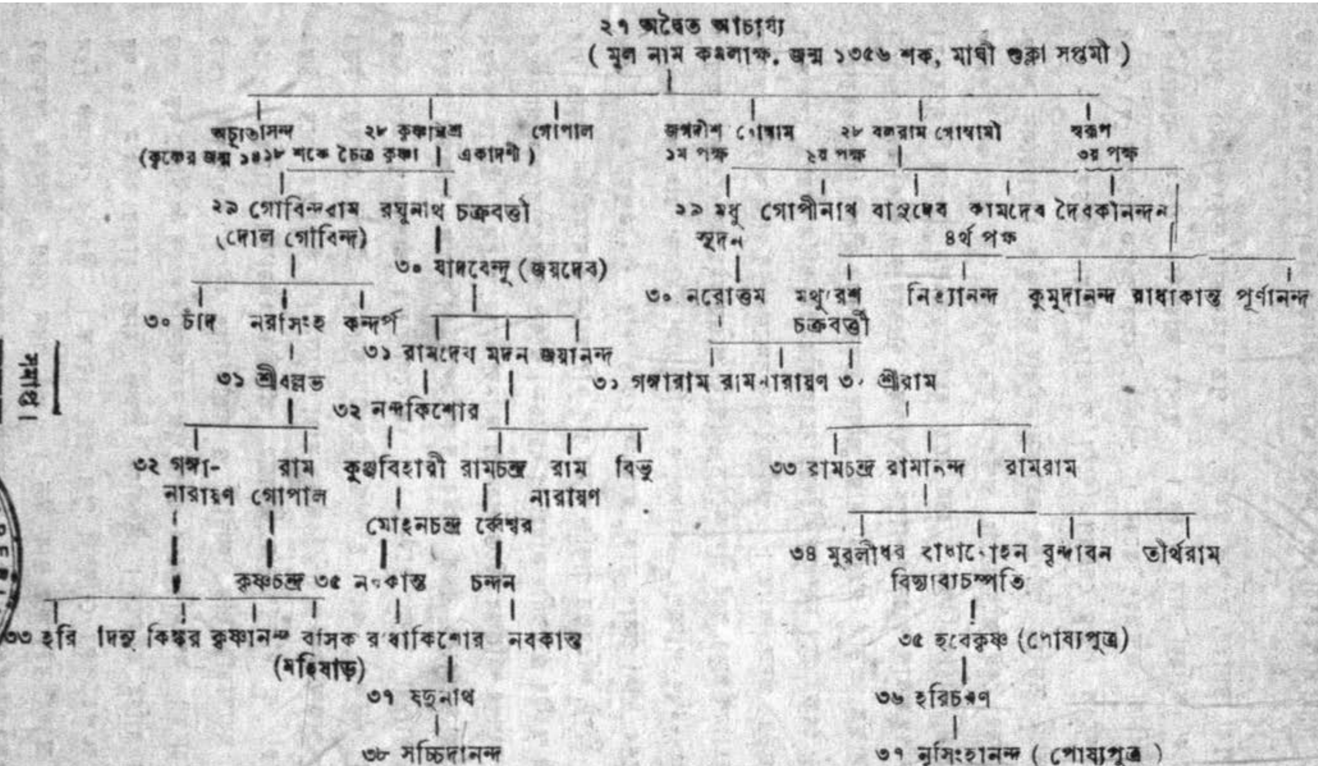

সমাপ্ত।

১ কুলশাস্ত্র দীপিকার মতে ২৮ কৃষ্ণমিশ্রের পুত্র ২৯ দোলগোবিন্দ ও রঘুনাথ। দোলগোবিন্দের পুত্র ৩০ গোপীনাথ, তৎপুত্র ৩১ জগদানন্দ, তৎসুত ৩২ প্রাণবল্লভ, তৎপুত্র ৩৩ রত্নেশ্বর, তৎপুত্র ৩৪ কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের বংশধর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পরবর্ত্তী বংশপরিচয় এইরূপ পাঠাইয়াছেন— কৃষ্ণরামের দুই পুত্র ৩৫ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র ৩৬ নবকিশোর, দুলাল ও গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দের ছয় পুত্র মধ্যে ২য় কৃষ্ণকুমার, কৃষ্ণকুমারের পুত্র ৩৮ ঈশান, তৎপুত্র ৩৯ বেণীমাধব, তৎপুত্র ৪০ প্রিয়নাথ গোস্বামী বি, এ,।

IMPERIAL